রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স
হ্যান্ডবুক

বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল

কোর্সের দৈনন্দিন সময়সূচী

ভোর ৪:১৫ মিনিট	ঘুম থেকে জাগরণ, প্রাতঃকালীন কাজ, নামাজ/প্রার্থনা ইত্যাদি
ভোর ৫:১৫ মিনিট	বি.পি. পিটি (মার্চপাস্টসহ)
সকাল ৬:৩০ মিনিট	প্রাতঃ রাশ
সকাল ৭:০০ টা	পরিদর্শন
সকাল ৭:৩০ মিনিট	পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান
সকাল ৮:০০ টা	সেশন
সকাল ৯: ০০ টা	সেশন
সকাল ১০: ০০ টা	চা বিরতি
সকাল ১০:৩০ মিনিট	সেশন
সকাল ১১:৩০ মিনিট	সেশন
বেলা ১২:৩০ মিনিট	রেশন গ্রহণ, রান্না, গোসল, নামাজ/প্রার্থনা, দুপুরের খাবার, অবসর সময়ের কাজ ও বিশ্রাম
বেলা ২:৩০ মিনিট	সেশন
বিকেল ৫:০০ টা	নামাজ/প্রার্থনা ও বৈকালিক চা
বিকেল ৫:৩০ মিনিট	সেশন (খেলাধুলা)
বিকেল ৬:৩০ মিনিট	রেশন গ্রহণ, পতাকা নামানো, নামাজ, রান্না ও অবসর সময়ের কাজ
বিকেল ৭:৩০ মিনিট	সেশন
সন্ধ্যা ৯:০০ মিনিট	কাউন্সেলিং, রাতের খাবার, নামাজ ও অবসর সময়ের কাজ
রাত ১০:০০ টা	বাতি নিভানো ও নিদ্রা

** সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ের সাথে মিল রেখে (শীত ও গ্রীষ্মকাল) সময়সূচী পরিবর্তন করা যাবে ।

কোর্স লিডার

আঞ্চলিক সম্পাদকের কথা

স্কাউটিংয়ে প্রশিক্ষণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। বয়স্ক নেতার নেতৃত্বে পরিচালিত স্কাউট আন্দোলনে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। বয়স্ক নেতারা ইতঃপূর্বে সরাসরি রোভার স্কাউট লিডার বেসিক কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু ২০০৯ সাল থেকে পাঁচ স্তর বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ স্কিম প্রবর্তন হওয়ায় সরাসরি রোভার স্কাউট লিডার বেসিক কোর্স করার সুযোগ নেই। কেবলমাত্র অন্ততঃ এক মাস পূর্বে ওরিয়েন্টেশন সম্পন্নকারীগণ রোভার স্কাউট লিডার বেসিক কোর্সে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেন। বেসিক কোর্স সম্পন্ন করার পর নিজ প্রতিষ্ঠানে একটি রোভার স্কাউট ইউনিট গঠন করে দক্ষতার সাথে দল পরিচালনা করতে পারেন। ইউনিট গঠন করে ছয় মাস সক্রিয়ভাবে ইউনিট পরিচালনাকারী স্কাউটার পরবর্তীতে অনুষ্ঠেয় উচ্চতর কোর্স অর্থাৎ রোভার লিডার অ্যাডভান্সড কোর্সে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। আশা করি, বর্ণিত কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য আপনি সচেষ্ট হবেন।

বাংলাদেশ স্কাউটসের স্ট্র্যাটেজী প্ল্যান-২০১৩ অনুযায়ী স্কাউটিংয়ের মানোন্নয়ন ও দেশে স্কাউটের সংখ্যা ১০ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষে উন্নীত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ফলে প্রতি বছর ১১ – ১৫% সদস্য বৃদ্ধি করতে হবে।

ইতঃপূর্বে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে কোর্সের হ্যান্ডআউট শীট আকারে সরবরাহ করা হতো। এই শীটগুলো একত্রিত করে বই আকারে প্রকাশ করার জন্য দীর্ঘদিন যাবত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। অবশেষে গত ২৬ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ উপ-কমিটির সভায় হ্যান্ডআউটগুলো রোভার অঞ্চলের প্রকাশনা বিভাগের মাধ্যমে বই আকারে মুদ্রণ করে সরবরাহের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। আপাততঃ এগুলো একত্রিত করে হ্যান্ডবুক আকারে সরবরাহ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে বই আকারে মুদ্রণ করে সরবরাহের উদ্যোগ নেয়া হবে। হ্যান্ডআউটগুলোর মান বৃদ্ধি ও তথ্যবহুল করার লক্ষ্যে সম্মানিত ট্রেনিং টীমের সদস্যদের কোন মতামত বা দিকনির্দেশনা থাকলে তা লিখিতভাবে জানানোর জন্য অনুরোধ জানাই।

মোঃ মনিরুজ্জামান
সম্পাদক
বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল

হ্যান্ডআউটের সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
১	পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান	১
২	স্বাস্থ্য রক্ষায় বি পি'র ছয়টি পিটি	২-৪
৩	বাঁশির ডাক ও হস্ত সংকেত	৫
৪	তাঁবু খাটানো, তাঁবুর যত্ন ও গ্যাজেট	৬-৭
৫	স্কাউটিংয়ে খেলা ও গানের ব্যবহার	৮-১০
৬	স্কাউট আন্দোলনের মৌলিক বিষয়সমূহ	১১-১২
৭	স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন	১৩-১৪
৮	স্কাউট আন্দোলনের জনক ও স্কাউটিংয়ের পটভূমি	১৫
৯	রোভারিং কি ও কেন (পঞ্চশিলাসহ)	১৬
১০	স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস	১৭-১৯
১১	রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম	২০-২১
১২	উপদল পদ্ধতি (Patrol System)	২২-২৩
১৩	স্কাউটিং ও যুব সমাজ	২৪-২৫
১৪	নেতৃত্ব (ইউনিট লিডার)	২৬-২৭
১৫	ক্রু মিটিং	২৮
১৬	বনকলা	২৯
১৭	তাঁবু জলসা/ক্যাম্প ফায়ার	৩০
১৮	ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ (ব্যাজ পদ্ধতি/Badge System)	৩১-৩২
১৯	স্কাউট আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামো	৩৩-৩৪
২০	কোড ও সাইফার (গোপন বার্তা)	৩৫-৩৬
২১	প্রাথমিক প্রতিবিধান	৩৭-৩৯
২২	স্কাউট ওন	৪০
২৩	আত্মশুদ্ধির প্রশ্ন (Vigil)	৪১
২৪	মানচিত্র পাঠ ও আকা	৪২-৪৩
২৫	কনভেনশনাল সাইন	৪৪-৪৫
২৬	পাঁচ স্তর বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ স্কিম	৪৬
২৭	গ্রুপ সংগঠন	৪৭-৪৮
২৮	স্কাউট ডেন ও গ্রুপ রেকর্ডস	৪৯-৫০
২৯	ক্যাম্পিং ও হাইকিং	৫১-৫৪
৩০	রোভার অনুষ্ঠানাদি	৫৫-৫৬
৩১	স্কাউটিং ও সমাজ	৫৭
৩২	পতাকাসমূহ	৫৮-৬১

পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান

অবস্থান ঃ

১। কোর্স লিডার পতাকা দন্ডের ঠিক এক কদম পিছনে দাঁড়াবেন।

২। ঘোষণাকারী কোর্স লিডারের বামে এক কদম পিছনে দাঁড়াবেন।

৩। প্রার্থনা সংগীত যিনি গাইবেন তিনি কোর্স লিডারের তিন কদম ডান দিকে এক কদম পিছনে এসে দাঁড়াবেন।

৪। সহকর্মীবৃন্দ এক সারিতে কোর্স লিডারের দুই কদম পিছনে দাঁড়াবেন।

৫। শিক্ষার্থীবৃন্দ পতাকাদন্ডকে সামনে রেখে অশ্বখুরাকৃতি অবস্থায় দাঁড়াবেন।

৬। কোর্স লিডার আসার পূর্বে সবাই পতাকার কাছে স্থান গ্রহণ করে আরামে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

পদ্ধতি ঃ

কোর্স লিডার পতাকা দন্ড থেকে দশ কদম দূরে থাকতে ঘোষণাকারী দলকে "সোজা হও" কমান্ড দেবেন। সবাই সোজা হওয়ার পরপরই ঘোষণাকারী কোর্স লিডারের দিকে ঘুরে তাঁকে সালাম করবেন। কোর্স লিডার সালাম গ্রহণ করার পর পতাকা দন্ডের পিছনে এসে নিজ অবস্থানে দাঁড়ালে ঘোষণাকারীও পূর্ব অবস্থায় ফিরে দলকে পুনরায় "আরামে দাঁড়াও" এই কমান্ড দেবেন। এই কমান্ডের সঙ্গে সঙ্গে কোর্স লিডারসহ সবাই আরামে দাঁড়াবেন। এরপর ঘোষণাকারী "পতাকা উত্তোলন" কমান্ড দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোর্স লিডার সোজা হয়ে পতাকার দড়ি খুলবেন। ঘোষণাকারী এরপর কমান্ড দেবেন "সোজা হও"। সবাই সোজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোর্স লিডার পতাকা উপরে উঠাতে থাকবেন। পতাকা যখন দন্ডের শীর্ষ স্পর্শ করবে তখন ঘোষণাকারী কমান্ড দেবেন "পতাকাকে সালাম" কর। সকলে হাত তুলে সালাম করে দাঁড়িয়ে থাকবেন। কোর্স লিডার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পতাকার দড়ি পতাকা দন্ডে বেঁধে এক কদম পিছনে এসে পতাকাকে সালাম করবেন। কোর্স লিডার সালাম করার পরই ঘোষণাকারী কমান্ড দেবেন "হাত নামাও"। তখন সবাই এক সঙ্গে হাত নামাবেন। এরপর ঘোষণাকারী সকলকে আরামে দাড় করিয়ে কমান্ড দেবেন "প্রার্থনা সংগীত"। সঙ্গে সঙ্গে যিনি প্রার্থনা সংগীত গাইবেন তিনি নিজ জায়গায় সোজা হয়ে দাঁড়াবেন এবং তার জায়গা হতে পতাকা দন্ডের দিকে এমনভাবে ঘুরে দাঁড়াবেন যেন তিনি সরাসরি পতাকা দন্ডের কাছে আসতে পারেন। পতাকা হতে দুই কদম দূরে দাঁড়িয়ে কোর্স লিডারকে সালাম করবেন ও কোর্স লিডারের তিন কদম ডান দিকে এক কদম পিছনে গিয়ে আরামে দাঁড়াবেন। তাঁর দাঁড়ানো শেষ হলে কমান্ড হবে "প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত" সকলে দুই হাত সামনে বেঁধে প্রার্থনার জন্য দাঁড়াবে। এরপর প্রার্থনা সংগীত পরিবেশনকারী প্রার্থনা সংগীত শুরু করবেন। তার সাথে সাথে সকলে প্রার্থনা সংগীত গাইবেন। প্রার্থনা সংগীত শেষ হওয়ার পর তিনি (যিনি প্রার্থনা সংগীত গাইবেন) পুনরায় কোর্স লিডারের সম্মুখে গিয়ে তাঁকে সালাম দিয়ে এক কদম পিছনে যাবেন। তারপর নিজের জায়গায় ফিরে যাবেন এবং প্রার্থনা অবস্থায় দাঁড়াবেন। এরপর কমান্ড হবে "যেমন ছিলে"। সবাই আরামে দাঁড়াবে। এবারে কমান্ড হবে "পরিদর্শন রিপোর্ট"। যিনি পরিদর্শন রিপোর্ট দিবেন তিনি কোর্স স্টাফদের সারি থেকে তিন কদম সামনে এগিয়ে এসে কোর্স লিডারের দিকে ঘুরে কোর্স লিডারকে সালাম দেবেন। তারপর দুই কদম পিছিয়ে ঘোষণাকারীর লাইনে এসে রিপোর্ট পেশ করবেন। রিপোর্ট শেষে দুই কদম সামনে গিয়ে কোর্স লিডারকে সালাম দিয়ে তিন কদম পিছনে নিজ স্থানে যাবেন। পরিদর্শন রিপোর্টে যে উপদল উত্তীর্ণ মানে পৌছে সে উপদলকে "গৌরব পতাকা" প্রদান ও স্কাউট পদ্ধতিতে সাবাস ইয়েল দিতে হবে (যেমন-ঘোষণাকারী বললেন, ... উপদল, ... উপদল ছাড়া অন্যান্য উপদলের সদস্যবৃন্দ বলবেন সাবাস, সাবাস, সাভাস ভাই, বোন থাকলে ভাই ও বোনেরা বলতে হবে। পরে ঘোষণাকারী বলবেন, অন্য সকলকে, অন্যান্য উপদলের সদস্যবৃন্দ বলবেন ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ)। সাবাসী ইয়েলের পর ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবেন "থিম অব দি ডে"। একজন প্রশিক্ষণার্থী পোস্টার পেপারে পূর্বেই লিখে রাখা সে দিনের থিম নিজে পাঠ করে সবার সামনে লেখাটি দেখাবেন। ঘোষক এরপর বলবেন "কোর্স লিডারের বক্তব্য"। এ ঘোষণার পর কোর্স লিডার তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন। কোর্স লিডারের বক্তব্যের পর ঘোষণাকারী কমান্ড দেবেন "সোজা হও"। সবাই সোজা হবে। এরপর কমান্ড হবে "পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য ছুটি"। সবাই ডান দিকে ঘুরে সালাম করার পর "ধন্যবাদ" শব্দ উচ্চারণ করে উপদল ভিত্তিক স্থান ছেড়ে পরবর্তী কার্যক্রমে যোগ দেবেন।

স্বাস্থ্য রক্ষায় "বিপির" ছয়টি পিটি

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ব্যাডেন পাওয়েল (বিপি) খুব সহজ ছয়টি পিটি চালু করেন। সকল বয়সের মানুষের জন্য এটা উপযোগী। এমন কি দুর্বল ও ছোট বালকও বিপি পিটি করতে পারে। প্রতিদিন বিপি পিটি অনুশীলনের মাধ্যমে সে নিজেকে শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। পিটিগুলো করতে মাত্র ১০ মিনিট সময় নেয় এবং কোন প্রকার যন্ত্রপাতির আবশ্যক হয় না।

প্রত্যহ সকালে ঘুম থেকে উঠেই এবং প্রত্যহ রাতে বিছানায় যাওয়ার আগে পিটিগুলো অভ্যাস করা উচিত। স্বল্প পরিচ্ছদে অথবা খালিগায়ে এবং মুক্ত বাতাসে অথবা খোলা জায়গার কাছে পিটিগুলো অনুশীলন করা উত্তম। পিটি করার সময় নাকের সাহায্যে নিশ্বাস গ্রহণ ও মুখের সাহায্যে ত্যাগ করার বিষয়ে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। কোন পিটি কি উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে তা পিটি করার সময় চিন্তা করলে পিটির কার্যকারিতা বেড়ে যায়। এই পিটিগুলো খালি পায়ে অনুশীলন করলে পায়ের পাতা ও আঙ্গুলগুলো অধিকতর সবল হবে।

বিপি পিটি

১ নম্বর পিটি- মাথা ও ঘাড়ের জন্য

প্রথমে দুই হাতের তালু ও আঙ্গুল দিয়ে কয়েকবার মাথা, মুখমন্ডল এবং ঘাড় ঘসে নিতে হবে। তারপর আঙ্গুলগুলি দিয়ে ঘাড় এবং গলার মাংশপেশী টিপে নিতে হবে। ঘুম ভাঙ্গার পর বিছানায় বা ঘরেও এই পিটি করা যেতে পারে। তারপরে চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়ে, দাঁত ব্রাস করে নাক মুখ ধুয়ে এক গ্লাস ঠান্ডা পানি পান করে পরবর্তী পিটিগুলি করতে হবে।

(যদিও এই পিটিটি ১নং পিটি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে কিন্তু সাধারণ পিটি অর্থে যা বোঝায় এটা তা না হলেও বিপির পিটিগুলির মধ্যে এটি প্রাথমিক এবং প্রস্তুতিমূলক কাজ। ঘুম থেকে উঠে এই কাজগুলি করে নিয়ে পরবর্তী পিটিগুলি করতে হবে)। পিটি করার সময় সকল সঞ্চালন যথাসম্ভব ধীরে করতে হবে।

২ নম্বর পিটি- বক্ষদেশের জন্য

সোজা অবস্থা থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে বাহুর স্থির অবস্থায় সামনে নিচের দিকে এমনভাবে ঝুলিয়ে দিতে হবে যেন অগ্রবাহুর পিছন দিকটা পাশাপাশি অবস্থায় হাটুর সামনের দিকে থাকে। নিঃশ্বাস গ্রহণ করে ধীরে ধীরে হাত উপর দিকে উঠাতে হবে। এ সময় নাক দিয়ে গভীরভাবে যতটুকু সম্ভব নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে হবে। এরপর হাতদুটো ক্রমান্বয়ে পিছন দিকে নিতে হবে এবং শব্দ করে দম ছাড়তে হবে।

স্রষ্টার এই মুক্ত বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করে রক্ত সঞ্চালনে সহায়ক হবে। মুখে উচ্চারণ করতে হবে "Thanks" (স্রষ্টার উদ্দেশ্যে)। এরপর আবার সামনের দিকে পূর্বের ন্যায় ঝুঁকে নিঃশ্বাস এমনভাবে ত্যাগ করতে হবে যেন সবটুকু বাতাসই বের হয়ে যায়। এসময় যতবার এরূপ করা হলো সেই সংখ্যা (ইংরেজী) উচ্চারণ করতে হবে। এই পিটি ১২ (বার) বার করতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে, এই পিটির মূল উদ্দেশ্য কাঁধ, বক্ষ, হৃৎপিন্ড এবং শ্বাসযন্ত্রসহ অভ্যন্তরিন অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশের উন্নয়ন সাধন করা।

গভীরভাবে নিঃশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিক মুক্ত বায়ু গ্রহণ ফুসফুসের জন্য এবং রক্ত সঞ্চালনের জন্য খুবই প্রয়োজন, বক্ষের আকার বৃদ্ধিতেও এর প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এই পিটি করতে হবে অত্যন্ত

সতর্কতার সাথে এবং কখনও একনাগারে অনেকবার করা যাবে না। যতখানি সম্ভব বুক বিশেষ করে বুকের হাড় ও পেছন দিকটা ফুলে না উঠা পর্যন্ত নাকের সাহায্যে বাতাস গ্রহণ করতে হবে। এভাবে এক বার শেষ করার পর পুনরায় পূর্বের ন্যায় নাক দিয়ে বাতাস গ্রহণ করতে হবে এবং পুনরায় ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়তে হবে এবং এভাবেই যথার্থ নিঃশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের মাধ্যমে বক্ষ, হৃৎপিন্ড, ফুসফুস ও কণ্ঠনালীর সমভাবে উন্নয়ন সাধন হয়।

৩ নম্বর পিটি- পেটের জন্য

এই পিটির সময় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আঙ্গুলগুলি মুক্ত রেখে দুই হাত সামনে প্রসারিত করতে হবে। তারপর কোমরের উপরিভাগ ধীরে ধীরে ডান দিকে ঘুরাতে হবে যেন পা অর্থাৎ কোমরের নিম্নভাগ না নড়ে। এভাবে যতটুকু পারা যায় ডানদিকে ঘুরাতে হবে। এসময় ডান হাত যতটুকু পিছনে নেয়া যায় ততটুকু নিতে হবে ও দুই বাহু এক বরাবর রাখার চেষ্টা করতে হবে যেন তা কাঁধের বরাবর থাকে। একই রকম করে আবার ডান দিক থেকে ধীরে ধীরে বাম দিকে ঘুরতে হবে। এভাবে ডান থেকে বামে ও বাম থেকে ডানে ১২ (বার) বার করা আবশ্যক।

এই পিটি করার সময় সতর্কতার সাথে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করতে হবে। নাকের সাহায্যে বাতাস গ্রহণ করতে হবে (মুখের সাহায্যে নয়)। ডান প্রান্তে হাত নেয়ার সময় নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে হবে। ডান প্রান্ত থেকে হাত দুটো একই পদ্ধতিতে ক্রমান্বয়ে মুখের সাহায্যে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বাম দিকে নিতে হবে। বাম প্রান্তে এসে নিঃশ্বাস ছাড়া শেষ করতে হবে। বাম দিকের শেষ প্রান্তে পৌছার পর কতবার হলো সেই সংখ্যা গুনতে হবে। সংখ্যা না গুনে সৃষ্টিকর্তার প্রশংসাসূচক কোন শব্দও উচ্চারণ করা যায়। এভাবে ছয় বার ডান দিকে যাওয়ার সময় নিঃশ্বাস গ্রহণ করে বাম দিকে যাওয়ার সময় নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। পরের ছয় বার বাম দিকে যাওয়ার সময় নিঃশ্বাস গ্রহণ এবং ডান দিকে যাওয়ার সময় নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। এই ব্যায়ামের ফলে অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ বিশেষ করে যকৃত, অগ্নাশয় নড়াচড়া করে এবং তাদের কাজ সহজ করে দেয়। এছাড়াও পাঁজর ও পাকস্থলির চারপাশের বাইরের মাংশপেশীকে সবল করে।

৪ নম্বর পিটি- মধ্য শরীরের জন্য

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথার উপর দিকে দুই হাত যতটুকু সম্ভব তুলে ধরে উভয় হাতের আঙ্গুলগুলি সংযুক্ত করে ধরে পেছন দিকে ঝুকে দাঁড়াতে হবে। তারপর খুব ধীরে ধীরে বাহুসহ দেহের উপরিভাগ এমনভাবে ঘুরিয়ে আনতে হবে যেন দেহের চারদিক একটি প্রশস্ত বৃত্তাকারে ঘুরে আসে। কোমর থেকে দেহের উপরিভাগ একদিক থেকে সামনের দিকে ঝুকে পরে তারপর আবার অপর দিক দিয়ে পিছনে পূর্বের অবস্থানে যেতে হবে। এই পিটি কোমর এবং পাকস্থলির পেশীর জন্য অত্যন্ত কার্যকর।

একদিক দিয়ে ছয় বার আবার অন্য দিক দিয়ে ছয় বার এই ব্যায়াম করতে হবে। এরূপ করার সময় চোখের দৃষ্টি যতদূর যায় তা দেখার চেষ্টা করতে হবে।

এই পিটি করার সময় মনে মনে একটি অনুভূতি আনতে হবে দুই হাত যেভাবে আঁকড়ে ধরা আছে তাতে মনে হবে যেন বন্ধুদের অর্থাৎ অন্য স্কাউটদের সাথে করমর্দন বা আলিঙ্গনে আবদ্ধ রয়েছে। প্রতিবার নুইয়ে ঘুরার সময় ডান দিকে, বাম দিকে, সামনে এবং পেছনে প্রত্যেক দিকে বন্ধুদের সাথে মিশে রয়েছি। সবাই আমাকে

ভালবাসে, সবার সাথে আমার বন্ধুত্ব রয়েছে। আমাকে এই বন্ধুত্ব স্রষ্টাই সৃষ্টি করে দিয়েছেন। উপর দিয়ে ঘুরার সময় উপর দিকে তাকিয়ে স্বর্গীয় বায়ু গ্রহণ করলে বেশ ভাল এবং চাঙ্গা বোধ হবে। আর বৃত্তাকারে ঘুরে আসার সময় ভেতরের বাতাসগুলি চারপাশে ছড়িয়ে দিতে হবে। নিচের দিকে নামার সময় নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে এবং উপরের দিকে উঠার সময় নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে হবে।

৫ নম্বর পিটি- দেহের নিম্নভাগ এবং পায়ের পেছনের অংশের জন্য

অন্য পিটিগুলির মত এই পিটির সাহায্যেও শ্বাস-প্রশ্বাসের কারণে হৃদপিন্ড, ফুসফুসের উন্নয়ন ঘটে এবং রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া সহজ হয়।

এই পিটির জন্য সোজা হয়ে নিজেকে সর্বাধিক উঁচুতে তুলে ধরার চেষ্টা করতে হবে। দুই পা পরস্পর থেকে কিছুটা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে এবং চিত্রের মত করে দুই হাতের কনুই ভাজ করে আঙ্গুলগুলি দিয়ে মাথার পিছন দিকে স্পর্শ করে রাখতে হবে। সাথে সাথে দেহের উপরিভাগ পিছন দিকে নুইয়ে দিয়ে আকাশের দিকে তাকাতে হবে। আকাশের দিকে তাকানোর সময় স্রষ্টার উদ্দেশ্যে এমন প্রার্থনা করা যায় "আমি তোমার, আমার মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত"। এ সময় নাক দিয়ে প্রাণভরে বাতাস গ্রহণ করতে হবে (মুখে বাতাস গ্রহণ করা যাবে না)।

তারপর পুনরায় হাত উপরের দিকে দিয়ে/হাটু সোজা রেখে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সামনের দিকে বাঁকা হতে হবে। এসময় হাতের আঙ্গুলগুলি দিয়ে পায়ের আঙ্গুল স্পর্শ করার চেষ্টা করতে হবে। তবে এজন্য শরীর ঝাকানোর প্রয়োজন নেই বা কোন বল প্রয়োগ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে যতটুকু পারা যায় ততটুকুই যথেষ্ট। এরপর ক্রমেই দেহ উপরে উঠাতে হবে এবং পূর্বের স্থানে নিয়ে যেতে হবে। এ সময় মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে হবে। এভাবে এই পিটি ১২ বার করতে হবে। এই পিটিতে পায়ের আঙ্গুল স্পর্শ করা মূখ্য উদ্দেশ্য নয়, এর উদ্দেশ্য হলো পেটের পেশীগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

৬ নম্বর পিটি- পা, পায়ের পাতা এবং অগ্রভাগের জন্য

খালি পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাত কোমরে রাখতে হবে। পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে হাঁটু বাইরের দিকে ভাঁজ করে গোটা দেহ সোজা রেখে নিচের দিকে নামতে হবে। এই সময় পায়ের গোড়ালী মাটি থেকে উপরে থাকবে। এই পিটির সময় পায়ের গোড়ালী পশ্চাৎ দেশে সামান্য স্পর্শ করবে। আবার ধীরে ধীরে নিচে থেকে উপরে উঠে পূর্বের ন্যায় দাঁড়াতে হবে। একে একে ১২ বার করতে হবে।

নিচের দিকে নামার সময় মুখের সাহায্যে সংখ্যা গননা করতে করতে বাতাস ত্যাগ করতে হবে এবং উপরের দিকে উঠার সময় নাক দিয়ে বাতাস নিতে হবে। দেহের সমস্ত ভর সকল সময় পায়ের অগ্রভাগে পড়বে। হাঁটু বাইরের দিকে ভাঁজ করে বসলে সহজে ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে।

এই পিটি অভ্যাস করার সময় মনে রাখতে হবে এর মূল্য উদ্দেশ্য উরু, পায়ের পাতার পেশীতন্তু মজবুত করা এবং একই সাথে এটা পাকস্থলীর ব্যায়াম। সুতরাং এই পিটি দিনে একাধিকবার বা যে কোন সময় করা যেতে পারে। বিপি পিটিগুলি শুধুমাত্র সময় কাটানোর জন্য নয়। বরং এই পিটিগুলি শরীর গঠনে খুবই সহায়ক।

বাঁশীর ডাক ও হস্ত সংকেত

বাঁশীর ডাক ঃ

১। ———————— একটি দীর্ঘ ধ্বনী-
চুপ কর/সোজা হও/পরবর্তী নির্দেশের জন্য প্রস্তুত হও

২। - - - - - - - - - - অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধ্বনী-
সকলে একত্রিত হও/কাছে এস ।

৩। - - - ———— তিনটি ক্ষুদ্র এবং একটি দীর্ঘ ধ্বনী-
উপদল নেতাকে ডাকা হচ্ছে/উপদল নেতা কাছে এস ।

৪। - - ———— দুটি ক্ষুদ্র এবং একটি দীর্ঘ ধ্বনী-
সিনিয়র উপদল নেতাকে ডাকা হচ্ছে ।
সিনিয়র উপদল নেতা/সেবক উপদল নেতা এস ।

৫। - ——— - ——— - ——— একটি ক্ষুদ্র এবং একটি দীর্ঘ এভাবে কয়েকবার-
বিপদ সংকেত ।

৬। ---------- কয়েকবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধ্বনী হলে-
আমি/আমরা বিপদগ্রস্থ, সাহায্যের জন্য এগিয়ে আস ।

৭। ——— ——— ——— পরপর কয়েকটি দীর্ঘ ধ্বনি হলে-
তোমরা বিপদগ্রস্থ/পালাও/আত্মগোপন কর ।

হস্ত সংকেত

লাইনে দাঁড়াও

অর্ধচন্দ্রাকৃতিভাবে দাঁড়াও

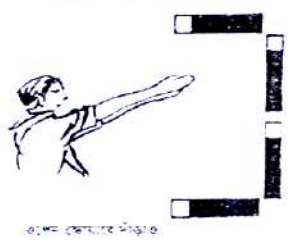

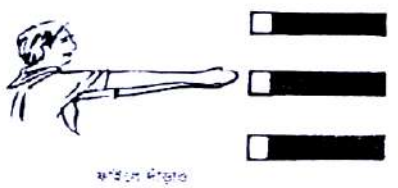

ফাইলে দাঁড়াও

তাঁবু খাটানো, তাঁবুর যত্ন ও গ্যাজেট

তাঁবু (The Tent)

THE TENT

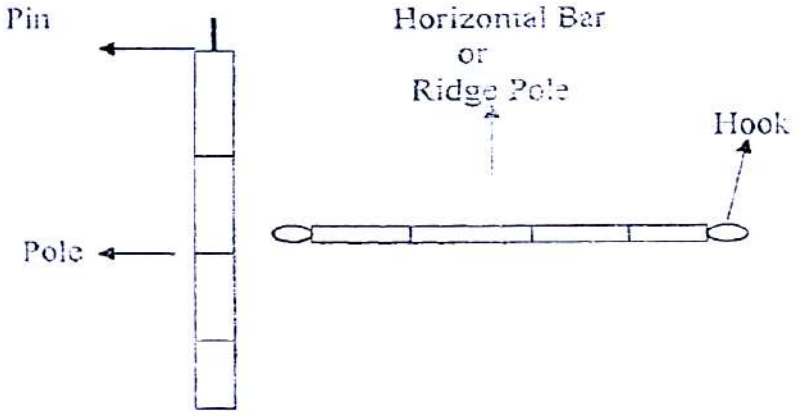

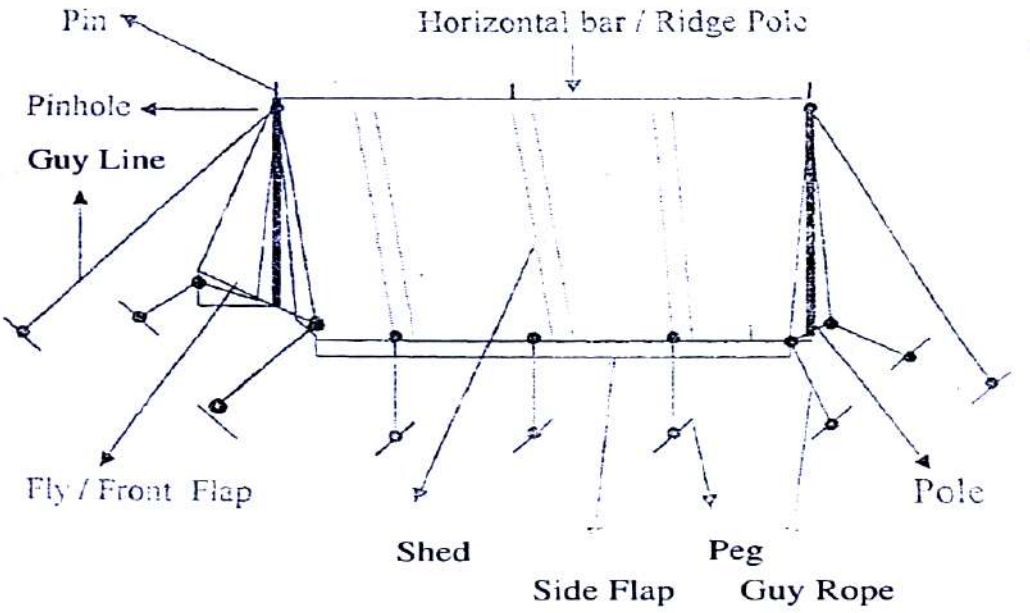

গ্যাজেট তৈরি

তাঁবুবাস স্কাউটিং এর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁবুতে বসবাসকালে বাড়ীতে ব্যবহৃত নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র না থাকলেও স্কাউটরা তাঁবুবাসের জন্য নিজেদের হাতের কাছে যে সকল উপকরণ পায় তার সাহায্যে তারা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তৈরি করে নেয়। এরূপ তৈরি বিকল্প আসবাবপত্রকে গ্যাজেট বলে।

তাঁবুবাসকালে স্কাউটরা তাদের বিছানাপত্র, নিত্য ব্যবহার্য কাপড়-চোপড়, ব্যাগ, জুতা-সেন্ডেল, হাড়ি-পাতিল, থালা, মগ-গ্লাস, দা, কুড়াল, কোদাল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সকল জিনিস নির্ধারিত জায়গায় গুছিয়ে রাখে। এগুলো মাটিতে না রেখে নিজেদের তৈরি গ্যাজেটে রেখে পরিপাটি তাঁবু জীবন উপভোগ করে।

গ্যাজেট তৈরি করার সময় যেখানে যে ল্যাশিংটি প্রয়োজন সেখানে সেই ল্যাশিংটি ব্যবহার করতে হবে। সাধারণতঃ গ্যাজেট তৈরির সময় বাঁশ অথবা গাছের ডাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। গ্যাজেট তৈরির সময় বাঁশ বা ডালে সংযোগ স্থান যদি ৯০ ডিগ্রী হয় সেক্ষেত্রে স্কয়ার ল্যাশিং ও ৪৫ ডিগ্রী হয় সেক্ষেত্রে ডায়গোনাল ল্যাশিং এবং পাশাপাশি হলে সেক্ষেত্রে শেয়ার ল্যাশিং, ফিগার অব এইট ইত্যাদি ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়। ল্যাশিং ব্যবহারের ক্ষেত্রে যত্নবান হতে হবে যাতে যথাযথভাবে নিয়ম-মাফিক ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়।

বিভিন্ন গ্যাজেট স্থাপনের স্থান ঃ

তাঁবুর সামনে-১) আলনা, ২) টেবিল, ৩) জুতা, ৪) বেডিং, ৫) ড্রেসিং/ওয়াশিং টেবিল, ৬) দা, ৭) শাবল, ৮) কোদাল, ৯) কুড়াল, ১০) প্রাথমিক প্রতিবিধান সরঞ্জাম বক্স ইত্যাদি।

তাঁবুর পেছনে-১) চুলা, ২) হড়িপাতিল রাখার, ৩) প্লেট রাখার, ৪) গ্লাস মগ রাখার, ৫) বালতি রাখার, ৬) ঝাড়ু রাখার, ৭) ডাস্টবিন।

গ্যাজেট

স্কাউটিংয়ে খেলা ও গানের ব্যবহার

খেলা ও গান মানুষের মধ্যে একঘেয়েমী দূর করে মানসিক প্রশান্তি আনয়ন করে থাকে। কিন্তু স্কাউটিংয়ে গান ও খেলাকে বৈচিত্রময় প্রোগ্রামের আওতাধীনে যোগ্যতা বৃদ্ধির অন্যতম সহায়ক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

১। **খেলা** খেলার মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ, সবল, কর্মঠ, নিয়মানুবর্তিতা, ধৈর্যশীল, শৃংখলাবোধের উন্মেষ ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়ে থাকে। বয়সভেদে চাহিদানুসারে কাব, স্কাউট ও রোভার প্রোগ্রামে নিম্নোক্ত খেলাগুলো পরিচালনা করা হয়।

ক) **সাধারণ খেলা** এই জাতীয় খেলা কাবদের মনোযোগিতা বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা অর্থাৎ দলের/উপদলের কে সবচেয়ে মনোযোগী তা নিরূপণ করা যায়। যেমন-বৌ চি ইত্যাদি।

খ) **দলীয় খেলা** সমষ্টিগত বা দলগত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নেতৃত্ব, শৃঙ্খলা এবং একাত্মবোধের উন্মেষ ঘটানো যায়। যেমন- জায়গা দখল, গোল্লাছুট ইত্যাদি।

গ) **আন্তঃ উপদল খেলা** ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও দলীয় চেতনা বৃদ্ধি এই খেলার মূল উদ্দেশ্য। যেমন- খোঁ খোঁ খেলা ইত্যাদি।

ঘ) **পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের খেলা** পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উন্নয়নসাধন সম্ভব। যেমন- কিমস গেম ইত্যাদি।

ঙ) **পরীক্ষার খেলা** ব্যক্তি দক্ষতা বৃদ্ধি এই খেলার উদ্দেশ্য। যেমন-মাছ শিকার ইত্যাদি।

চ) **নীরব খেলা** ব্যক্তিগত মনযোগ বৃদ্ধি ঘটে। যেমন- রুমাল চুরি, ফাইন্ড আউট দি লিডার ইত্যাদি।

ছ) **বিস্তৃতি অঙ্গনের খেলা** দলীয় সহযোগিতা ও চেতনা বৃদ্ধি, নেতৃত্বের বিকাশ, শৃঙ্খলা, দক্ষতা এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধিই এই খেলার উদ্দেশ্য। যেমন-পতাকা ছিনতাই ইত্যাদি।

২। **গান** রোমাঞ্চকর কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সময় স্কাউটরা সমবেতভাবে এ্যাকশন গান (কর্মসংগীত) খুবই পছন্দ করে। এতে ক্লান্তি সহজে দূর হয়ে যায়। এই গানের মাধ্যমে তাদের জড়তা দূর হয়, কর্মনৈপুন্য বৃদ্ধি পায়। কাবদের চাহিদা মাফিক গান পরিবেশন করে তাদের কর্মউদ্দীপনা এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। স্কাউট কার্যক্রমে প্রার্থনা সংগীত, কর্মসংগীত, পল্লী সংগীত, লোক গীতি, হাস্য কৌতুক, আনন্দ উজ্জ্বল গানসহ বিভিন্ন কর্মনৃত্য, ব্রতচারী নৃত্য, লোক নৃত্য-গীতি ইত্যাদি সংমিশ্রন বাঞ্ছনীয়। কাব স্কাউটদের নিয়মানুবর্তিতা, আনুগত্য, শৃঙ্খল ও নিয়ম সম্বন্ধীয় ট্রেনিং লাভসহ সবল, স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ, ধৈর্যশীল, উপায়জ্ঞ, পর্যবেক্ষক, আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ধীশক্তির উন্মেষ সাধিত হয়। দলীয় চেতনা বৃদ্ধি করে বিষয়বস্তু শেখাতে সহায়ক হয়। কার্যসূচীতে নতুনত্ব আনে। স্কাউটদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করে।

স্কাউটিংয়ে গল্প, অভিনয় ও গানের ব্যবহার

গল্প

ক) প্রয়োজনীয়তা-

- আগ্রহ বাড়ায়
- মনে গভীর রেখাপাত করে
- শ্রোতাকে একাত্ম করে
- প্রেরণা যোগায়
- উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি করে

খ) বিষয়বস্তু নির্বাচন -

- উদ্দেশ্যমূলক হতে হবে
- বয়স উপযোগী হতে হবে
- পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে

গ) উপস্থাপনা-

- সঠিক অঙ্গভঙ্গী
- সঠিক উচ্চারণ করতে হবে
- গল্পের ঘটনার সাথে উপস্থাপকের অভিব্যক্তির সমন্বয় সাধন করতে হবে
- রস সঞ্চার করতে হবে
- হাস্যময় করে তুলতে হবে
- ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে

ঘ) শব্দ/বাক্য চয়ন-

- সঠিক শব্দ নির্বাচন
- সঠিক বাক্য গঠন
- সহজ ও শ্রোতার বোধগম্য

ঙ) সাবধানতা-

- ভীতিকর গল্প বর্জনীয়
- অশ্লীলতা বর্জনীয়
- পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা
- সহজ বোধগম্যতা
- বিভ্রান্তিকর গল্প বর্জনীয়
- ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের প্রতি যেন কটাক্ষ না হয়

গান

ক) প্রয়োজনীয়তা-

- আনন্দের উৎস হিসাবে কাজ করে
- প্রেরণা বা উদ্যম যোগায়
- মনে গভীর রেখাপাত করে
- সৃজনশীল করে গড়ে তুলে
- জড়তা দূর করে

খ) উপস্থাপনা-

- বিষয় ভিত্তিক
- শ্রোতা/অংশগ্রহণকারীদের বয়স উপযোগী
- সঠিক অঙ্গভঙ্গী
- সঠিক কথা ও সুর

গ) সাবধানতা-

- অশ্লীল কথা বর্জনীয়
- অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী বর্জনীয়
- বয়স উপযোগী গান নির্বাচন করতে হবে

অভিনয়

ক) প্রয়োজনীয়তা-

- মনে গভীরভাবে দাগ কাটে
- সহজ উপলব্ধিতে সহায়ক
- আনন্দদায়ক
- সৃজনশীল করে তোলা
- উপায়জ্ঞ
- মনের জড়তা দূর করে

খ) প্লট নির্বাচন-

- মার্জিত ও রুচিশীল হবে
- বয়স উপযোগী হতে হবে
- সহজে প্রকাশযোগ্য হতে হবে
- সহজ চরিত্র হতে হবে
- শিক্ষামূলক হবে

গ) সংলাপ-

- শালীনতাপূর্ণ হবে
- সহজ বোধগম্য হবে
- মার্জিত হতে হবে
- বয়স উপযোগী
- অভিনয়কারী কর্তৃক চরিত্র চিত্রায়নে যুতসই হতে হবে

ঘ) সাবধানতা-

- কোন ধর্ম/গোষ্ঠী/সম্প্রদায়কে যেন কটাক্ষ না করা হয়
- আপত্তিকর সংলাপ বর্জনীয়
- স্বল্প সময়ে হতে হবে

স্কাউট আন্দোলনের মৌলিক বিষয়সমূহ
(Fundamentals of Scouting)

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক নির্ধারিত উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও পদ্ধতিতে পরিচালিত শিশু, কিশোর ও যুবকদের জন্য স্কাউটিং একটি স্বেচ্ছাসেবী, অরাজনৈতিক ও শিক্ষামূলক আন্দোলন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে স্কাউটিং সকলের জন্য উন্মুক্ত।

স্কাউট আন্দোলনের উদ্দেশ্য ঃ

স্কাউট আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো ছেলেমেয়েদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও মানসিক দিকগুলো পরিপূর্ণ অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বিকাশে অবদান রাখা, যাতে করে তারা ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তি, দায়িত্বশীল নাগরিক এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে জীবনযাপন করতে পারে।

মূলনীতি ঃ

স্কাউট আন্দোলন নিম্নেবর্ণিত ৩টি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত (প্রতিজ্ঞা ও আইনের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে)-

১) স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালন (আধ্যাত্মিক দিক)
২) নিজের প্রতি কর্তব্য পালন (ব্যক্তিগত দিক)
৩) অপরের প্রতি কর্তব্য পালন (সামাজিক দিক)

স্কাউট পদ্ধতি ঃ

স্কাউট পদ্ধতি একটি ধারাবাহিক স্ব-শিক্ষামূলক প্রক্রিয়া, যার উপাদানগুলো হচ্ছে ঃ

১) প্রতিজ্ঞা ও আইনের চর্চা এবং তার প্রতিফলন
২) হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ
৩) ছোট ছোট দলের সদস্য হিসেবে কাজ করা (যেমন-উপদল পদ্ধতি)
৪) ক্রমোন্নতিশীল ও উদ্দীপনামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম (ব্যাজ পদ্ধতি)
৫) বয়স্ক নেতার সহায়তা
৬) প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ
৭) প্রতীকী কাঠামো

সকল ধরণের স্কাউট কার্যক্রম ও প্রোগ্রাম স্কাউট পদ্ধতিতেই বাস্তবায়ন করতে হয়, যাতে করে স্কাউট আন্দোলনের উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে। স্কাউটদের জন্য যে সকল কাজ স্কাউট পদ্ধতিতে করা হয় না, তা স্কাউট প্রোগ্রাম বা কার্যক্রম বলে বিবেচনা করা যায় না।

মিশন ঃ

স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনকে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ উন্মেষের মাধ্যমে যুব সম্প্রদায়ের বিষয়ে অবদান রাখাই হচ্ছে **"মিশন অব স্কাউটিং"**। যার মাধ্যমে এক সুন্দর পৃথি গড়ে তোলা যাবে এবং যুব সমাজ নিজেদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি হিসেবে তৈরি করে সমাজ গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

স্কাউটিং শিশু, কিশোর, যুব বয়সীদের লেখাপড়ার অবসরে বয়স উপযোগী আনন্দদায়ক কার্যাবলীর মাধ্যমে উপস্থাপিত শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম। এই বয়সীদের প্রধান এবং প্রথম কাজ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য এবং স্কাউট আন্দোলনের লক্ষ্য এক হলেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় তারা এই লক্ষ্য অর্জনের বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মস্থ করার সুযোগ লাভ করে।

স্কাউট আন্দোলন তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণেই সারা বিশ্বে আজও সমাদৃত। এর বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে ঃ

১) স্কাউটরা স্কাউট প্রতিজ্ঞা নিয়ে আন্দোলনে যোগ দেয় এবং তাদের জীবনে প্রতিজ্ঞা মেনে চলার চেষ্টা করে।
২) স্কাউটরা সাফল্য বা বিফলতার কথা না ভেবে যথাসাধ্য চেষ্ট করে।
৩) স্কাউটরা সকল কাজ হাতে-কলমে করার মাধ্যমে শেখে।
৪) স্কাউটরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ করে ও শেখে। একে উপদল পদ্ধতি বলে।
৫) স্কাউটদের কাজের স্বীকৃতি ব্যাজের মাধ্যমে দেয়া হয়। একে ব্যাজ পদ্ধতি বলে। নিজ নিজ সামর্থ অনুসারে বিষয় নির্বাচন করে সেবিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষতা অর্জনে সফল হলে ব্যাজ প্রদান করা হয়।
৬) স্কাউটরা নির্ধারিত পোশাক, স্কাউট ব্যাজ ও স্কার্ফ পরিধান করে।
৭) স্কাউটরা নির্ধারিত তিন আঙ্গুলে বিশেষ কায়দায় সালাম দেয় ও গ্রহণ করে।
৮) স্কাউটরা ডান হাতে পরস্পরের সাথে করমর্দন করে।
৯) স্কাউটরা নিজস্ব কায়দায় তাদের অনুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে। যেমন-ক্যাম্পুরী, জাম্বুরী, র‍্যালি, মুট, ক্যাম্প ফায়ার, স্কাউটস ওন, ক্রু মিটিং ইত্যাদি।

বয়স ভিত্তিক স্তর বিন্যাস ঃ

স্কাউট আন্দোলন সকল ধরনের ছেলেমেয়েদের জন্য উন্মুক্ত। সুষ্ঠু পরিচালনার সুবিধার্থে বাংলাদেশে স্কাউটিং নিম্নোক্ত তিনটি শাখায় বিভক্ত ঃ

১) **কাব স্কাউট ঃ** যে সকল বালক / বালিকার বয়স ৬ বছরের বেশী, কিন্তু ১১ বছরের কম/প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের ছাত্র/ছাত্রী।
২) **স্কাউট ঃ** যে সকল কিশোর/কিশোরীর বয়স ১১ বছর বা তার চেয়ে বেশী, কিন্তু ১৭ বছরের কম/মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের ছাত্র/ছাত্রী।
৩) **রোভার স্কাউট ঃ** যে সকল তরুণ/তরুণী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে অথবা যাদের বয়স ১৭ বা তার চেয়ে বেশী, কিন্তু ২৫ বছরের কম। রেলওয়ে, বিমান ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে চাকুরীজীবীদের জন্য বয়স ৩০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

স্কাউট আন্দোলনে বয়স্কদের ভূমিকা ঃ

স্কাউট আন্দোলন মূলতঃ যুব বয়সী ছেলেমেয়েদের আন্দোলন। এ আন্দোলনে বয়স্ক সদস্যদের অন্তর্ভুক্তির কারণ হলো-যুব সদস্যদের সঠিক দিক-নির্দেশনা, সমর্থন এবং ব্যবস্থাপনা করা যাতে করে স্কাউট নীতি ও পদ্ধতির মাধ্যমে স্কাউট আন্দোলনের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। সুতরাং সঠিকভাবে প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে স্কাউটদের সহায়তা প্রদান করাই বয়স্ক লিডারদের মৌলিক কর্তব্য।

স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন

স্কাউট/রোভার স্কাউট প্রতিজ্ঞা ঃ

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে,

আল্লাহ্ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
স্কাউট আইন মেনে চলতে
আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

(আল্লাহ্ শব্দের পরিবর্তে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে সৃষ্টিকর্তার নাম উচ্চারণ করা যাবে)

স্কাউট প্রতিজ্ঞা নিছক কতিপয় সুন্দর শব্দ সমষ্টিতে লিপিবদ্ধ বাক্য নয় অথবা তা কেবলমাত্র মুখস্ত করে আবৃত্তি করার বিষয়ও নয়। প্রতিজ্ঞা হলো একে হৃদয়ে ধারণ করে তা গ্রহণ ও অনুসরণে সাধ্যমত চেষ্টা করার পবিত্র অঙ্গীকার। যেহেতু কাব/স্কাউট/রোভাররা নিজে নিজেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, সেহেতু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা তার নিজেরই দায়িত্ব। স্কাউট প্রতিজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আত্মমর্যাদা, আল্লাহ্র প্রতি কর্তব্য পালন, দেশের প্রতি কর্তব্য পালন, অপরকে সাহায্য করা এই বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। কাব স্কাউটরা যেহেতু খুবই ছোট তাদের পক্ষে আত্মমর্যাদার অর্থ বুঝা সম্ভব নয়, কাজেই তাদের প্রতিজ্ঞায় আত্মমর্যাদার উল্লেখ নেই।

স্কাউট আইন ৭টি ঃ

১) স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী
২) স্কাউট সকলের বন্ধু
৩) স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত
৪) স্কাউট জীবের প্রতি সদয়
৫) স্কাউট সদা প্রফুল্ল
৬) স্কাউট মিতব্যয়ী
৭) স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল।

(মনে রাখার সুবিধার্থে ঃ বিশ্বাসী বন্ধু বিনয়ী সদয় প্রফুল্ল মিতব্যয়ী নির্মল রয়)

আত্মমর্যাদা ঃ সাধারণভাবে একজন মানুষের নিজের সম্মানই তার আত্মমর্যাদা। আত্মমর্যাদাহীন কোন ব্যক্তিকে সুস্থ, বিবেকবান মানুষ বলা যায় না। আত্মমর্যাদাহীন ব্যক্তিকে কেউ বিশ্বাস করতে পারে না। অপরদিকে একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি নিজের প্রতি অত্যন্ত আস্থাশীল, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সৎ, সত্যবাদী ও বিশ্বাসী হয়। সকলে তাকে বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করতে পারে। তাই স্কাউট প্রতিজ্ঞায় আত্মমর্যাদার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন ঃ স্কাউটিং কেবলমাত্র আস্তিকের জন্য। যারা আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করে তারাই শুধু স্কাউটিং করতে পারে। আল্লাহ মানুষকে শুধু সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবেই সৃষ্টি করেন নাই, মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন গাছ-পালা, ফল-মূল, পশু-পাখী, পাহাড়-পর্বত, পানি বায়ু সবই। জমিতে ফসল, মাটির নিচে পানি আর খনিজ সম্পদ দিয়েছেন, এর সবই মানুষের ভোগের জন্য। মানুষ কেবলমাত্র তার বুদ্ধিবলে সে সব আহরণ করছে আর ভোগ করছে। নানান উদ্ভিদ, লতা, গুল্ম, বৃক্ষরাজীর মধ্যে আবার প্রদান করেছেন নানান বর্ণ, মনোহর ফুল, সুস্বাদু ফল আর ভেষজ গুণাগুণ। মানুষের প্রতি স্রষ্টার এই উদারতার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমাদের একান্ত কর্তব্য। স্কাউট প্রতিজ্ঞায় নিজ ধর্ম বিশ্বাস মতে স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালনের কথা রয়েছে।

দেশের প্রতি কর্তব্য পালন ঃ পৃথিবীর সকল ধর্মেই নিজের দেশকে ভালবাসা, নিজের জাতির জন্য মঙ্গলকর কাজ করার তাগিদ রয়েছে। ইসলাম ধর্মে মাতৃভূমিকে ভালবাসা ঈমানের অংশ হিসেবে বলা হয়েছে। দেশ বা রাষ্ট্র তার নাগরিকের সুখ-শান্তিতে বসবাস, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, উপার্জন, নিরাপত্তাসহ নাগরিক সকল বিষয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করে। আর সেজন্যই দেশের নাগরিক হিসাবে দেশের জন্য কাজ করা, দেশের মঙ্গল হয় এমন চিন্তা করা, দেশের আইন শ্রদ্ধার সাথে মেনে চলা সকলের একান্ত কর্তব্য। দেশপ্রেম এবং উন্নত নাগরিক চেতনাকে সভ্যতার মানদন্ড হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়। সেজন্য দেশের প্রতি কর্তব্য পালনের উপর স্কাউট প্রতিজ্ঞায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

অপরকে সাহায্য করা ঃ অপরের সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাওয়া বা অপরের জন্য সামান্য হলেও কিছু করতে পারার যে তৃপ্তি তা অন্য কোন কাজে পাওয়া যায়না। সর্বকালে ও সর্বযুগের মহান ব্যক্তিগণ অপরকে সাহায্যের মাধ্যমে মানব জীবনের পরম প্রশান্তি লাভের কথা ব্যক্ত করেছেন। তাই স্কাউট প্রতিজ্ঞায় সর্বদা অপরকে সাহায্যের তাগিদ রয়েছে।

স্কাউট আইন ঃ

১) আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী-এর মূল অর্থ নিজের সম্মান অক্ষুন্ন রাখার দৃঢ় প্রত্যয়। সৎ, সত্যবাদী, বিশ্বাসী ও নির্ভরযোগ্য এই বিশেষ গুণই আত্মমর্যাদা। আত্মমর্যাদা একজন মানুষের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। মূলতঃ এই

আত্মমর্যাদা বোধই একজন মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। একজন স্কাউটের আত্মমর্যাদা এমন হবে যাতে সকলে তার উপর আস্থা রাখতে পারে, কোন প্রলোভন তা যত বড়ই হোক না কেন তাকে অসৎ বা অপরাধ প্রবণ হতে প্ররোচিত করতে না পারে।

২) **সকলের বন্ধু**-স্কাউট হিসেবে সে অপরকে অত্যন্ত আপন করে ভাবে, সকলের সাথে বন্ধু বা ভাই এর আচরণ করে। একজন স্কাউটের কাছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী-গরীব এর কোন ব্যবধান নেই। সংরক্ষণবাদী মনোভাব পরিহার করে অন্যের ভাল দিকটাকে স্কাউটরা গ্রহণ করে থাকে। তার এরূপ আচরণের কোন ভৌগলিক সীমারেখা নেই। একজন স্কাউটের কাছে "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" এই কথাটিই অনুসরণীয়।

৩) **বিনয়ী ও অনুগত**- প্রাচীনকালে বীরপুরুষেরা নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের প্রতি সদয় ও বিবেচক আচরণ করতেন। স্কাউটরাও অবশ্যই অনুরূপ বিবেচকের আচরণ করবে। একজন স্কাউট তার বয়োজ্যেষ্ঠ, পিতা মাতা, শিক্ষক, ইউনিট লিডার, উপদল নেতার অনুগত হবে ও সকলের সাথে বিনয়ের সাথে কথা বলবে। তার আচার-আচরণে বিনয় প্রকাশ পাবে।

৪) **জীবের প্রতি সদয়**-মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব তাই স্রষ্টার সৃষ্টি অন্য সকল জীবের প্রতি সহমর্মী হওয়া তার কর্তব্য। একজন স্কাউটের আচরণ এমন হবে না যার দ্বারা স্রষ্টার সৃষ্টি হুমকীর সম্মুখীন হয়। কোন প্রাণীর প্রতি দুর্ব্যবহার মূলতঃ স্রষ্টার সাথে দুর্ব্যবহারের সামিল। এক্ষেত্রে একজন স্কাউট হবে বিশাল ও মহৎ চিত্তের মানুষ।

৫) **সদা প্রফুল্ল**-একজন স্কাউট নির্ভিক এবং দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। কোন বিপদের মুহূর্তে সে বিচলিত হবে না বরং ধীর স্থিরভাবে হাসিমুখে সে লক্ষ্য করবে বিপদের নতুন মাত্রা এবং তার কি কি করণীয় তা নির্ধারণ করে সে মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৬) **মিতব্যয়ী**-একজন স্কাউট হবে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। সে সকল সময় ভবিষ্যতের কথা ভেবে কাজ করবে। বর্তমানে তার যে সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধা আছে ভবিষ্যতে তা নাও থাকতে পারে। তাই ক্ষণিকের আনন্দ বা সুযোগের মধ্য থেকেই ভবিষ্যতে যখন তার এরূপ থাকবে না তখন কিভাবে দিন চলবে সে বিষয়ে ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে বাহুল্য ব্যয় সংকোচনের মাধ্যমে ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিছুটা সঞ্চয়ের ও অর্জনের কথা ভাবা প্রয়োজন। এতে করে অনাকাঙ্খিত দুর্যোগের মুহূর্তে সে এই সঞ্চয় কাজে লাগাতে পারে। আর্থিক মিতব্যয় ছাড়াও কথা এবং সময়ের দিক থেকেও একজন স্কাউট হবে মিতব্যয়ী। স্কাউটরা কখনই অযথা বাক্য ব্যয় বা সময় নষ্ট করে না।

৭) **চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল**-কেবল সুস্থ সুঠাম দেহের অধিকারী হলে চলবে না, একজন স্কাউট হবে সুন্দর মনের অধিকারী। কখনও অপরের অনিষ্ট করার চিন্তা তো সে করবেইনা বরং কিভাবে তার উপকার করা যায় এই হবে তার ভাবনা। কোন কাজে বা কথায় কেউ মনে কষ্ট পাবে এমন কাজ বা কথা থেকে বিরত থাকবে। তার চিন্তা ও কাজ হবে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন। এই হবে একজন স্কাউটের চারিত্রিক বৈশিষ্ট।

মটো (Motto)

কাব স্কাউট মটো	ঃ	"যথাসাধ্য চেষ্টা করা" (Do your Best)
স্কাউট মটো	ঃ	"সদা প্রস্তুত" (Be prepared)
রোভার স্কাউট মটো	ঃ	"সেবা" (Service)

এই তিনটি মটোকে একত্র করলে দাঁড়ায় "সেবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা" (Do your best to be prepared for service)

ধর্মের সাথে স্কাউটিং এর সম্পর্ক ঃ

ধর্মের প্রতি আনুগত্য স্কাউটিংয়ের মূলনীতির প্রথম এবং প্রধান অংশ। তাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যে কোন ধর্ম বিশ্বাসী মানুষ স্কাউটিংয়ে সম্পৃক্ত হতে পারে। স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন স্কাউট আন্দোলনের মূলভিত্তি। প্রতিজ্ঞার প্রথম অংশই হ'ল "আল্লাহ্/স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালন করা"। কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রামে বনকলা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, আইন প্রতিজ্ঞা অনুসরণের বাস্তব অনুশীলন ইত্যাদির মাধ্যমে তাদেরকে স্রষ্টার প্রতি অধিক অনুগত করে তোলা হয়।

স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন ব্যাখ্যার কৌশল ঃ

১। আইন, প্রতিজ্ঞা পাঠ করে শোনান। ২। প্রতিজ্ঞা ও আইনের প্রতিটি অংশের ব্যাখ্যা প্রদান।
৩। বনকলা ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি। ৪। স্কাউটস ওন এ অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।
৫। ব্যক্তি জীবনে প্রতিজ্ঞা ও আইন সর্বাধিক অনুসরণকারীর উদাহরণ ও তাঁর গল্প উপস্থাপনের মাধ্যমে।

স্কাউট আন্দোলনের জনক ও স্কাউটিংয়ের পটভূমি

বি.পি.'র বংশ পরিচয় ঃ স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট স্টিফেনশন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল। কোমলমতি বালকেরা তাঁর নামের দু'টো আদ্যাক্ষর নিয়ে ডাকতো বি.পি. বলে। সেই থেকে তিনি সারাবিশ্বে স্কাউটদের কাছে বি.পি. নামে পরিচিত। তার জন্ম হয়েছিল ১৮৫৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি লন্ডনের হাইড পার্কে। তার পিতা প্রফেসর রেভারেন্ড এইচ, জি, ব্যাডেন পাওয়েল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। বি.পি.'র মাতা ছিলেন ব্রিটিশ এডমিরাল ডব্লিউ. টি. স্মিথের কন্যা হেনরিয়েটা গ্রেস। বি.পি. সাত ভাই বোনের মধ্যে পঞ্চম ছিলেন। মাত্র তিন বছর বয়সের সময় ১৮৬০ সালে তার পিতা মারা যান।

বি.পি.'র বাল্যকাল ঃ বি.পি. লন্ডন নগরীর চার্টার হাউস স্কুলে ১৮৭০ সালে ভর্তি হন। উক্ত স্কুলে শুধুমাত্র বনেদী পরিবারের ছেলেমেয়েরা পড়ার সুযোগ পেত। ছাত্র হিসাবে তিনি মোটামুটি ছিলেন। উল্লেখ্য যে, ১৮৭২ সালে চার্টার হাউস স্কুলটি গোড়ালমিং নামক স্থানে স্থানান্তর হয়। এখানে তিনি স্কুলের পিছনে ঘন ও সবুজ বনানীতে তার কৌতুহল মিটানোর জন্য প্রায়ই সকলের অগোচরে প্রবেশ করতেন এবং প্রকৃতির সাথে তার এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে।

বি.পি.'র সৈনিক জীবন ঃ বি, পি'র ভাইয়েরা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতেন। তাকেও অক্সফোর্ডে পাঠানোর চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তিনি সবার চিন্তার অবসান ঘটিয়ে ১৮৭৬ সনে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হন। তিনি ১৩তম হুসার্স সেনাদলে কমিশন পদে "সাব-লেফটেন্যান্ট" হিসাবে সরাসরি যোগদান করেন এবং ১৮৭৬ সালে ৩০শে অক্টোবর প্রথম বারের মত ভারতের মাটিতে পা রাখেন। তার তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও সামরিক দক্ষতার স্বীকৃতি হিসাবে মাত্র ২৬ বছর বয়সে তিনি ক্যাপ্টেন পদে ও পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায় পেরিয়ে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে একমাত্র বি.পি.-ই হলেন ব্রিটিশ সেনা বাহিনীর সর্বকনিষ্ঠ মেজর জেনারেল। বি.পি. সৈনিক জীবনে বিভিন্ন সময়ে একাধিকবার দক্ষিন আফ্রিকায় বুয়রদের সাথে ব্রিটিশদের যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন ও সফলতা লাভ করেন। তিনি ১৯০০ সালে ম্যাফেকিং এর যুদ্ধে ২১৭ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর জয়লাভ করেন।

১৯০৭ সালে বিপি ইন্সপেক্টর জেনারেল পদ (অশ্বারোহী সৈন্য দলের সর্বোচ্চ পদ) থেকে চাকরী জীবনের সমাপ্তি টানেন। এই সময় থেকে তিনি বয় স্কাউটদের গোড়াপত্তনের কাজে বিশেষ মনোযোগী হন। সে লক্ষ্যে ১৯০৭ সালে পোল হারবারে অবস্থিত ব্রাউন্সি দ্বীপে পরীক্ষামূলকভাবে বিশ্ব স্কাউটসের প্রথম ক্যাম্পের আয়োজন করেন। এই ক্যাম্পই বিশ্বের প্রথম স্কাউট ক্যাম্প বলে চিহ্নিত। ১৯০৮ সালে বালকদের চাহিদার কথা মনে রেখে তিনি "স্কাউটিং ফর বয়েজ" নামে তাদের উপযোগী একটি বই প্রকাশ করেন, বইটি ছয় খন্ডে প্রকাশিত হয়।

বি.পি.'র বিবাহীত জীবন ঃ বি.পি.'র স্ত্রীর নাম ওলাভ সোয়েমস্। ২৯শে অক্টোবর ১৯১২ সালে তারা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তার এক ছেলে ও দুই মেয়ে। তাদের নাম পিটার, হিতার ও বেটী।

বি.পি.'র শেষ জীবন ঃ শেষ জীবনে তিনি কেনিয়ার নিয়েরী নামক স্থানে বাস করতেন। এখানে নিজ বাড়ীতেই ১৯৪১ সালে ৮ই জানুয়ারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পাক ভারত ও বাংলাদেশে স্কাউটিং ঃ ভারতে বসবাসরত ইংরেজ বালকদের জন্য ১৯১০ সালে প্রথমে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও জব্বলপুরে স্কাউটিং প্রবর্তিত হয়। ভারতবাসীদের উদ্যোগ এবং বিপি এর বারংবার অনুরোধের প্রেক্ষিতে বৃটিশ সরকার ১৯১৯ সালে ভারতবাসীদের স্কাউটিং করার সুযোগ দেয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বর্ষ ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে গঠিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ পাকিস্তানের "পূর্ব পাকিস্তান" প্রদেশ ছিল। ১৯৪৭ সালে ১ লা ডিসেম্বর করাচীতে পাকিস্তান বয় স্কাউট এসোসিয়েশন গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ২২শে মে, ঢাকায় ইস্ট বেঙ্গল স্কাউট এসোসিয়েশন গঠিত হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে ১৯৭২ সালে ৮ ও ৯ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত দেশের সমগ্র স্কাউট নেতৃবৃন্দ এক সভায় মিলিত হয়ে "বাংলাদেশ স্কাউট সমিতি" গঠন করেন। ঐ বছর সেপ্টেম্বরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১১১নং অর্ডিনেন্স বলে "বাংলাদেশ স্কাউট সমিতি" সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৭৪ সালের ১লা জুন, বিশ্ব স্কাউট সংস্থা বাংলাদেশ স্কাউটসকে ১০৫তম সদস্য সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। পরবর্তীতে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় "বাংলাদেশ স্কাউটস"।

রোভারিং কি ও কেন (পঞ্চশিলাসহ)

স্কাউটিংয়ে রোভারিং হলো বয়োজ্যেষ্ঠ শাখা। সাত বছরে পদার্পনের পর থেকেই একজন বালক/বালিকা স্কাউট আন্দোলনের কাব শাখায় প্রবেশ করে স্কাউটিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এগার বছর পার হলেই সে স্কাউট শাখায় প্রবেশ করে। এ পর্যায়ে তার বয়স ও কর্মক্ষমতার আলোকে স্কাউট কার্যক্রম উপস্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত সে ঐ একই কর্মসূচীতে কাজ করে। কিন্তু সতেরতে পদার্পনের সাথে সাথে সে আর স্কাউট শাখায় থাকতে পারে না। তাকে প্রবেশ করতে হয় রোভার শাখায়। বয়সের সাথে তাল মিলিয়ে বয়স উপযোগী করে বিন্যাস করা হয়েছে স্কাউটিংয়ের সর্বশেষ শাখা রোভার স্কাউটিং। রোভার স্কাউটিংকে বলা হয় Brotherhood of open air and Service.

স্কাউটিংয়ের এই পর্যায়ে রোভার শাখায় রয়েছে মুক্তাঙ্গণের কার্যাবলী সম্বলিত আনন্দদায়ক বিশেষ কিছু কার্যক্রম যার মাধ্যমে সেবা, ভ্রাতৃত্ব ও আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট স্টিফেনশন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল সারা বিশ্বের স্কাউটদের কাছে যিনি বি, পি, নামে পরিচিত, তিনি তাঁর "রোভারিং টু সাকসেস" বইয়ের মাধ্যমে তাঁর রোভারিংয়ের চিন্তাধারাকে লিপিবদ্ধ করেছেন। অপূর্ব চিন্তাধারায় রচিত যুবকদের জন্য লেখা তাঁর এই বই। তিনি বইটির প্রচ্ছদে এ বইয়ের মূল ভাব ব্যক্ত করেছেন। এক স্রোতস্বিনী পাহাড়িয়া নদীতে একটা ছোট্ট ডিংগী নৌকায় চড়ে দুই হাতে কঠিনভাবে বৈঠা আকড়ে ধরে স্রোতের উজানে বয়ে চলেছে এক যুবক। সামনে উদীয়মান সূর্য আর ঘন শ্যামল পার। মাঝে মধ্যে সামান্য মুখতুলে আছে পাঁচটি শিলাখন্ড, এর যে কোন একটার সাথে আঘাত লাগলে খন্ড বিখন্ড হয়ে তলিয়ে যেতে পারে সেই ডিংগীটা।

বইটিতে বিপি ডিংগীর সাথে যুবকের জীবনের এবং নদীর স্রোতের সাথে সময়ের তুলনা করেছেন। আর ঐ শিলাখন্ডগুলির নামকরণ করেছেন-

১) Horses (জুয়া),
২) Wine (নেশা),
৩) Women (যৌন আকাঙ্খা),
৪) Cuckoos & Humbugs (শঠতা) ও প্রতারণা
৫) Irreligion (নাস্তিকতা)।

একজন যুবক তার দৈনন্দিন জীবনে উল্লিখিত যে কোন একটি প্রতিবন্ধকতার সংস্পর্শে এলে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে; জীবনের লক্ষ্যে পৌছানো অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় জীবনের গতিধারা বাঁধাগ্রস্ত হয়ে অপ্রত্যাশিত দিকে মোড় নেয়। তাই একজন যুবক/যুবতীকে এ বাঁধাসমূহ অতিক্রম করে জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর উদ্দেশ্যে বিপির মূল চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করেই রোভার প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠিত।

স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস

প্রতিষ্ঠাতা ঃ রবার্ট স্টিফেনসন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল

১৮৫৭	২২ ফেব্রুয়ারি লন্ডন শহরে জন্মগ্রহণ করেন
১৮৬০	তাঁর পিতা মারা যান
১৮৭৬	সৈন্য বিভাগে ভর্তি হয়ে ভারতের/ লক্ষ্ণৌতে আসেন
১৮৯৯	১৮৯৯-১৯০০ ম্যাফেকিং এর যুদ্ধে ২১৭ দিন অবরুদ্ধ থাকেন
১৯০৭	পোলহারবারে অবস্থিত ব্রাউন্সী দ্বীপে **প্রথম স্কাউট ক্যাম্প** অনুষ্ঠিত হয় (স্কাউট আন্দোলনের সূত্রপাত)
১৯০৮	**"স্কাউটিং ফর বয়েজ"** বই ৬ টি পাক্ষিক খন্ডে প্রকাশিত হয়
১৯১০	মেয়েদের জন্য **গার্ল গাইড** প্রবর্তিত হয়
১৯১২	বৃটিশ সরকার স্কাউট আন্দোলনকে স্বীকৃতি দেয়
১৯১২	বিপি'র বোন অ্যাগনিজ বালিকা স্কাউটদের জন্য যে বই লিখেছিলেন তা আরো বাড়িয়ে ১৯১২ সালে বালিকাদের স্কাউট শিক্ষা নামে প্রকাশিত হয়
১৯১২	বিপি বিয়ে করেন
১৯১৪	উল্‌ফ কাব প্রবর্তিত হয়
১৯১৬	কাবদের জন্য লেখা বিপি'র **"উল্‌ফ কাব হ্যান্ডবুক"** প্রকাশিত হয়
১৯১৮	রোভার স্কাউটিং প্রবর্তিত হয়
১৯১৯	মিঃ ডবিউ ডি বয়েজ **গিলওয়েল পার্ক** স্কাউট প্রশিক্ষণের জন্য দান করেন
১৯১৯	**প্রথম উডব্যাজ কোর্স** অনুষ্ঠিত হয়
১৯২০	ইংল্যান্ডের অলিম্পিয়াতে **প্রথম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯২০	বিশ্ব স্কাউট সংস্থা গঠিত হয় । এর নাম ছিল International Bureau of Scouts.
১৯২১	বিপি বিশ্বের প্রধান স্কাউট হিসেবে ভারতে আসেন
১৯২২	রোভার স্কাউটদের জন্য বিপি'র লেখা **রোভারিং টু সাকসেস** প্রকাশিত হয়
১৯২৪	ডেনমার্কের কোপেন হেগেনে **দ্বিতীয় বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯২৬	প্রতিবন্ধীদের জন্য স্কাউটিং শুরু হয়
১৯২৮	স্কাউট গ্রুপ প্রবর্তিত হয়
১৯২৮	ডিপ-সি স্কাউট প্রবর্তিত হয়
১৯২৯	ইংল্যান্ডের বার্কেন হেড এ্যারো পার্কে **তৃতীয় বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৩১	সুইজারল্যান্ডের ক্যান্ডার এস্টেটে **প্রথম বিশ্ব রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৩৩	হ্যাংগেরীতে গোডালু নামক স্থানে **চতুর্থ বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৩৫	সুইডেনের ইনগারে **দ্বিতীয় বিশ্ব রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৩৭	নয়া দিলিতে **সর্বভারতীয় স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৩৯	স্কটল্যান্ডের মুঞ্জিতে **তৃতীয় বিশ্ব রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৪১	বিপি ৮ জানুয়ারি প্রায় ৮৪ বৎসর বয়সে কেনিয়ায় মারা যান
১৯৪৬	সিনিয়র স্কাউট প্রবর্তিত হয়
১৯৪৭	১ ডিসেম্বর পাকিস্তানে **বয় স্কাউট সমিতি** গঠিত হয় । সদর দফতর করাচি
১৯৪৮	২২ মে **পূর্ব পাকিস্তান স্কাউট সমিতি** গঠিত হয় । সদর দফতর ৬৭/ক, পুরানা পল্টন, ঢাকা
১৯৪৯	নরওয়ের জাক নামক স্থানে **চতুর্থ বিশ্ব রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৪৯	ফ্রান্সের বয়শন নামক স্থানে **ষষ্ঠ বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৫১	অস্ট্রেলিয়ার বেভইচেলে অনুষ্ঠিত **সপ্তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে** বাংলাদেশ হতে দুইজন স্কাউট যোগদান করে

১৯৫৩	সুইজারল্যান্ডের ক্যান্ডার এস্টেটে **পঞ্চম বিশ্ব রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৫৫	ফিলিপাইনের ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত **দশম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে** আমাদের দেশের স্কাউটরা যোগদান করেন
১৯৫৭	যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম নামক স্থানে **৬ষ্ঠ বিশ্ব রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৬১	অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের ডিবেটাস্থ ক্লিপোর্ট পার্কে **সপ্তম বিশ্ব রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৬৩	গ্রীসের ম্যারাথনে অনুষ্ঠিত **একাদশ বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে** ২০ জন বাঙ্গালী স্কাউট যোগদান করে
১৯৭১	জাপানের টোকিওতে **দ্বাদশ বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭২	০৯ এপ্রিল **বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতি** গঠিত হয়
১৯৭৩	৫-৯ জানুয়ারি কুড়িগ্রামে **প্রথম বাংলাদেশ রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৩	১৩-১৮ মে সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুরে ***প্রথম রোভার নেতা বেসিক কোর্স*** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৪	২৬ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি সিলেটে **দ্বিতীয় বাংলাদেশ রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৪	২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ মার্চ যশোরের পুলেরহাটে **প্রথম বাংলাদেশ স্কাউট সমাবেশ** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৪	১ জুন বিশ্ব স্কাউট সংস্থা বাংলাদেশ স্কাউটস এসোসিয়েশনকে **১০৫ তম জাতীয় সদস্য সংস্থা** হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে
১৯৭৫	১-৫ জানুয়ারি সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুরে **প্রথম রোভার মেট কোর্স** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৫	৫-৮ এপ্রিল কুমিল্লার শালবন বিহারে **তৃতীয় বাংলাদেশ আঞ্চলিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৬	১৪-১৭ এপ্রিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে **চতুর্থ বাংলাদেশ আঞ্চলিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৭	৩-৭ ফেব্রুয়ারি রংপুর জেলা স্কুল ময়দানে **দ্বিতীয় জাতীয় স্কাউট সমাবেশ** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৭	১৩-১৭ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে **পঞ্চম আঞ্চলিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৭	২৭-৩০ ডিসেম্বর ঢাকাস্থ খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে **প্রথম জাতীয় কাব স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৭-৭৮	**অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম এশিয়া প্যাসিফিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৮	১৪-১৮ জানুয়ারি, গাজীপুর জেলাস্থ মৌচাকে **প্রথম জাতীয় রোভার মুট ও প্রথম বাংলাদেশ জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৮	২১-২৯ জানুয়ারি মৌচাকে **প্রথম বাংলাদেশ জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৮	২২-২৭ অক্টোবর গাজীপুর জেলাস্থ বাহাদুরপুরে **দ্বিতীয় জাতীয় রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৯	২৮ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল যশোর পুলেরহাটে **ষষ্ঠ আঞ্চলিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮০	১৩-১৮ এপ্রিল খুলনার শাহজাহাননগর কে.ডি.এ. ময়দানে **তৃতীয় জাতীয় রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮০-৮১	৩০ ডিসেম্বর থেকে ৬ জানুয়ারি মৌচাকে **দ্বিতীয় বাংলাদেশ জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮০-৮১	অস্ট্রেলিয়ায় **দ্বিতীয় এশিয়া প্যাসিফিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮১	৯-১৩ এপ্রিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে **সপ্তম আঞ্চলিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮২	তাইওয়ানে **তৃতীয় এশিয়া প্যাসিফিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮৩	৮-১১ এপ্রিল গাজীপুর জেলাস্থ মৌচাকে **অষ্টম আঞ্চলিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮৩	২-১৪ জুন কানাডায় অনুষ্ঠিত **পঞ্চম বিশ্ব স্কাউট** জাম্বুরীতে বাংলাদেশ থেকে ৩ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন
১৯৮৪	২-৫ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লার শালবন বিহারে **নবম আঞ্চলিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮৪-৮৫	অস্ট্রেলিয়ায় **৪র্থ এশিয়া প্যাসিফিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮৫	২১-২৬ জানুয়ারি গাজীপুর জেলাস্থ বাহাদুরপুরে **চতুর্থ জাতীয় রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮৫-৮৬	২৮ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি মৌচাকে **তৃতীয় বাংলাদেশ জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮৬	৬-১০ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,ময়মনসিংহে **দশম আঞ্চলিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮৬	নিউজিল্যান্ডে **৫ম এশিয়া প্যাসিফিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮৭	৬-১০ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুরে চেহেলগাজী রোভার পল্লীতে **একাদশ আঞ্চলিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়

১৯৮৮	মৌচাকে **দ্বিতীয় জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮৮-৮৯	২৯ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি গাজীপুরের মৌচাকে **পঞ্চম জাতীয় রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮৯-৯০	২৭ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি মৌচাকে **চতুর্থ বাংলাদেশ জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮৯-৯০	অস্ট্রেলিয়ায় **ষষ্ঠ এশিয়া প্যাসিফিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৯০	২৮ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম পলোগ্রাউন্ড মাঠে **দ্বাদশ আঞ্চলিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৯০-৯১	অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে **অষ্টম বিশ্ব রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৯১	৩-৭ ডিসেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে **ত্রয়োদশ আঞ্চলিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৯২	২৭ জুলাই থেকে ৬ আগষ্ট সুইজারল্যান্ডের ক্যান্ডার এস্টেটে **নবম বিশ্ব রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৯২-৯৩	অস্ট্রেলিয়ায় **৭ম এশিয়া প্যাসিফিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৯৩	১-৭ জানুয়ারি চট্টগ্রাম বন্দর স্টেডিয়ামে **ষষ্ঠ জাতীয় রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৯৪	৫-১২ জানুয়ারি মৌচাকে **পঞ্চম বাংলাদেশ জাতীয়/১৪শ এপি স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৯৪	বাংলাদেশে **গার্ল-ইন-স্কাউটিং** প্রবর্তিত হয়
১৯৯৪	**প্রথম বাংলাদেশ কমডেকা** বাহাদুরপুর রোভার পল্লী, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয়
১৯৯৫	২৫-৩০ মার্চ মৌচাকে **চতুর্দশ আঞ্চলিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৯৫	১৮-২২ ডিসেম্বর বরগুনা জেলার তা-মা-তু এলাকায় **দ্বিতীয় এশিয়া প্যাসিফিক সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্প (কমডেকা)** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৯৬	১৫-২৬ জুলাই সুইডেনে **দশম বিশ্ব রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৯৫-৯৬	অস্ট্রেলিয়ায় **৮ম এশিয়া প্যাসিফিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৯৭	২৪-৩০ অক্টোবর সিলেটের লাক্কাতুরা গলফ্ ক্লাব অ্যারিনায় **নবম এশিয়া প্যাসিফিক/৭ম বাংলাদেশ রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৯৯	৫-১১ ফেব্রুয়ারি মৌচাকে **ষষ্ঠ বাংলাদেশ জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
২০০০	৪-১০ ফেব্রুয়ারি বাহাদুরপুরে **পঞ্চদশ আঞ্চলিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
২০০০	১১ থেকে ২৪ জুলাই মেক্সিকোতে **একাদশ বিশ্ব রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
২০০১	২৪-২৯ জানুযারি মৌচাকে **তৃতীয় জাতীয় স্কাউট এ্যাগোনারী ক্যাম্প** অনুষ্ঠিত হয়
২০০১-০২	২৮ ডিসেম্বর-৪ জানুয়ারি সিরাজগঞ্জের যমুনা নদীর তীরবর্তী হুন্দাই বাঁধ এলাকায় **তৃতীয় জাতীয় কমডেকা ও অষ্টম জাতীয় রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
২০০৪	৫-১২ জানুয়ারি মৌচাকে **সপ্তম বাংলাদেশ ও চতুর্থ সার্ক জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
২০০৪	১২-১৯ ফেব্রুয়ারি বাহাদুরপুরে **ষোড়শ রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
২০০৪	জুলাই-আগস্ট তাইওয়ানে **দ্বাদশ বিশ্ব রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
২০০৪	৬-১০ অক্টোবর মৌচাকে **প্রথম জাতীয় সৃজনী ক্যাম্প** অনুষ্ঠিত হয়
২০০৪	২৫-৩০ ডিসেম্বর মৌচাকে **ষষ্ঠ জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী** অনুষ্ঠিত হয়
২০০৫	১৪ থেকে ১৮ এপ্রিল যশোর পুলেরহাটে **চতুর্দশ জাতীয় অ্যাগোনারী** অনুষ্ঠিত হয়
২০০৫	২১-২৫ মে মৌচাকে **দ্বিতীয় জাতীয় সৃজনী ক্যাম্প** অনুষ্ঠিত হয়
২০০৭	৩-৭ মার্চ কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে **চতুর্থ জাতীয় কমডেকা** অনুষ্ঠিত হয়
২০০৭	০৭-১৪ ডিসেম্বর কক্সবাজারে এপি রিজিয়নের **ইন্টারন্যাশনাল সেন্টেনারী কমডেকা** অনুষ্ঠিত হয়
২০০৭	২৮ জুন থেকে ২ জুলাই স্কাউটের **শতবর্ষ পুর্তি উপলক্ষে জাতীয় সমাবেশ** মৌচাকে অনুষ্ঠিত হয়
২০০৭	২৮ জুলাই-২ আগস্ট স্কাউটসের শতবর্ষ **প্রথম জাম্বুরী অন দ্যা ট্রেন** (চট্টগ্রাম-দিনাজপুর) অনুষ্ঠিত হয়
২০০৮	১২-১৮ অক্টোবর মৌচাকে **ষষ্ঠ সাফ ফ্রেন্ডশীপ ক্যাম্প** অনুষ্ঠিত হয়
২০০৯	৬-১৪ ফেব্রুয়ারি বাহাদুরপুরে **নবম জাতীয় রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
২০১০	১৪-২২ জানুয়ারি মৌচাকে **অষ্টম জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
২০১০	২৭ জুলাই থেকে ৭ আগস্ট কেনিয়ায় **ত্রয়োদশ বিশ্ব রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
২০১১	৮-১৪ ফেব্রুয়ারি মৌচাকে **সপ্তম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী** অনুষ্ঠিত হয়
২০১১	২৬–৩১ ডিসেম্বর বাহাদুরপুরে **সপ্তদশ রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
২০১২	২৪-২৯ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশে **প্রথম এপি রিজিয়নের কনফারেন্স** অনুষ্ঠিত হয়
২০১৩	২৯ জানুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পঞ্চগড় জেলাধীন দেবীগঞ্জ উপজেলার 'ময়নামতির চরে' **"দশম জাতীয় রোভার মুট ও পঞ্চম জাতীয় কমডেকা"** অনুষ্ঠিত হয়

রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম

বিষয় \ পর্যায়/স্তর	নবাগত/রোভার সহচর	সদস্য স্তর	প্রশিক্ষণ স্তর	সেবা স্তর
বিশেষ জ্ঞান	০১. রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম সম্পর্কে ধারণা অর্জন।* ০২. আমার স্কাউট রেকর্ড বই ও লগবই সম্পর্কে ধারনা অর্জন।* ০৩. স্কাউটিং সম্পর্কিত বই ও পত্র-পত্রিকা পাঠ।* ০৪. নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও চর্চা: ক) প্রতিজ্ঞা, আইন ও মটো।* খ) সালাম, চিহ্ন ও করমর্দন। গ) স্কাউট পোশাক ও ব্যাজ।* ঘ) জাতীয় সঙ্গীত ও প্রার্থনা সঙ্গীত। ঙ) জাতীয় পতাকা ও স্কাউট পতাকা। ০৫. স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস। ০৬. রোভারস্কাউট গ্রুপ/ইউনিটে শৃংখলাবোধ সম্পর্কে ধারনা ও চর্চা।*	০১. স্কাউটিং সম্পর্কিত বই ও পত্র-পত্রিকা পাঠ। ০২. বাংলাদেশ স্কাউটস এর রূপরেখা, সাংগঠনিক কাঠামো এবং গঠন ও নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ০৩. এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ০৪. বাংলাদেশের কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক রূপরেখা। ০৫. বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ০৬. ভাষা শিক্ষা ও যোগাযোগ পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।	০১. বিশ্ব স্কাউট সংস্থার প্রশাসনিক বিন্যাস, সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ০২. বাংলাদেশের প্রচলিত আইন জানা। ০৩. বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ০৪. জাতিসংঘ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ০৫. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন: ক) বাংলাদেশের মৌলিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নির্ধারণ করা। খ) বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে ৫ টি সুপারিশ প্রণয়ন। গ) জাতীয় বাজেট কি তা জানা।	০১. সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ০২. বাংলাদেশে জাতিসংঘ এবং এর শাখার কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ০৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কে জানা। ০৪. বাংলাদেশে কাজ করে এমন অন্ততঃ ১ টি আন্তর্জাতিক যুব সংস্থার কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ০৫. সার্কসহ অন্য যে কোন একটি আঞ্চলিক জোটের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ০৬. এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওন ছাড়া বিশ্ব স্কাউট সংস্থাভুক্ত ২ টি অঞ্চলের স্কাউটিং আছে এমন ২টি দেশের ইতিহাস, কৃষ্টি, ভাষা, যোগাযোগ, খাদ্য ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।
ব্যবহারিক কাজ	০৭. রেকর্ড সংরক্ষণ : ক) আমার স্কাউট রেকর্ড বই সংরক্ষণ শুরু করা।* খ) লগবই লিপিবদ্ধকরণ শুরু করা।* ০৮.ব্যবহারিক দক্ষতা : ক) দড়ির কাজ। খ) অনুমান ও পর্যবেক্ষণ। গ) সংকেত অনুসরন। ঘ) পতাকা বহন পদ্ধতি জানা। ০৯. আগুন জ্বালানো ও রান্না। ১০. রোভার স্কাউটদের জন্য নির্বাচিত গান থেকে ৩ টি গান জানা ও সুন্দরভাবে গাইতে পারা।	০৭. রেকর্ড সংরক্ষণ : ক) আমার স্কাউট রেকর্ড বই সংরক্ষণ করা। খ) লগবই লিপিবদ্ধ করা। ০৮.ব্যবহারিক দক্ষতা : ক) পাইওনিয়ারিং ও দড়ির কাজ। খ) কম্পাস ও মানচিত্র পাঠ। গ) গোপন বার্তা উদ্ধার। ঘ) বিশ্ব বন্ধুত্বের কার্যক্রম শুরু করা। ০৯. কম্পিউটার সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানার্জন। ১০. নিম্নলিখিত বিষয়ে দক্ষতা অর্জন (কমপক্ষে ১ টি) : হাঁস পালন, মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, অ্যাকুরিয়ামে মাছ চাষ, কৃষি কর্ম, মৌমাছি চাষ, মাশরুম চাষ, সয়েল টেস্ট, ক্ষেতের পাওয়ার পাম্প মেরামত, উন্নত চুলা তৈরি বায়োগ্যাস প্লান্ট, বক্তৃতা, সম্পাদকের কাজ, দোভাষী, মোটরযান, অ্যামেচার রেডিও, অ্যারো পাইওনিয়ার, নৌ বাহিনী সংগঠন, রেলওয়ে ট্রাফিক কন্ট্রোল। ১১. রোভার স্কাউটদের জন্য নির্বাচিত গান থেকে নতুন ৪ টি।	০৬. রেকর্ড সংরক্ষণ : ক) আমার স্কাউট রেকর্ড বই সংরক্ষণ করা। খ) লগবই লিপিবদ্ধ করা। ০৭.ব্যবহারিক দক্ষতা : ক) কমপক্ষে ২ টি পাইওনিয়ারিং প্রজেক্ট তৈরি করা। খ) সাঁতার জানা। গ) বিশ্ব বন্ধুত্ব কার্যক্রম। ০৮. MS Office(Word, Power Point), E-mail সম্পর্কে জানা। ০৯. নিম্নলিখিত বিষয়ে দক্ষতা অর্জন (কমপক্ষে ১ টি) : বৈদ্যুতিক কাজ, কম্পিউটার, আগুন নেভানো, উদ্ধার কর্মী, জনস্বাস্থ্য কর্মী, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, মা ও শিশুর যত্ন, নার্সিং, সাংবাদিকতা, ক্রাইম প্রিভেনশন, বিমান শিক্ষানবীশ, শীপ নলেজ, রেলওয়ে পরিচালক। ১০. রোভার স্কাউটদের জন্য নির্বাচিত গান থেকে নতুন ৪টি গান জানা ও সুন্দরভাবে গাইতে পারা।	০৭. রেকর্ড সংরক্ষণ : ক) আমার স্কাউট রেকর্ড বই সংরক্ষণ করা। খ) লগবই লিপিবদ্ধ করা। ০৮.ব্যবহারিক দক্ষতা : ক) কমপক্ষে ২ টি পাইওনিয়ারিং প্রজেক্ট তৈরি করা (পূর্বের ২ টি ব্যতিত)। খ) বিশ্ব বন্ধুত্ব কার্যক্রম। গ) ১ টি এলাকা জরিপ করে রিপোর্ট প্রণয়ন করা। ০৯. "পরিভ্রমণকারী ব্যাজ" অর্জন। ১০. MS Office(Excel), Networking সম্পর্কে জানা। ১১. যে কোন একটি বিষয়ে পরিমিত জ্ঞানার্জন : ব্লাড ব্যাংক, চক্ষু ব্যাংক, চক্ষু শিবির, কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ, বৈমানিক, সিম্যান, রেলওয়ে পাইলট। ১২. রোভার স্কাউটদের জন্য নির্বাচিত গান থেকে নতুন ৩ টি গান জানা ও সুন্দরভাবে গাইতে পারা।
ধর্মীয় কার্যাবলী	১১. নিজ নিজ ধর্মে অবশ্য পালনীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও চর্চা।*	১২. ধর্মীয় কার্যাবলী : ক) নিজ নিজ ধর্মে অবশ্য পালনীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও চর্চা। খ) "স্কাউট ওন" সম্পর্কে জানা এবং এতে অংশগ্রহণ।	১১. ধর্মীয় কার্যাবলী : ক) নিজ নিজ ধর্মে অবশ্য পালনীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও চর্চা। খ) ন্যূনতম ১ টি ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন ও পরিচালনা কাজে অংশগ্রহণ	১৩. স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনের প্রতি দৃষ্টি রেখে ধর্মীয় অনুশাসনসমূহ মেনে চলা ও অপরকে উদ্বুদ্ধ করা।

পর্যায়/স্তর / বিষয়	নবাগত/রোভার সহচর	সদস্য স্তর	প্রশিক্ষণ স্তর	সেবা স্তর
সমাজ সেবা/সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য	১৩. **সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন :** ক) সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়নের পার্থক্য বুঝতে পারা। খ) নিজ গ্রুপ / ইউনিট / উপদলের সাথে অন্ততঃ ১ টি সমাজ সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ। ১৪. পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ১৫. **স্বাস্থ্য পরিচর্যা :** ক) প্রাথমিক প্রতিবিধান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। খ) মানব দেহের গঠন সম্পর্কে জানা। গ) নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন সম্পর্কে জানা।* ঘ) নিজ রক্তের গ্রুপ জানা।* ঙ) নিজ গ্রুপসহ ১০ জন ব্যক্তির রক্তের গ্রুপ ও নাম ঠিকানা সংগ্রহ করা।* চ) জ্বর মাপতে পারা।* ১৬. বিপি-র পিটিগুলো জানা ও চর্চা করা।	১৪. **"শিক্ষকতা ব্যাজ"** অর্জন। (এই ব্যাজটি ইচ্ছে করলে সেবা স্তরেও অর্জন করা যাবে) ১৫. **সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন :** ক) অন্ততঃ ৩ টি সমাজ সেবা/সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত থাকা (পূর্বেরটি ব্যতিত)। খ) বিশ্ব সংরক্ষণ বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানার্জন। গ) ২ টি ফলজ বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা। ১৬. **স্বাস্থ্য পরিচর্যা :** ক) প্রাথমিক প্রতিবিধান সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞানার্জন। খ) শিশুর ৭ টি মারাত্মক রোগ ও তার প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। গ) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ঘ) মাদকাসক্তি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।	১৩. **সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন :** ক) অন্ততঃ ৩ টি সমাজ সেবা / সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত থাকা (পূর্বেরগুলি ব্যতিত)। খ) বিশ্ব সংরক্ষণ বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞানার্জন। গ) পূর্বের রোপনকৃত ২ টি গাছের যত্ন এবং নতুন ২ টি বনজ বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা। ১৪. **স্বাস্থ্য পরিচর্যা :** ক) প্রাথমিক প্রতিবিধান সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞানার্জন। খ) মাদকাসক্তি, হেপাটাইটিস-বি ও সি ভাইরাস এবং এইডস রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। গ) সম সাময়িক রোগ, স্বাস্থ্য সমস্যা ও তার প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে জানা।	১৫. **সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন :** ক) পরিবেশ সংরক্ষণে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য দুটি তথ্যবহুল চার্ট প্রস্তুত করে প্রদর্শন ও প্রচার করা। খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। গ) পূর্বের রোপণকৃত ৪ টি বৃক্ষের পরিচর্যা ও প্রতিবেদন পেশ। ১৬. **স্বাস্থ্য পরিচর্যা :** ক) হেপাটাইটিস-বি ও সি ভাইরাস এবং এইডস রোগ সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞানার্জন। খ) পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। গ) মাদক দ্রব্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অন্যকে জানানো। **"শিক্ষকতা ব্যাজ"** অর্জন। (সদস্য স্তরে অর্জিত না হলে এই স্তরে অবশ্যই অর্জন করতে হবে)
আত্ম উন্নয়ন	১৭. আত্ম উন্নয়ন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।*	১৭. **নিম্নের যে কোন একটি বিষয়ে "ধনির্ভর ব্যাজ" অর্জন (অন্ততঃ এক বছর) :** কম্পিউটার, পোলট্রি ও মৎস্য চাষ, ডেইরি ফার্ম, সেলাই কাজ (সেলাই, বক, বাটিক, এমব্রয়ডারী), বিউটিশিয়ান, পর্যটন কর্মী, আলোকচিত্র শিল্পী, সেটেলাইট ও টেলিকমিউনিকেশন, সাংবাদিকতা, নার্সারী, ইন্টেরিয়র ডিজাইন, শিল্পকলা (সঙ্গীত, যন্ত্র সঙ্গীত, নৃত্য), চিত্র ও কারুশিল্প, সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স ইত্যাদি। ১৮. **নিম্নের যে কোন একটি বিষয়ে "স্কাউট কর্মী ব্যাজ" অর্জন :** প্রাথমিক প্রতিবিধান, পাইওনিয়ারিং, সিগনালিং, উদ্ধার কর্মী, হেলথ মোটিভেটর ইত্যাদি।		
সময়সীমা	৩ – ৬ মাস * (বিশেষ ক্ষেত্রে ১ মাস)	৯ – ১২ মাস	৯ – ১২ মাস	৬ – ৯ মাস
ক্রু মিটিং (ন্যূনতম)	০৮ টি	৩০ টি	৩০ টি	২২ টি
উত্তীর্ণ	সদস্য স্তর	প্রশিক্ষণ স্তর	সেবা স্ত	প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট

* (স্টার) চিহ্নিত বিষয়গুলো শুধুমাত্র স্কাউট শাখায় ন্যূনতম প্রোগ্রেস ব্যাজ অর্জনকারী স্কাউটরা নবাগত/রোভার সহচর পর্যায়ে এক মাসে সম্পন্ন করে দীক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে তাকে কমপক্ষে ৪ টি ক্রু মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে।

উপদল পদ্ধতি (Patrol System)

উপদল পদ্ধতি প্রোগ্রাম পরিচালনায় অন্যতম একটি প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। যার মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ সাধন, দক্ষতা বৃদ্ধি, দায়িত্ব সচেতনতা বৃদ্ধি, সম্পর্ক উন্নয়ন, একাত্মবোধ ও শৃংখলাবোধের উন্মেষসহ প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের উন্নয়নসাধন তরান্বিত করা সম্ভব। নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম একজন রোভার স্কাউটের তত্ত্বাবধানে বিভক্ত ক্ষুদ্র দলকে উপদল বলা হয়ে থাকে। সঠিকভাবে ইউনিট পরিচালনার ক্ষেত্রে উপদল পদ্ধতির বিকল্প নেই। একটি ইউনিটে উপদল পদ্ধতির সঠিক বাস্তবায়ন নির্ভর করে উপদল পদ্ধতি সম্পর্কে ইউনিট লিডারের স্বচ্ছ ধারণা ও বাস্তবায়ন নৈপুণ্যের উপর।

উপদল ঃ একটি ইউনিটে সর্বনিম্ন ২ টি উপদল এবং সর্বাধিক ৪ টি উপদল থাকতে পারে। আর ৪ থেকে ৬ জন রোভার স্কাউট নিয়ে একটি উপদল গঠিত হয়। প্রত্যেক উপদলে একজন রোভার মেট, একজন সহকারী রোভার মেট থাকবে। উপদলের ১ নং সদস্য রোভার মেট এবং ২ নং সদস্য সহকারী রোভার মেট হিসেবে যথাক্রমে উপদলের প্রথমে এবং শেষে দাঁড়াবে বা বসবে। রোভার প্রোগ্রামের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজন অনুসারে সাময়িক উপদলও (এডহক প্যাট্রোল) গঠন করা যেতে পারে। দলে ভর্তি হওয়ার পর থেকে একজন তরুণ/তরুণী একটি উপদলে "সহচর" নামে পরিচিত কমপক্ষে ৬ মাসের মধ্যে রোভার সদস্য হিসেবে দীক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি নিবে। দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সে রোভার হিসেবে পরিচিত হবে। দীক্ষার পূর্বে "আত্মশুদ্ধি" বা "ভিজিল" পালন করবে।

রোভার মেট ঃ উপদল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপদলের সদস্যদের মধ্য থেকে উপদল সদস্যদের দ্বারা মনোনীত একজন রোভার স্কাউটের উপর উপদলের নেতৃত্বের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এই নেতৃত্বদানকারী রোভারকে রোভার মেট বলে। রোভার ইউনিট কাউন্সিল ও রোভার স্কাউট লিডারের অনুমোদনক্রমে রোভার মেট নির্বাচিত হবে।

সিনিয়র রোভার মেট ঃ উপদলসমূহের নেতৃত্বদানকারী রোভার মেটদের মধ্য থেকে রোভার মেটদের দ্বারা নির্বাচিত একজনের উপর রোভার গ্রুপের সকল বিষয়ে সমন্বয়সাধন ও নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্ব দেয়া হয়। এরূপ নেতৃত্বদানকারীকে "সিনিয়র রোভার মেট" বলে। রোভার স্কাউট লিডার ইউনিট কাউন্সিলের সাথে আলোচনাক্রমে সিনিয়র রোভার মেট নির্বাচন করবেন। সিনিয়র রোভার মেট নিজ উপদল থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে নিজ উপদলের কাজের উপর সিনিয়র রোভার মেটের এই অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবে।

সহকারী রোভার মেট ঃ রোভার মেটদের ন্যায় সহকারী রোভার মেটও উপদলের সদস্যদের মধ্য থেকে উপদল সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবে। সহকারী রোভার মেট, রোভার মেটের অনুপস্থিতিতে উপদলের নেতৃত্ব প্রদান করবে এবং রোভার মেট বা উপদল কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবে। ইউনিট কাউন্সিল ও রোভার স্কাউট লিডারের অনুমোদনক্রমে রোভার মেট তার উপদল থেকে সহকারী রোভার মেট নির্বাচন করবে।

উপদল পরিষদ ঃ উপদলের প্রত্যেক সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে সহকারী রোভার মেটকে সম্পাদক, রোভার মেটকে সভাপতি করে উপদল পরিষদ (প্যাট্রোল কাউন্সিল) গঠিত হয়। রোভার প্রোগ্রামের যাবতীয় কার্যক্রম ও অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কার্যক্রম উপদল পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

উপদল সদস্যের দায়িত্ব ঃ উপদল সদস্যের দায়িত্ব সচেতন করে তোলার জন্য এবং তাদেরকে নেতৃত্ব প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য উপদলের সকল সদস্যকে বিভিন্ন দায়িত্ব ভাগ করে দিতে হবে। উপদল পরিষদ উপদলের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে নিম্নরূপ কাজের দায়িত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত নিতে পারে-

উপদল পরিষদ (নমুনা)

সদস্য নম্বর	১	রোভার মেট	উপদল পরিষদ সভাপতি
সদস্য নম্বর	২	সহকারী রোভার মেট	উপদল পরিষদ সম্পাদক
সদস্য নম্বর	৩	উপদল প্রশিক্ষণ উপকরণ সংগ্রাহক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী	উপদল কোষাধ্যক্ষ
সদস্য নম্বর	৪	উপদল লাইব্রেরীয়ান	উপদল পরিষদ সদস্য
সদস্য নম্বর	৫	উপদল কর্ণার সজ্জাকারী	উপদল পরিষদ সদস্য
সদস্য নম্বর	৬	উপদল কোয়ার্টার মাস্টার	উপদল পরিষদ সদস্য

রোভার ইউনিট কাউন্সিল ঃ

রোভার স্কাউট লিডার, সহকারী রোভারস্কাউট লিডার, রোভার মেট, সহকারী রোভার মেট এবং রোভারদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে রোভার ইউনিট কাউন্সিল গঠিত হয। দু'টি উপদল বিশিষ্ট রোভার ইউনিটের ক্ষেত্রে পুরোদলই এরূপ পরিষদের কার্যাবলী পরিচালনা করবে। সিনিয়র রোভার মেট ইউনিট কাউন্সিলের সভাপতি এবং সহকারী সিনিয়র রোভার মেট সম্পাদক হবে। রোভারস্কাউট লিডার এবং সহকারী রোভারস্কাউট লিডারগণ এই কাউন্সিলের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন।

রোভার ইউনিট কাউন্সিলের কার্যাবলী ঃ

রোভার ইউনিটকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রোভার ইউনিট কাউন্সিলের কার্যাবলীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় - ১) প্রশাসনিক এবং ২) প্রোগ্রাম সম্পর্কীয়।

ইউনিটের অভ্যন্তরীণ শৃংখলা রক্ষা, তহবিল ও ব্যয় সম্পর্কিত বিষয়াদি, ভিজিল, ব্যাজ প্রদান ও দীক্ষাদান কর্মসূচী, আন্তঃ উপদল পরিদর্শন, চাঁদা আদায় ইত্যাদি প্রশাসনিক কর্মকান্ডের অন্তর্ভুক্ত। উপদল প্রতিযোগিতা, তাঁবুকলা, ব্যাজের পরীক্ষা, পারদর্শিতা ব্যাজ প্রশিক্ষণ, তাঁবুবাস, হাইকিং ইত্যাদি প্রোগ্রাম কার্যাবলীর আওতাভুক্ত।

আন্তঃ উপদল প্রতিযোগিতা উপদল উদ্দীপনা বৃদ্ধি করে। সারা বছরব্যাপী প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা রেখে ৩ মাস অথবা ৬ মাস ব্যাপী প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা করা যেতে পারে। প্রতিযোগিতার বিষয়সমূহ নির্ধারণ এবং পয়েন্ট বন্টণ সকল উপদলের সমান সুযোগ সুবিধাকে মাপকাঠি করে নেয়া উচিত। প্রতিযোগিতার বিষয় ও সময় নির্ধারণ করবে রোভার ইউনিট কাউন্সিল। প্রতিযোগিতার বিষয়াদির মধ্যে কয়েকটি যেমন-১) পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে উপস্থিতি, ২) উপদলের কাজ, ৩) পাইওনিয়ারিং প্রজেক্ট, ৪) প্রাথমিক প্রতিবিধান, ৫) অনুমান, ৬) পর্যবেক্ষণ, ৭) রোভার প্রোগ্রাম বই থেকে পরীক্ষা, ৮) তাঁবুকলা, ৯) গুডটার্ণ, সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন কাজের রেকর্ড, ১০) ডিসপ্লে, ১১) প্যাট্রোল কর্ণার সাজানো, ১২) গ্যাজেট তৈরি, ১৩) তাঁবু জলসা এবং ১৪) ব্যাজ প্রাপ্তি ইত্যাদি। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কারস্বরূপ অনুমোদিত ব্যাজ/বই ইত্যাদি প্রদান করা যেতে পারে।

রোভার মেট ব্যাজ ঃ রোভার মেটদের পরিচিতির জন্য পদমর্যাদা অনুসারে স্কাউট পোশাকে নির্ধারিত চিহ্ন পরতে হয়। রোভার মেটের বাম পকেটের দুই পার্শ্বে ´´ চওড়া লাল কাপড়ের স্ট্রাইপ বা পট্টি থাকবে। সহকারী রোভার মেটের বাম পকেটের ডান পার্শ্বে কেবল একটি স্ট্রাইপ থাকবে এবং সিনিয়র রোভার রোভার মেটের বাম পকেটের উভয় পার্শ্বে ও মাঝখানে মোট তিনটি স্ট্রাইপ থাকবে।

স্কাউটিং ও যুব সমাজ

সমাজ ঃ ভাষা, ধর্ম বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠান, বংশগত এবং অর্থনৈতিক অবস্থা, পেশাগত অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে মানুষ একসাথে বসবাস করে। এমন সংঘবদ্ধভাবে বসবাসকারী জনসমষ্টিকে সমাজ বলে।

স্কাউটিং ঃ স্কাউটিং হলো শিশু-কিশোর ও যুবকদের পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সৎ, চরিত্রবান, আত্মনির্ভরশীল, ধর্মভীরু, কর্মঠ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালিত বিশ্ব জোড়া এক মহান আন্দোলন।

যুব সমাজ ঃ ০৬-২৫ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের যুবাবয়সী বলে চিহ্নিত করা হয়। এই যুব সমাজের উপরই নির্ভর করে একটি সমাজ বা দেশের ভবিষ্যৎ। এ কারণে কোন দেশকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হলে প্রথমে গড়ে তোলা প্রয়োজন সেদেশের যুব সমাজকে। যুব সমাজের মধ্যে বয়সের তারতম্য অনুসারে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মানসিক চাহিদার পরিবর্তন ঘটে বিধায় তাদের বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা হয়ে থাকে। স্কাউটিংয়ে ৬$^{+}$ থেকে ১১ বছর পর্যন্ত কাব, ১১$^{+}$ থেকে ১৭ বছর পর্যন্ত স্কাউট এবং ১৭$^{+}$ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত রোভার স্কাউট বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে রেলওয়ে, বিমান ও নৌ অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে চাকুরীজীবী রোভার স্কাউটদের ক্ষেত্রে ৩০ বছর পর্যন্ত রোভারদের বয়স হতে পারে।

যুব সমাজের উপর সামাজিক প্রভাব ঃ যুব সমাজ সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ বিধায় তাদের আচার-আচরণে, মনমানসিকতায় সমাজের প্রভাব প্রতিভাত হয়।

একটি যুবাবয়সীর পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক অবস্থা অবহিত হয়ে সেই নিরিখে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার বা তার উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হলে এই যুব সমাজকে সঠিকভাবে এগিয়ে নেয়া সম্ভব। স্কাউট বয়সীদের অর্থাৎ ৬+ থেকে ২৫ বছর বয়সীদের উন্নয়ন ঘটাতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সংগতিপূর্ণ কর্মসূচীর সাথে তাদের সম্পৃক্ত করা। মূলতঃ বয়সের চাহিদার আলোকে কাব, স্কাউট এবং রোভারস্কাউট প্রোগ্রামের বিন্যাস করা হয়েছে। নিম্নে বয়স ভিত্তিক ছেলেমেয়েদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে স্কাউট প্রোগ্রামের সাহায্যে কিভাবে তার উন্নয়ন ঘটানো যায় সে বিষয়ে উল্লেখ করা হলো।

ক) কাব ঃ

ক্রম	কাব বয়সী বালক বালিকাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	ক্রম	সহায়ক কাব প্রোগ্রাম/পদ্ধতি
১	শরীরের প্রতি উদাসীন	১	বিপি পিটি, খেলাধুলা, সাঁতার, সাইকেল চালনা, ব্যাজের প্রশিক্ষণ ও ব্যাজ প্রদান
২	সু-স্বাস্থ্য সম্পর্কে অজ্ঞ	২	দক্ষতা ব্যাজে স্বাস্থ্য বিধি সম্পর্কে ধারণাদান, পরিবেশ উন্নয়ন ব্যাজ স্কীমে স্বাস্থ্য বিধি ব্যাজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
৩	বড়দের কথায় অবাধ্যতা ও জেদ প্রবণতা	৩	আইনের ব্যাখ্যা ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিকার করার ব্যবস্থা
৪	নতুন চকচকে পোশাক, খাদ্য ইত্যাদিতে আগ্রহ নিজের স্বার্থ বড় করে দেখতে চায়	৪	স্কাউট পোশাকের যত্ন, কাব ক্যাম্পুরী/কাব হলিডে, ষষ্ঠক ভিত্তিক খাদ্য ব্যবস্থা
৫	সমবয়সীদের কাছে অহংকারী ভাব দেখায়	৫	ষষ্ঠক পদ্ধতি, খেলাধুলায়, গান-বাজনায় ক্যাম্পিং এ নিজের কাজ নিজে করা মাধ্যমে
৬	আত্মীয়-স্বজন বা অপরিচিত লোকদের সামনে খুবই লাজুকতা প্রকাশ করে	৬	ক্যাম্প ফায়ার, স্কাউটস ওন, খেলাধুলা, গান-বাজনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে
৭	নিজের স্বার্থের জন্য সহজে মিথ্যার আশ্রয় নেয়	৭	ষষ্ঠক চেতনা/দলীয় চেতনা বৃদ্ধির জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব প্রদান এবং কাজ করার উৎসাহ প্রদান করার মাধ্যমে
৮	অতি তুচ্ছ কারণে অভিমান করে এবং জিনিসপত্র ভেঙ্গে ফেলে	৮	নিজ হাতে খেলনা, মডেল তৈরি করার সুযোগ করে দেয়া এবং তা কাব ডেনে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব দেয়া
৯	ভালমন্দ বিচার করতে পারে না	৯	দলীয় খেলা, গান ইত্যাদিতে নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ করে দেয়া
১০	আবদারের সাথে সাথে না পেলে কান্না জুড়ে দেয়	১০	বাড়ীতে নিজের কাজ নিজ হাতে করার মাধ্যমে এবং বাবা মাকে ছোট খাটো কাজে সহায়তাদানের অভ্যাস তৈরি করার মাধ্যমে
১১	কোন কাজে বা খেলায় বেশীক্ষণ ধৈর্য্য রাখতে পারে না	১১	পর্যবেক্ষক, খেলনা তৈরি/মডেল প্রস্তুতকারক, গার্ডেনার ইত্যাদি কাজে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে
১২	রূপকথায় বিশ্বাসী	১২	উপদেশমূলক গল্প, উপাখ্যান ইত্যাদির মাধ্যমে
১৩	সমবয়সীদের সাথে দলগতভাবে থাকতে চায়	১৩	ষষ্ঠক পদ্ধতি, দলীয় খেলা, প্যাক মিটিং বাস্তবায়নের মাধ্যমে
১৪	ছোট মেয়েরা রান্না ও পুতুল খেলা খেলতে চায়	১৪	ক্যাম্পুরী বা কাব হলিডের রান্নার কাজে সাহায্য নেয়া, মডেল তৈরি, খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া

খ) **স্কাউট ঃ**

ক্রম	স্কাউট বয়সী বালক বালিকাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	ক্রম	সহায়ক স্কাউট প্রোগ্রাম/পদ্ধতি
১	বন্ধুদের সাথে ঘুরে বেড়াতে চায়	১	ক্যাম্পিং, হাইকিং, দলীয় কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ
২	নতুন নতুন জায়গায় বেড়াতে পছন্দ করে	২	ক্যাম্পিং, হাইকিং, দলীয় কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ
৩	দলবদ্ধভাবে চলতে পছন্দ করে	৩	উপদল পদ্ধতি, ক্যাম্পিং, হাইকিং
৪	নিজের মতামতের গুরুত্ব আশা করে	৪	উপদল পদ্ধতি
৫	কাজের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়	৫	উপদল পদ্ধতি, ক্যাম্প ফায়ার, পাইওনিয়ারিং, ব্যাজ পদ্ধতি
৬	অন্যের কাছ থেকে প্রশংসা প্রত্যাশী হয়	৬	উপদল পদ্ধতি, ব্যাজ পদ্ধতি, খেলাধুলা
৭	হঠাৎ করে ধার্মিক হয়ে উঠে	৭	স্কাউট প্রতিজ্ঞা, আইন, মটো, বনকলা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, স্কাউটস ওন
৮	প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়	৮	ট্রুপ মিটিং, পাইওনিয়ারিং, উপদল পদ্ধতি
৯	হঠাৎ করে শারীরিক বয়ঃবৃদ্ধি ঘটে ও বিব্রতবোধ করে	৯	পাইওনিয়ারিং, হাইকিং এবং অন্যান্য দলীয় কার্যক্রমে ব্যস্ত রাখা
১০	নতুন নতুন পোশাক পরিধান করতে পছন্দ করে	১০	স্কাউট পোশাক ও ব্যাজ পদ্ধতি
১১	সহমর্মী হয়	১১	প্রাথমিক প্রতিবিধান, উদ্ধার কাজ
১২	উদ্দীপক কাজে অংশগ্রহণ করতে পছন্দ করে	১২	হাইকিং, অবস্ট্রাকল, অ্যাডভেঞ্চার, ওয়াইড গেম
১৩	বীর পুজারী	১৩	বিপির জীবনী পাঠ

গ) **রোভারস্কাউট ঃ**

ক্রম	রোভার বয়সী বালক বালিকাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	ক্রম	সহায়ক রোভারস্কাউট প্রোগ্রাম/পদ্ধতি
১	নিজেদের স্বাবলম্বী মনে করে	১	ক্রু-মিটিং, রোভার মুট, পাইওনিয়ারিং কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে
২	নিজের মতামতকে প্রাধান্য দিতে চায়	২	উপদল পদ্ধতির মাধ্যমে সকল প্রকার কাজে অংশগ্রহণ
৩	স্বাধীন চেতা হতে চায়	৩	র‍্যাম্বলিং, সমাজ সেবা, সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ
৪	বয়স্কদের মতামতের চেয়ে নিজের মতকে প্রাধান্য দেয়	৪	উপদল পদ্ধতি, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে
৫	আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনায় উদাসীন হয়	৫	বিশ্ব সংরক্ষণ, বনকলা, স্কাউটস ওন ও ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ
৬	তাৎক্ষণিকভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়	৬	শিক্ষকতা বা নিরক্ষরতা দূরীকরণে অংশগ্রহণ ও প্রকল্প গ্রহণ এবং পারদর্শিতা ব্যাজ প্রশিক্ষণ
৭	সমাজে একজন মর্যাদাসম্পন্ন হতে চায়	৭	সমাজ সেবা, সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ এবং ধর্মীয় বা সামাজিক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করে
৮	আবেগ প্রবণ হয়	৮	দলীয় কার্যক্রমে গণতন্ত্রের চর্চা, প্যাট্রোল সিস্টেম বাস্তবায়ন
৯	বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করতে চায়	৯	র‍্যাম্বলিং, রোভার মুট, হাইকিং, ক্যাম্পিং ইত্যাদি বাস্তবায়নের মাধ্যমে
১০	বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজনের নিকট থেকে প্রশংসা কামনা করে	১০	পি.আর.এস. হওয়া বা এ্যাওয়ার্ড পদ্ধতির সঠিক বাস্তবায়ন
১১	সহজে বেশী লাভবান হতে চায়	১১	দক্ষতা ও পারদর্শিতামূলক ব্যাজ পদ্ধতির বাস্তবায়ন

স্কাউটিংয়ের সকল কার্যক্রম যেমন এই বয়সী শিশু-কিশোর এবং যুবককে মানসিক এবং আচরণগত দিক থেকে একটি সুনির্দিষ্ট ছকে নিয়ে আসে তেমনি তার পারিপার্শ্বিক প্রভাব থেকে সে বেরিয়ে আসার সুযোগ লাভ করে ।

নেতৃত্ব
(ইউনিট লিডার)

ইউনিট লিডার হলেন একটি ইউনিটের মূল চালিকাশক্তি। ইউনিট লিডারের দক্ষতা এবং গ্রহণযোগ্যতার উপরই নির্ভর করে ঐ ইউনিটের ভাবমূর্তী তথা ইউনিটের সাফল্য।

প্রতিজ্ঞা ও আইনের ভিত্তিতে হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বয়স্ক নেতার তত্ত্বাবধানে কাজ করে স্কাউটরা। আন্দোলনের মূল লক্ষ্য অর্জনে স্কাউটদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃত স্কাউট হিসাবে গড়ে তোলেন ইউনিট লিডার। একজন সফল ইউনিট লিডার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে নিম্নে বর্ণিত যোগ্যতা অর্জন ও দায়িত্ব সচেতন হতে হবে।

ইউনিট লিডারের যোগ্যতা ঃ

১) শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে স্নাতক বা সমমান পাশ হতে হবে।
২) স্কাউট মূলনীতিতে আস্থা থাকতে হবে।
৩) রোভার স্কাউট লিডারের বয়স হবে ২৫ থেকে ৬৫ বৎসর।
৪) রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্সে সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করতে হবে।
৫) স্কাউটিং সংক্রান্ত বিভিন্ন বই পুস্তক, সাময়িকী, গঠন ও নিয়মে বর্ণিত স্কাউট প্রোগ্রাম সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান এবং স্কাউটিংয়ের অন্যান্য শাখা সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান।
৬) সৎ চরিত্রের অধিকারী এবং ইউনিটের সদস্যগণের সামনে নিজেকে আদর্শ হিসাবে উপস্থাপনের ক্ষমতা।

গুণাবলী ঃ

একজন ইউনিট লিডারকে নিম্নেবর্ণিত গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে-

০১) স্কাউটিংয়ের ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান।
০২) সদা হাসি-খুশি এবং ধীর-স্থির।
০৩) ধৈর্যশীল।
০৪) ভাল শ্রোতা।
০৫) বিচক্ষণ ও উপায়জ্ঞ।
০৬) সহমর্মী।
০৭) সময় সচেতন ও কর্তব্য পরায়ণ।
০৮) স্কাউটদের মঙ্গল আকাঙ্খা।
০৯) সংস্কার মুক্ত।
১০) দুঃসাধ্য সম্পাদনে সাহস।
১১) সৌজন্যবোধ।

একজন ইউনিট লিডারের দায়িত্ব প্রধানতঃ তিন ধরণের-

১) ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনা।
২) সাংগঠনিক ও দাপ্তরিক কার্যক্রম।
৩) যোগাযোগ ও জনসংযোগ।

ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনা ঃ

০১) ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি বার্ষিক প্রোগ্রাম প্রণয়ন ।

০২) বার্ষিক প্রোগ্রাম পরিকল্পনা অনুসারে ক্রু মিটিং পরিচালনায় রোভার মেটদের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ এবং ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান ।

০৩) ক্রু মিটিং এর ২/৩ দিন আগে রোভার মেটদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ঘরোয়াভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান ।

০৪) রোভার ইউনিট কাউন্সিলে উপস্থিত থেকে প্রয়োজনবোধে পরামর্শ প্রদান ।

০৫) দীক্ষা অনুষ্ঠান ও ব্যাজ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন ও পরিচালনা ।

০৬) দলের সকল রোভারের উন্নয়ন পরিস্থিতি ও ত্রুটিসমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান ।

০৭) সহকারী ইউনিট লিডার ও ইনস্ট্রাক্টরদের সাথে নিয়মিত আলোচনা করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ।

০৮) বিভিন্ন দিবস উদযাপন ।

০৯) তাঁবুবাস, হাইকিং, অভিযান, হলিডে, র‍্যাম্বলিং, ক্যাম্প ফায়ার ইত্যাদির আয়োজন ।

১০) সৎকাজ, সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের আয়োজন ।

সাংগঠনিক ও দাপ্তরিক কার্যক্রম ঃ

১) ইউনিটের বার্ষিক পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বাজেট গ্রুপ কমিটির সভায় উপস্থাপন এবং অনুমোদিত প্রোগ্রাম পরিকল্পনা মোতাবেক গ্রুপের কার্যক্রম পরিচালনা ।

২) গ্রুপ কমিটির সভাপতির অনুমোদনক্রমে নিয়মিতভাবে গ্রুপ কমিটির সভার ব্যবস্থা এবং সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ ।

৩) নিয়মিতভাবে জেলা রোভার স্কাউটসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ।

৪) ইউনিটের রেকর্ড রংক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ ।

৫) ইউনিটের বার্ষিক গ্রুপ কাউন্সিল সভার আয়োজন ও গ্রুপ কমিটি গঠন ।

৬) গ্রুপ রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন ও মেম্বারশীপ ফি প্রদান ।

৭) আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব সংরক্ষণ ।

৮) ইউনিট কার্যক্রমের রিপোর্ট তৈরি ও জেলা রোভার স্কাউটসে প্রেরণ ।

জনসংযোগ ঃ

১) ইউনিট সদস্যদের অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার লক্ষ্যে তিনি সুবিধামত পদ্ধতি অসুসরণ করতে পারেন, যেমন-ইউনিটের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ, নিয়মিত সাক্ষাৎ, অভিভাবক দিবসের ব্যবস্থা করা, প্রতি মাসে বা তিন মাসে একবার সদস্যদের উন্নয়ন রিপোর্ট অবহিত করা, দীক্ষা ও ব্যাজ প্রদান অনুষ্ঠানে দাওয়াত করা ।

২) ইউনিটের কার্যক্রমের বিশেষ রিপোর্টসমূহ জেলা রোভার স্কাউটসে প্রেরণ ।

৩) বাংলাদেশ স্কাউটসের মাসিক মুখপত্র অগ্রদূত ও রোভার পত্রিকায় প্রকাশের জন্য ইউনিটের বিশেষ কার্যক্রমের রিপোর্ট প্রেরণ ।

৪) স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য স্কাউট দরদী ব্যক্তি, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাগণকে ইউনিটের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো ।

ক্রু মিটিং

ক্রু মিটিং কি? ক্রু মিটিং হচ্ছে রোভার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য ৬০-৯০ মিনিটব্যাপী প্রশিক্ষণদানের লক্ষ্যে নিয়মিত সাপ্তাহিক রোভার স্কাউট কর্মসূচী। ক্রু মিটিংয়ে যে সকল বিষয় রোভারদের শেখানো হয় সে বিষয়গুলো ইউনিট লিডার, সহকারী ইউনিট লিডার, ইনস্ট্রাক্টর, বিশেষজ্ঞগণ ক্রু মিটিং শুরুহওয়ার আগে রোভার মেটদের ভালভাবে শিখিয়ে দেন। পরবর্তীতে ক্রু মিটিং চলাকালীন রোভার মেটরা সহকারী ইউনিট লিডার ও ইনস্ট্রাক্টরদের সহায়তায় নিজ নিজ উপদল সদস্যদের সেই সব বিষয় হাতে-কলমে শেখায়। ক্রু মিটিংয়ে কেবলমাত্র ব্যবহারিক বিষয় শেখানো হয়। ক্রু মিটিং চলাকালীন ইউনিট লিডার ঘুরে ঘুরে রোভার মেটদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষন করবেন ও পরবর্তীতে ক্রু মিটিং মূল্যায়নের সময় রোভার মেটদের ত্রুটিগুলো সংশোধন করে সঠিক বিষয়টি তাদের শিখিয়ে দিবেন।

ক্রু মিটিংয়ের প্রয়োজনীয়তা ঃ ইউনিটে ক্রমোন্নতিশীল স্কাউটিং চালু রাখার জন্য ক্রু মিটিং একান্তঅপরিহার্য। স্কাউটিংয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হলো "হাতে কলমে কাজ করার মাধ্যমে শেখা"। নিয়মিত ক্রু মিটিং না হলে রোভারদের হাতে-কলমে কাজ করার সুযোগ কমে যায় এবং এর কার্যক্রম স্থিমিত হয়ে পড়ে। তারা ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। কেবলমাত্র ক্রু মিটিংয়ের মাধ্যমেই কোন নির্দিষ্ট বিষয় হাতে-কলমে শিখিয়ে দক্ষতা অর্জন করানো সম্ভব। ফলে রোভাররা বিষয় ভিত্তিক দক্ষতা লাভ করে নির্দিষ্ট ব্যাজ অর্জনে সক্ষম হয়।

সফল ক্রু মিটিংয়ের উপাদান ঃ

১) প্রশিক্ষক দল, ২) আকর্ষণীয়, বৈচিত্র্যময় ও রোমাঞ্চকর কর্মসূচী এবং ৩) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ উপকরণ।

১) **প্রশিক্ষক দল ঃ** ইউনিট লিডার, সহকারী ইউনিট লিডার, ইনস্ট্রাক্টর ও বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা প্রশিক্ষক দল গঠিত হয়। প্রশিক্ষক দল না থাকলে ইউনিট লিডার নিজে রোভার মেটদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রশিক্ষক দল গঠনের চেষ্টা করবেন।

২) আকর্ষণীয়, বৈচিত্র্যময় ও রোমাঞ্চকর কর্মসূচী ঃ

রোভার বয়সী যুবক/যুবতী আকর্ষণীয়, বৈচিত্র্যময় ও রোমাঞ্চপূর্ণ কার্যক্রম পছন্দ করে।

কোন ক্রু মিটিংকে সফল করে তোলার জন্য এবং ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ক্রু মিটিংয়ের কর্মসূচী এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যার মধ্যে থাকবে রোভার বয়সী যুবক/যুবতীদের আগ্রহ বজায় রাখার মত আকর্ষণীয়, বৈচিত্র্যময় ও রোমাঞ্চকর কার্যক্রম। যার ফলশ্রুতিতে ক্রু মিটিংয়ের সফলতা ও যুবক/যুবতীদের চাহিদার পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

৩) **প্রশিক্ষণ উপকরণ ঃ** প্রশিক্ষণ উপকরণের সরবরাহ থাকলে রোভারা হাতে-কলমে ব্যবহারিক কাজ করার সুযোগ পায়। ফলে সেই বিষয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ক্রু-মিটিংয়ে ব্যবহারিক বিষয় শেখানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ উপকরণ ইউনিটে পর্যাপ্ত পরিমাণে সংরক্ষণ করা আবশ্যক।

ক্রু মিটিংয়ের নমুনা কর্মসূচী

আরম্ভের সময় ঃ ৩.০০ টা, শেষ হওয়ার সময় ঃ ৪.৩০ মিনিট

কার্যক্রম	দায়িত্ব	সময়
উপস্থিতি	সিনিয়র রোভার মেট	০১ মিঃ
পতাকা উত্তোলন	রোভার স্কাউট লিডার	০২ মিঃ
প্রার্থনা সংগীত	রোভার	০৩ মিঃ
পরিদর্শন, চাঁদা আদায় ও রিপোর্টিং	রোভার মেট	০৬ মিঃ
ঘোষণা	রোভার স্কাউট লিডার	০৩ মিঃ
খেলা/গান/নাচ/গল্প/অভিনয় (বিষয়.....)	রোভার মেট	০৬ মিঃ
পুরাতন পাঠের অনুশীলন (বিষয়.....)	রোভার মেট	১৫ মিঃ
খেলা/গান/নাচ (বিষয়.....)	রোভার মেট	০৬ মিঃ
নতুন পাঠ-১ (বিষয়.....)	রোভার মেট	১৫ মিঃ
খেলা/গান/প্রতিযোগিতা (বিষয় .....)	রোভার মেট	০৬ মিঃ
নতুন পাঠ-২ (বিষয়.....)	রোভার মেট	১৫ মিঃ
খেলা/গান/অভিনয়	রোভার মেট	০৫ মিঃ
পতাকার কাছে সমবেত হওয়া	সিনিয়র রোভার মেট	০২ মিঃ
ঘোষণা/প্রার্থনা	রোভারস্কাউট লিডার	০৩ মিঃ
পতাকা নামানো	রোভার স্কাউট লিডার	০১ মিঃ
ছুটি	সিনিয়র রোভার মেট	০১ মিঃ
	মোট সময়	৯০ মিঃ
বিঃদ্রঃ ক্রু মিটিং ৬০ মিনিটের কর্মসূচীও হতে পারে।		

বনকলা (WOOD CRAFT)

বনকলার লক্ষ্যসমূহ (Theme) ঃ

1) To know the creator from his creation

2) To bring purity in mind and soul.

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "স্কাউটিং ফর বয়েজ" এ বলেছেন- "Scouting is a training in citizenship through Wood craft" এখানে তিনি যা বলতে চেয়েছেন এর মানে হলো বনকলার মাধ্যমে সুনাগরিক গড়ে তোলাই হচ্ছে স্কাউটিং। প্রকৃতির বিরাট পাঠশালায় জ্ঞানানুশীলনের চেষ্টা চালিয়ে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারি, শিখতে পারি। এ জানার শেষ নেই। প্রকৃতির অফুরন্ত ভান্ডারে মানুষের জানবার, শিখবার তথ্য ও সম্পদের অভাব নেই। সে জন্যেই হয়ত বিখ্যাত ইংরেজ কবি ইউলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন-"Fields are my books and nature my study". কবি সুকুমার রায়ের কবিতাটিও প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন-"বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর, সবার আমি ছাত্র। নানানভাবে নানান জিনিস শিখছি দিবারাত্রি।

"উড ক্রাফট" বলতে অনেক কিছুই বোঝায়। প্রকৃতির বিভিন্ন সম্পদ যেমন-লতা গুল্ম, গাছ-পালা, পোকা-মাকড়, পাখি, জল-মাটি, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, জীব-জন্তু সবকিছুই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, যা মানুষের কল্যাণের জন্য। বৈচিত্রময় সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান অর্জন করার আকাংখা মানুষের বহুকালের। দার্শনিকের চিন্তাধারা এবং বৈজ্ঞানিক তার গবেষণায় সে রহস্য উদঘাটনের জন্য নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ প্রচেষ্টা চলতেই থাকবে, যতদিন এ পৃথিবীতে মানুষ বেঁচে থাকবে। বড় বড় তত্ত্ব ও তথ্যের উল্লেখ না করেও বলা যায়, প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মোটামুটিভাবে কিছু জানা প্রত্যেক মানুষের অবশ্য কর্তব্য। জীবন ধারণের জন্য এবং বেঁচে থাকার তাগিদে এ জানার প্রয়োজন আছে বৈকি। প্রকৃতির বিভিন্ন সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার পেছনে যে উদ্দেশ্য রয়েছে তা হলো সেগুলোর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন। কেননা, এর প্রত্যেকটিই কোন না কোনভাবে মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে, যা জীবন ধারণের সহায়ক তাই হওয়া উচিত আমাদের শিক্ষানুশীলনের প্রথম বিষয়বস্তু।

প্রকৃতি বিষয়ক অনুশীলন চরিত্র গঠনেও সহায়ক। এর মাধ্যমে তরুণ-তরুণীরা অর্জন করতে সক্ষম হয় তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, কোন কিছু বিশ্লেষণ করার বিচার বুদ্ধি, সহিষ্ণুতা, মানসিক একাগ্রতা, স্রষ্টার প্রতি ভালবাসা ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। এতে করে শুধু যে তাদের জ্ঞানের পরিধিই সম্প্রসারিত হয় তাই নয়, সৃষ্টির বৈচিত্রপূর্ণ সৌন্দর্য উপলব্ধি করে তাদের মনে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস বদ্ধমুল হয়ে উঠে। নিঃসন্দেহে বলা চলে, উপরোক্ত কারণেই ব্যাডেন পাওয়েল প্রকৃতি বিষয়ক অনুশীলনকে স্কাউটিং কর্মসূচীতে অতটা গুরুত্ব দিয়েছেন। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, প্রকৃতি বিষয়ক অনুশীলন বিভিন্ন প্রকারের চাষাবাদ, হাঁস-মুরগী পালন, পশু পালন, ফুলের ও ফলের বাগান তৈরি ও সংরক্ষণ এবং মৎস্য চাষ ইত্যাদি ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ আমাদের দেশের উন্নয়নে স্কাউটদের প্রকৃতি বিষয়ক অনুশীলন উল্লেখ্যযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সংগ্রহ করুন এবং বর্ণনা দিন ঃ

১)	জলজ উদ্ভিদ	-	১টি
২)	লতা	-	১টি
৩)	পাতা	-	১টি
৪)	ফুল	-	২টি
৫)	ফল	-	১টি
৬)	পাখির পালক	-	১টি
৭)	পাখির বাসা	-	১টি
৮)	পাথর	-	১টি
৯)	প্রজাপতি	-	১টি

তাঁবু জলসা/ক্যাম্প ফায়ার

স্কাউটিংয়ের শুরু থেকেই বিপি ক্যাম্প ফায়ার বা তাঁবু জলসার প্রচলন করেন। আফ্রিকায় থাকাকালে বিপি লক্ষ্য করতেন জুলুরা দিন শেষে সন্ধ্যার পর স্তূপাকৃত কাঠে আগুন জ্বালিয়ে আগুনের চারপাশে বসে নাচ-গান করে আনন্দ উপভোগ করত। এরূপ আগুন জ্বালানোর ফলে চারপাশ আলোকিত হতো, এছাড়া আগুন দেখে হিংস্র পশু আর ধারে কাছে আসত না। তারা এ আগুনেই মাংস পুড়িয়ে খেত। এতে তারা ঠান্ডা থেকেও কিছু সময়ের জন্য উত্তাপ লাভ করতো। জুলুদের আগুন জ্বালানোর এই ব্যবস্থাটি বিপি'র খুবই ভাল লেগেছিল। তাই তিনি স্কাউটিংয়ে ক্যাম্প ফায়ারের প্রচলনের মাধ্যমে নির্মল আনন্দ লাভের বা চিত্তবিনোদনের সাথে সাথে কতগুলো উদ্দেশ্য হাসিলের তাগিদ প্রদান করেন। ক্যাম্প ফায়ারের মাধ্যমে পিছিয়ে পরা সদস্যদের এগিয়ে দেয়া, স্কাউটদের লাজুকতা ও জড়তা দূর করা, সুপ্ত প্রতিভার বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি, নেতৃত্ব ও শৃংখলাবোধের উন্মেষ ঘটানো যায়।

স্কাউট ক্যাম্পে স্কাউটরা প্রয়োজনে আগুন জ্বালিয়ে তার চারপাশে বিভিন্ন প্রকার নাচ-গান, অভিনয় ও আনন্দ করে থাকে। এতে একদিকে সারাদিনের কর্মক্লান্তি দূর হয়, অন্যদিকে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। চারদিক থেকে চারজন চারটি মশাল জ্বালিয়ে তাদের আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং একত্রে ক্যাম্প ফায়ারের অগ্নী প্রজ্জ্বলন করে। আগুন জ্বালার সাথে সাথে অগ্নী প্রজ্জ্বলের গান গাওয়া হয়। প্রতিটি গান, নাচ বা অভিনয়ের পর অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ দেয়ার জন্য আনন্দ ধ্বনি বা ইয়েল দেয়া হয়। ক্যাম্প ফায়ারে রুচিসম্মত ও শিক্ষামূলক বিষয় পরিবেশন করা শ্রেয়।

ক্যাম্প ফায়ার লিডার ঃ ক্যাম্প ফায়ার যিনি পরিচালনা করেন তিনি ক্যাম্প ফায়ার লিডার নামে অভিহিত হন। ক্যাম্প ফায়ার লিডারের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী লিডার মনোনীত করবেন ও দায়িত্ব ভাগ করে দিবেন।

ইয়েল ঃ ইয়েল শব্দের আভিধানিক অর্থ উচ্চস্বরে চিৎকার/আনন্দ চিৎকার; অর্থাৎ চিৎকার করে মনের ভাব প্রকাশ। স্কাউট বয়সীরা চিৎকার করতে ভালবাসে। আর এ কারণে স্কাউটিংয়ে গোড়া থেকেই কোন আনন্দ প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে সর্বসম্মতভাবে ইয়েলের প্রচলন রয়েছে। ইয়েল শুধু যে চিৎকার করে হয় তা নয়, বিভিন্ন কৌশলে নানা অঙ্গভঙ্গীতে আনন্দদায়ক শিক্ষনীয় ইয়েল হতে পারে। এমন ইয়েল যুগ যুগ ধরে সকলের কাছে সর্বত্র খুবই সমাদৃত হয়েছে।

তাঁবু জলসায় স্কাউটদের আশাবাদ ঃ মশালবাহীগণ নিম্নরূপ আশাবাদ ব্যক্ত করতে পারেন-

পূর্ব ঃ আমি পূর্ব। আমি এসেছি পূর্ব আকাশের উজ্জ্বল আভা নিয়ে, আমি সকল আধার দূর করে উজ্জ্বল আলোকে চারিদিকে উদ্ভাসিত করতে চাই।

পশ্চিম ঃ আমি পশ্চিম। পশ্চিম থেকে এসেছি পবিত্রতার বাণী নিয়ে। আমি চাই এই পবিত্রতা স্পর্শ করুক সকলের মন প্রাণ।

উত্তর ঃ আমি উত্তর থেকে এসেছি। এসেছি হিমালয়ের বিশালতা আর শির উচু করে থাকার আহ্বান নিয়ে।

দক্ষিণ ঃ আমি দক্ষিণ। আমি এসেছি সাগরের উদারতা নিয়ে। সাগরের মত উদার হউক আমাদের মন।

সবাই একত্রে ঃ আমরা সবাই এক সাথে এই আগুন প্রজ্জ্বলিত করলাম। এই আগুনের শিখা যেমন উর্দ্ধগামী আমাদের আশা আকাঙ্খাও তেমনি উর্দ্ধগামী হউক। এই আগুন যেমন চারিদিক আলোকিত করছে আমাদের সুপ্ত প্রতিভা তেমনি বিকশিত হউক, আগুন যেমন জ্বালানীকে ভস্মীভূত করছে তেমনি আমাদের কু-রিপুগুলো দূরীভূত হউক। আগুন প্রজ্জ্বলনের সাথে সাথে নিম্নরূপ গান গাওয়া হয়ে থাকে।

ক্যাম্প ফায়ার

ক্যাম্প ফায়ার, ক্যাম্প ফায়ার
এই হলো গো ক্যাম্প ফায়ার, ক্যাম্প ফায়ার॥
দাও ইয়েল দাও ইয়েল দাবানল জ্বললো
ললো জিহ্বা তার আকাশে উড়লো॥
ধরলো আগুন দ্বিগুন তেজে
রূপনিলো আজ এ কোন সাজে
দ্বিক বাহার, দ্বিক বাহার, দ্বিক বাহার॥
ক্যাম্প ফায়ার, ক্যাম্প ফায়ার
এই হলো গো ক্যাম্প ফায়ার, ক্যাম্প ফায়ার॥
সারা মাঠ ভরলো আলোর বানে
উল্লাস উঠলো গানের তানে
হউক জয় এইবার এইবার এইবার॥
ক্যাম্প ফায়ার, ক্যাম্প ফায়ার
এই হলো গো ক্যাম্প ফায়ার, ক্যাম্প ফায়ার॥

ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ (ব্যাজ পদ্ধতি/Badge System)

ব্যাজ পদ্ধতি স্কাউট আন্দোলনের একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এবং স্কাউট ট্রেনিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বিপি বলেছেন-"Patrol system means Training system, Training system means Badge system. If there is no badge system there is no Scouting."

ব্যাজ পদ্ধতির মাধ্যমে রোভাররা ধীর ও দৃঢ় পদক্ষেপে নিজেদেরকে সুদক্ষ রোভার হিসেবে তৈরি করে। ব্যাজ রোভারদের যোগ্যতা ও কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ। স্কাউট আন্দোলনের প্রবর্তক বিপি তার **"স্কাউটিং ফর বয়েজ"** বইয়ে উল্লেখ করেছেন-বালকদের নাগরিকত্বের গুণাবলী উন্নয়ন, চরিত্র উন্নয়ন, শিশু-কিশোর ও যুবকদের বয়স অনুযায়ী তাদের কর্মদক্ষতা বাড়াতে ব্যাজ পদ্ধতি অত্যন্ত সহায়ক। বিপি তাঁর মূল ট্রেনিং পদ্ধতির ব্যাজকে **"ব্যাজ অব অনার"** নামে অভিহিত করেছেন। ব্যাজ পদ্ধতি শিশু-কিশোর ও যুবকদের স্কাউটিংয়ের প্রতি চুম্বকের মত আকর্ষণ করে।

ব্যাজ পদ্ধতির উদ্দেশ্য ঃ

- রোভার কার্যাবলীতে আগ্রহ সহকারে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করা
- প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে নেতৃত্ব প্রদানের সুযোগ প্রদান
- রোমাঞ্চকর কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করা
- রোভারিংয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্য প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনে সহায়ক

স্কাউটিংয়ে দু'ধরণের ব্যাজ আছে ঃ

১) দক্ষতা ব্যাজ (Effeciency Badge), ২) পারদর্শিতা ব্যাজ (Profeciency Badge)

দক্ষতা ব্যাজ (Effeciency Badge)	পারদর্শিতা ব্যাজ (Profeciency Badge)
দক্ষতা ব্যাজ রোভারদের জ্ঞান অর্জনে, স্কাউট কার্যাবলী, স্কাউট আদর্শ ও সেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করে। বয়সের তারতম্য অনুযায়ী পর্যায়ক্রমিকভাবে ট্রেনিং গ্রহণ করার সুযোগ এনে দেয়।	পারদর্শিতা ব্যাজ রোভারদেরকে নিজের বয়স, যোগ্যতা, সামর্থ এবং আগ্রহের তারতম্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ এনে দেয়।

পারদর্শিতা ব্যাজ মূলতঃ দক্ষতা ব্যাজের পরিপূরক। রোভার প্রোগ্রামে রোভারদের অধিক সংখ্যক পারদর্শিতা ব্যাজ এবং দক্ষতা ব্যাজের ব্যবস্থা নেই। রোভার প্রোগ্রামে দক্ষতা ব্যাজ শুধু মাত্র তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে।

নবাগত হিসেবে স্কাউট আন্দোলনের সেবাদানের পর একজন যুব বয়সী ট্রেনিং গ্রহণ করে এবং দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে রোভারিং এ প্রবেশ করে। রোভারিংয়ে প্রবেশের সাথে সাথে তাকে সদস্য ব্যাজ এবং সোল্ডার অ্যাপুলেট প্রদান করা হয়। প্রত্যেক নবাগতকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে রোভার কার্যক্রমসমূহে অংশগ্রহণ করতে হয়। সেই লক্ষ্যটি হচ্ছে **"প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জন"**।

রোভার সহচর থেকে সদস্য স্তর, এরপর প্রশিক্ষণ স্তর, তারপর সেবা স্তর। এই স্তরগুলো অতিক্রমকালে একজন রোভারকে রোভার প্রোগ্রাম অনুযায়ী নির্ধারিত সিলেবাস ছাড়াও কয়েকটি পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করতে হয়। একজন সফল রোভার নেতাই কেবল রোভার স্কাউটদের দিয়ে রোভার প্রোগ্রাম অনুযায়ী এই ব্যাজগুলি অর্জন করাতে পারেন।

দীক্ষা দিয়ে সদস্য ব্যাজ প্রদানের মাধ্যমে একজন রোভারকে ক্রমান্বয়ে রোভার কুশলী ব্যাজ, শিক্ষকতা ব্যাজ, স্কাউট ইনস্ট্রাক্টর ব্যাজ, পরিভ্রমণকারী ব্যাজ এবং এরই মধ্যে স্বনির্ভর ব্যাজ ও স্কাউট কর্মী ব্যাজ অর্জন করিয়ে পিআরএস অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার যোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে রোভার নেতার ভূমিকা অপরিসীম।

একনজরে নিম্নলিখিত চিত্রে রোভার স্কাউটদের স্তর ব্যাজসমূহ দেখানো হ'ল-

পি আর এস অ্যাওয়ার্ড	
সেবা স্তর (৬–৯ মাস)	পরিভ্রমণকারী ব্যাজ অর্জন
প্রশিক্ষণ স্তর (৯–১২ মাস)	স্কাউট ইনস্ট্রাক্টর ব্যাজ অর্জন
সদস্য স্তর (৯–১২ মাস)	১) রোভার কুশলী ব্যাজ ২) শিক্ষকতা ব্যাজ অর্জন
রোভার সহচর (৩–৬ মাস)	

বিঃদ্রঃ সদস্য স্তর থেকে সেবা স্তর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে- (১) স্বনির্ভর ব্যাজ এবং (২) স্কাউট কর্মী ব্যাজ অর্জন।

সাধারণ দক্ষতা ও পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন ছাড়াও অতিরিক্ত কাজের জন্য সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড লাভ করা যায়। পারদর্শিতা ব্যাজের সাতটি গ্রুপের মধ্যে সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক যে সকল ব্যাজ আছে সেগুলো থেকে কমপক্ষে চারটি পারদর্শিতা ব্যাজ এবং নিম্নোক্ত তিনটি ব্যাজ অর্জন করলে সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড পাওয়া যাবে।

১। টীকাদান কর্মী ব্যাজ
২। শিশু স্বাস্থ্য কর্মী ব্যাজ
৩। পুষ্টি স্যালাইন ব্যাজ

সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড

রোভার স্কাউট ব্যাজসমূহ

অ্যাপুলেট

সদস্য স্তর | প্রশিক্ষণ স্তর | সেবা স্তর | প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট

পারদর্শিতা ব্যাজ

রোভার কুশলী ব্যাজ | শিক্ষকতা ব্যাজ

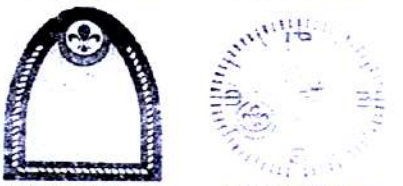

স্কাউট ইনস্ট্রাক্টর ব্যাজ | পরিভ্রমণকারী ব্যাজ

স্বনির্ভর ব্যাজ | স্কাউট কর্মী ব্যাজ

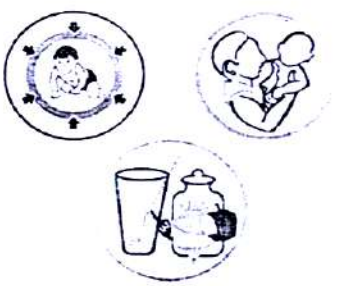

টিকাদান কর্মী ব্যাজ | শিশু স্বাস্থ্য কর্মী ব্যাজ | পুষ্টি স্যালাইন ব্যাজ

সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড ব্যাজ

স্কাউট আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামো

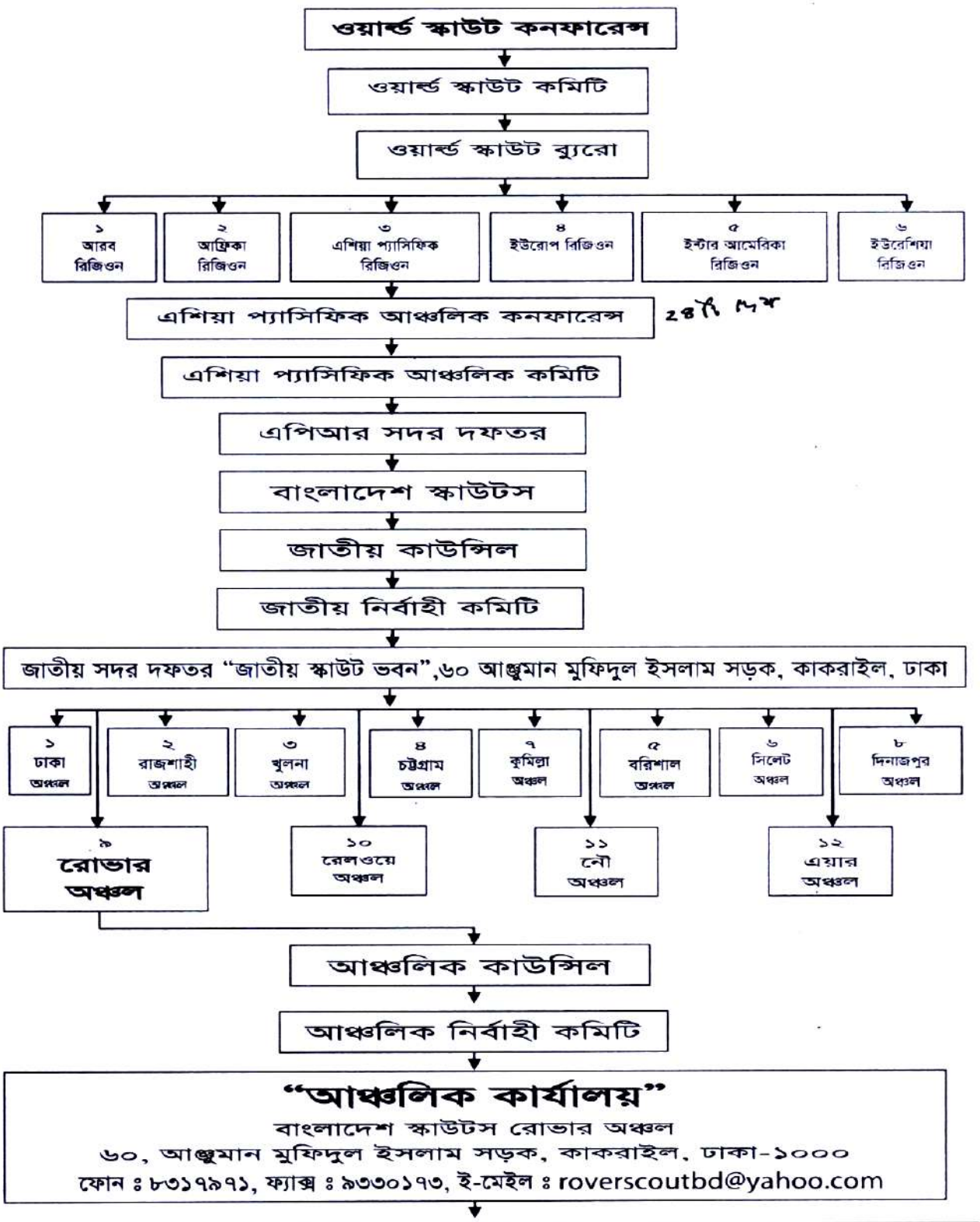

"আঞ্চলিক কার্যালয়"

বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম সড়ক, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৮৩১৭৯৭১, ফ্যাক্স ঃ ৯৩৩০১৭৩, ই-মেইল ঃ roverscoutbd@yahoo.com

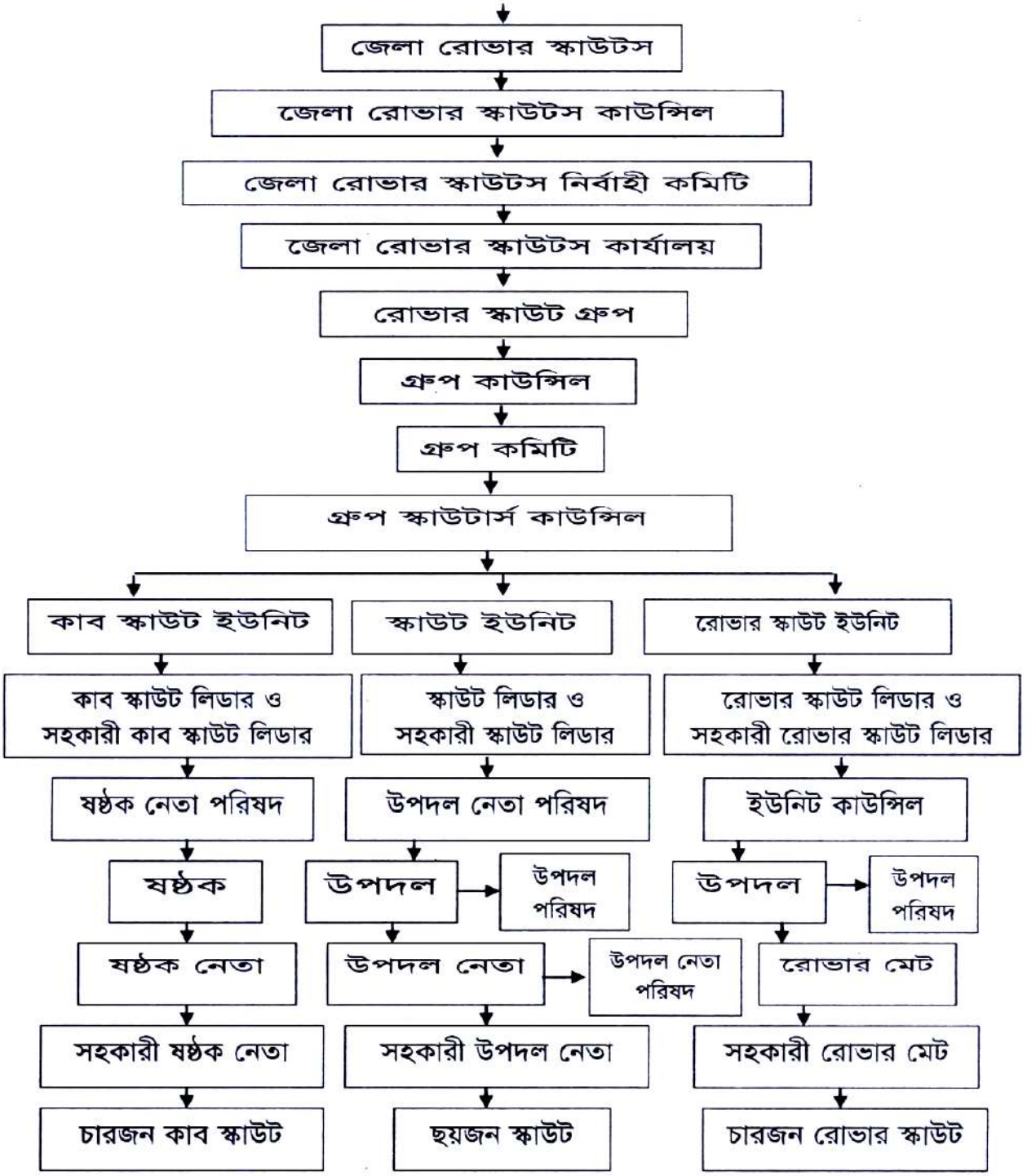
জেলা রোভার স্কাউটস
জেলা রোভার স্কাউটস কাউন্সিল
জেলা রোভার স্কাউটস নির্বাহী কমিটি
জেলা রোভার স্কাউটস কার্যালয়
রোভার স্কাউট গ্রুপ
গ্রুপ কাউন্সিল
গ্রুপ কমিটি
গ্রুপ স্কাউটার্স কাউন্সিল
কাব স্কাউট ইউনিট
স্কাউট ইউনিট
রোভার স্কাউট ইউনিট
কাব স্কাউট লিডার ও সহকারী কাব স্কাউট লিডার
স্কাউট লিডার ও সহকারী স্কাউট লিডার
রোভার স্কাউট লিডার ও সহকারী রোভার স্কাউট লিডার
ষষ্ঠক নেতা পরিষদ
উপদল নেতা পরিষদ
ইউনিট কাউন্সিল
ষষ্ঠক
উপদল
উপদল পরিষদ
উপদল
উপদল পরিষদ
ষষ্ঠক নেতা
উপদল নেতা
উপদল নেতা পরিষদ
রোভার মেট
সহকারী ষষ্ঠক নেতা
সহকারী উপদল নেতা
সহকারী রোভার মেট
চারজন কাব স্কাউট
ছয়জন স্কাউট
চারজন রোভার স্কাউট

কোড ও সাইফার (গোপন বার্তা)

কোড ও সাইফার (Code and Cipher) ঃ "গোপন বার্তা" বিষয়টির উপর আলোচনা করতে হলে কয়েকটি শব্দের সঙ্গে প্রথমে আমাদের পরিচিত হওয়া দরকার। শব্দগুলো হচ্ছে-কোড (Code), সাইফার (Cipher), মূল (Text), ডিকোডিং (Decoding) ইত্যাদি।

কোড (Code) ঃ কোন অক্ষর বা শব্দ যার গোপন অর্থ আগে থেকেই ঠিক করে রাখা হয় উহাই কোড। Code is a set of letters or words whose secret meanings have been agreed upon before hand.

সাইফার (Cipher) ঃ সাইফারের অর্থ গোপন লেখা বা বার্তা। Cipher means secret writing ঃ কোন লেখা বা বার্তা অপরের কাছে গোপন করে কারো কাছে পাঠাবার নিয়মকেই সাইফার (Cipher) বলে।

মূল (Text) ঃ মূল বা Text বলতে আদি অক্ষর বা শব্দ বোঝাবে।

ডিকোডিং (Decoding) ঃ আগে থেকে ঠিক করে রাখা নিয়মানুযায়ী বার্তার হরফকে "কোড" করে বদলিয়ে "সাইফার" থেকে মূল বার্তা পুনরুদ্ধার করাকে ডিকোডিং (Decoding) বলে।

উপরোক্ত শব্দগুলোর অর্থ পরবর্তী উদাহরণগুলোতে আরো পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হবে। গোপন বার্তা উদ্ধারের অনেক পদ্ধতি আছে। যেমন -

১) উল্টা বর্ণমালা (Reverse alphabet) পদ্ধতি ঃ অর্থাৎ A এর স্থানে Z বসিয়ে যেমন -

সাইফার (Cipher)ঃ	Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	Q	P	O	N
মূল (Text) ঃ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
সাইফার (Cipher)ঃ	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
মূল (Text) ঃ	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

২) ধারাবাহিক অক্ষর সরণ (Sliding letter) পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতিতে A ব্যতীত অন্য একটি অক্ষরকে A এর বিপরীতে বিবেচনা করে সেই অক্ষর থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে অক্ষরগুলোকে সরিয়ে নেয়া হয়। যেমন- ৫ম অক্ষর E কে A এর বিপরীতে বিবেচনা করলে F যাবে B এর, এ যাবে C এর বিপরীতে এবং এইভাবে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অপরগুলো সরে যাবে। তাহলে,

সাইফার (Cipher)ঃ	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
মূল (Text) ঃ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
সাইফার (Cipher)ঃ	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
মূল (Text) ঃ	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

এই পদ্ধতিতে WE PRAY TO GOD বাক্যটি সাইফারে লিখতে হলে W এর স্থলে A, E এর স্থলে ও ইত্যাদি লিখতে হবে। ফলে সাইফারটি হবে AI TVEC XS KSH। এভাবে সাইফার পেয়ে KSSH FCI কোডটি ডিকোড করে পাওয়া যাবে GOOD BYE.

ধারাবাহিক অক্ষর সরণ পদ্ধতির যে অক্ষর থেকে শুরু করা হয় সে অক্ষরটিকে চাবি অক্ষরও বলা হয়। সে জন্য এই পদ্ধতিকে চাবি পদ্ধতি (Key Method) বলা হয়।

৩) কলাম পদ্ধতি (COLUMN METHOD) ঃ এ পদ্ধতিতে গোপন বার্তা উদ্ধার করতে হলে বার্তাটি লক্ষ্য করে দেখতে হবে কটি অক্ষরের গ্রুপ করে তা লেখা হয়েছে। গ্রুপে যতটি অক্ষর থাকবে ততটি কলাম করে প্রথম গ্রুপের অক্ষরগুলো এক সারিতে উপরে লিখে তার নিচে দ্বিতীয় গ্রুপের অক্ষরগুলো একই নিয়মে লিখতে হবে। লেখা পেয়ে প্রথম কলাম থেকে অক্ষর মিলিয়ে পড়ে যেতে হবে এবং এভাবে অর্থবোধক শব্দ উদ্ধার করে বার্তা উদ্ধার করতে হবে।

S	F	S	E
C	O	E	F
O	R	V	U
U	B	E	L
T	O	R	B
L	Y	Y	O
N	S	U	O
G	I	S	K

উদাহরণ স্বরূপ লক্ষ্যনীয় যে, SFSE COEF ORVU UBEL TORB LYYO NSUO GISK, বার্তাটি কলাম পদ্ধতিতে উদ্ধার করে পাওয়া যায়-SCOUTING FOR BOYS IS EVER USEFUL BOOK.

৪) **প্রতীক পদ্ধতি** (SYMBOLISE METHOD)ঃ নিম্নলিখিতভাবে রেখা টেনে প্রতীক তৈরি করা যায়। তার মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় অক্ষর বসিয়ে এবং জোড়ার শেষ অক্ষরের মাথায় ডট চিহ্ন দিয়ে প্রতীক নির্ধারণ করা হয়। যেমন-

উদাহরণ স্বরূপ লক্ষ্যনীয় যে, SFSE COEF ORVU UBEL TORB LYYO NSUO GISK, বার্তাটি কলাম পদ্ধতিতে উদ্ধার করে পাওয়া যায়-SCOUTING FOR BOYS IS EVER USEFUL BOOK.

৪) **প্রতীক পদ্ধতি (SYMBOLISE METHOD)ঃ** নিম্নলিখিতভাবে রেখা টেনে প্রতীক তৈরি করা যায়। তার মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় অক্ষর বসিয়ে এবং জোড়ার শেষ অক্ষরের মাথায় ডট চিহ্ন দিয়ে প্রতীক নির্ধারণ করা হয়। যেমন-

AB'	CD'	EF'
GH'	IJ'	KL'
MN'	OP'	QR'

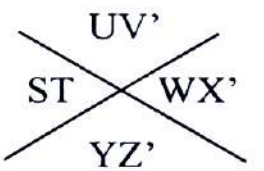

এই পদ্ধতিতে A = 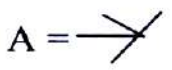 B = 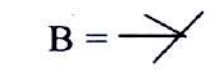 অনুরূপভাবে I =

S = 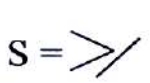 এবং Z =

উদাহরণঃ I go to School.

প্রাথমিক প্রতিবিধান

যে জ্ঞান দ্বারা ডাক্তারের সাহায্য পাওয়ার আগ পর্যন্ত কোন আহত বা অসুস্থ ব্যক্তির আরোগ্যের পথ সুগম করতে এবং অবস্থার যাতে আর অবনতি না হয় তার ব্যবস্থা করতে পারা যায় তাকেই প্রাথমিক প্রতিবিধান বলে। আর যিনি প্রাথমিক প্রতিবিধান কাজে অংশ নেন তিনি প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী।

প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর করণীয় ঃ

কোন রোগীকে প্রাথমিক প্রতিবিধান প্রদান করতে হলে সর্বাগ্রে নিম্নলিখিত বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে-

- কি কারণে রোগ বা অসুস্থতার সৃষ্টি হয়েছে (লক্ষণ, চিহ্ন বা ইতিহাস থেকে তা পাওয়া যাবে)।
- কি এবং কতটুকু চিকিৎসার প্রয়োজন (রোগী জীবিত না মৃত সন্দেহ থাকলে ডাক্তার না আসা পর্যন্ত প্রাথমিক প্রতিবিধান চালিয়ে যেতে হবে)।
- নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তর।
- আলো-বাতাস নির্গমন ও আশপাশে লোকের ভীড় এড়ানো।

প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর গুণাবলী ঃ

একজন সফল প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীকে নিম্নলিখিত গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে-

- সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দিলেই দ্রুত সাড়া দিতে হবে।
- পদ্ধতিগত উপায় ধীরস্থিরভাবে নিরীক্ষণের কাজ শেষ করে প্রয়োজনীয় প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- শ্বাসরোধ, রক্তক্ষরণ, স্নায়ুবিক আঘাত ইত্যাদির প্রতিবিধান আগে করে তারপরে অন্য কাজে হাত দিতে হবে।
- নির্ধারিত উপকরণের উপর নির্ভর না করে হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তা দিয়েই প্রাথমিক প্রতিবিধানের কাজ সমাপ্ত করতে হবে।
- পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
  যেমন-টলায়মান গৃহ, চলমান যানবাহন বা যন্ত্রপাতি, বিপদজনক বৈদ্যুতিক তার, আগুন, বিষাক্ত গ্যাস, প্রতিকূল আবহাওয়ায় আশ্রয়, আলো ইত্যাদি।

প্রতিটি কাজ সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। অনুরূপভাবে প্রাথমিক প্রতিবিধানের ক্ষেত্রেও কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।

প্রাথমিক প্রতিবিধান পদ্ধতি ঃ

ক) দ্রুততার সাথে অথচ স্থিরভাবে আগের কাজ আগে এবং পরের কাজ পরে এই নীতিতে কাজ করতে হবে।
খ) শ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন দেখা দিলে কৃত্রিম পদ্ধতিতে শ্বাস-প্রশ্বাস আনার ব্যবস্থা করতে হবে।
গ) রক্তক্ষরণ বন্ধের ব্যবস্থা নিতে হবে।
ঘ) স্নায়ুবিক আঘাতের চিকিৎসা করতে হবে।
ঙ) যতটুকু না করলেই নয় শুধু ততটুকু করতে হবে। কোনক্রমেই অধিক নড়াচড়া বা বাড়াবাড়ি করা চলবে না।
চ) রোগী এবং উপস্থিত সকলকে যথাসম্ভব সান্তনা দিতে হবে।
ছ) দর্শকগণ যাতে অধিক ভীড় করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।
জ) অযথা কাপড়-চোপড় খোলা যাবে না।
ঝ) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে ডাক্তারের নিকট নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী ডাক্তার নয়।

প্রাথমিক প্রতিবিধানে যে সকল উপকরণ ব্যবহার ও কৌশল অবলম্বন করা হয় তা নিম্নরূপ-

ড্রেসিং কোন ক্ষত স্থানে যে আবরণ বা আচ্ছাদন দেয়া হয় তাকে ড্রেসিং বলে। নিম্নলিখিত কারণে ড্রেসিং ব্যবহার করা হয়। ১) রক্তক্ষরণ বন্ধ করা, ২) ক্ষতস্থানে আবার যাতে আঘাত না লাগে তার ব্যবস্থা করা, ৩) ক্ষতস্থানে যাতে বাইরের দূষিত কিছু না লাগে তার ব্যবস্থা করা।

লিন্ট লিন্ট হলো ঔষধযুক্ত ও জীবাণুমুক্ত একখন্ড কাপড়। ক্ষতস্থান ভাল করে পরিষ্কার করে নিয়ে ক্ষতস্থানে এমনভাবে লিন্ট স্থাপন করতে হবে যাতে ক্ষতস্থান সম্পূর্ণ ঢেকে থাকে।

প্যাড ক্ষতস্থানকে আরামপ্রদ রাখার জন্য প্যাড ব্যবহার করতে হয়। ক্ষতস্থানে লিন্ট স্থাপন করে তার উপর প্যাড ব্যবহার করতে হয়। প্যাড তুলা বা পরিষ্কার জীবানুমুক্ত নরম কাপড়ের হতে হবে। ব্যবহারের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সম্পূর্ণ ক্ষতস্থান জুড়ে তা অবস্থান করে।

স্প্লিন্ট অস্থি ভঙ্গ হলে স্প্লিন্ট বা চটি ব্যবহার করা হয়। ভগ্নাস্থির আকৃতির উপর ভিত্তি করে স্প্লিন্ট এর সাইজ নির্ণয় করতে হয়। পাতলা কাঠ, হার্ডবোর্ড বা বাঁশের চটা দিয়ে স্প্লিন্ট তৈরি করা যায়।

ব্যান্ডেজ লিন্ট প্যাড বা স্প্লিন্ট যথাস্থানে রাখা এবং ভগ্নাস্থি স্থির করে রাখার জন্য ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা হয়। ব্যান্ডেজ সাধারণতঃ দুই ধরণের হয়ে থাকে-১) রোলার ব্যান্ডেজ এবং ২) ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ।

১) রোলার ব্যান্ডেজ ঃ

গোল করে জড়ানো কাপড়ের যে ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা হয় সেটাকে রোলার ব্যান্ডেজ বলে। রোলার ব্যান্ডেজ সাধারণতঃ ১ ইঞ্চি থেকে ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত চওড়া হয়। পাতলা কাপড়ের সাহায্যে রোলার ব্যান্ডেজ তৈরি করা হয়। আহত অঙ্গের আকৃতি এবং ক্ষতস্থানের আকৃতির উপর ভিত্তি করে রোলার ব্যান্ডেজের সাইজ নির্ধারণ করা হয়।

আঙ্গুলে	- ১ ইঞ্চি
মাথা ও বাহুতে	- ২ থেকে ১ ½ ইঞ্চি
পায়ে	- ৩ থেকে ৩ ½ ইঞ্চি
দেহে (পেটে, পিটে, কোমরে)	- ৪ থেকে ৬ ইঞ্চি সাইজের হয়ে থাকে।

রোলার ব্যান্ডেজের যে অংশ খোলা থাকে তাকে মুক্ত প্রান্ত এবং জড়ানো অংশকে শীর্ষ বলে।

রোলার ব্যান্ডেজ বাঁধার সাধারণ নিয়ম ঃ

ক) আহত অঙ্গের দিকে মুখ করে দাড়াতে হবে।

খ) রোগীর যদি বাম দিকে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হয় তবে ডান হাত, আর রোগীর ডান দিকে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হলে বাম হাতে ব্যান্ডেজের জড়ানো অংশ বা শীর্ষ রাখতে হবে।

গ) মুক্ত প্রান্ত একটু বাড়তি রেখে আহত স্থানের উপর স্থাপন করে ব্যান্ডেজ জড়াতে হবে।

ঘ) নিচ থেকে উপর দিকে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হয় এবং বাইরের দিক থেকে এনে সামনের দিকে রিফনট দিয়ে শেষ করতে হয়।

ঙ) ব্যান্ডেজ প্রতি স্তর যেন পূর্বের স্তরের অন্ততঃ (দুই তৃতীয়াংশ) ঢেকে রাখে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

চ) ব্যান্ডেজ বাঁধার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তা খুব শক্ত করে বাঁধা না হয়।

ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ ঃ

প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী এবং স্কাউটগণ এই ধরণের ব্যান্ডেজ ব্যবহার করে থাকে। কারণ এ ধরণের একটা ব্যান্ডেজকে প্রয়োজনে বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন সাইজে রূপান্তর করা যায়। ৩৮ ইঞ্চি বা প্রায় ১ মিটার দৈর্ঘ্য প্রস্থের একখন্ড কাপড় কোণাকুনিভাবে কাটলে ২টি ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ পাওয়া যায়।

ত্রিকোণ ব্যান্ডেজের আকার নিম্নরূপ ঃ

ক) ফুল সাইজ ব্রড ব্যান্ডেজ-যখন পূর্ণ ত্রিকোণ ব্যান্ডেজটিই ব্যবহার করা হয় তখন তাকে ফুল সাইজ ব্রড ব্যান্ডেজ বা পূর্ণ ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ বলে।

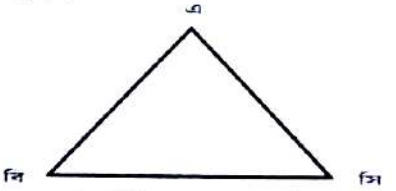

(পূর্ণ ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ)

উপরের ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ "এ" হল শীর্ষ, "বি" এবং "সি" হল দুইটি প্রান্ত। বি সি বাহু হল ত্রিকোণ ব্যান্ডেজের ভূমি। ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ বিভিন্ন আকারে ব্যবহার করা যায়।

খ) ব্রড ব্যান্ডেজ- যখন একটি ত্রিকোণ ব্যান্ডেজের শীর্ষ ভূমির মধ্যখানে স্থাপন করে ব্যান্ডেজ অর্ধেক ভাঁজ করা হয় তখন তাকে ওয়ান ফোল্ড ব্রড ব্যান্ডেজ বা এক ভাঁজ চওড়া ব্যান্ডেজ বলে। ওয়ান ফোল্ড ব্রড ব্যান্ডেজকে আরো এক ভাঁজ করা হলে তাকে টু ফোল্ড ব্রড ব্যান্ডেজ বা দুই ভাঁজ চওড়া ব্যান্ডেজ বলে।

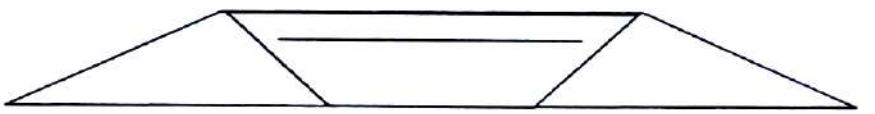

(এক ভাঁজ চওড়া ব্যান্ডেজ)

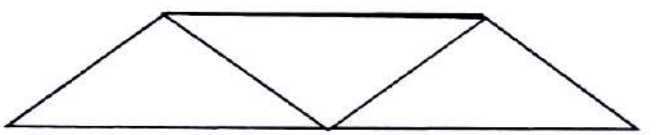

(দুই ভাঁজ চওড়া ব্যান্ডেজ)

গ) ন্যারো বা সরু ব্যান্ডেজ-চওড়া ব্যান্ডেজকে এরপর যত ভাঁজই করা হোক না কেন তাকে ন্যারো ব্যান্ডেজ বা সরু ব্যান্ডেজ বলা হয়।

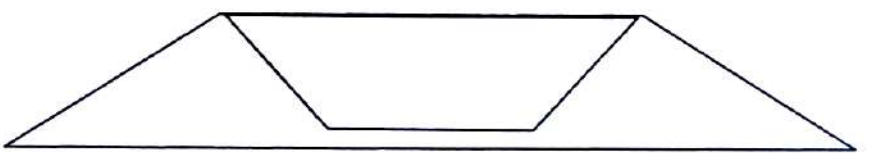

(সরু ব্যান্ডেজ)

স্কাউট ওন

স্কাউট ওন ঃ স্কাউট ওন স্কাউটদের একান্ত নিজস্ব অনুষ্ঠান। ইহা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয় বা ধর্মের কোন বিকল্প নয়। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্মীয় মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনা করা হয়। তাঁদের ঘটনাবহুল জীবনের সাথে স্কাউট আইন ও প্রতিজ্ঞার মিল রয়েছে, এমন একটি উপাখ্যান উপস্থাপন করা হয়। এতে তারা বুঝতে পারে যে, সকল ধর্মের মনীষীগণের জীবনের সাথে স্কাউটিংয়ের মিল রয়েছে। স্কাউট আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ওনের গুরুত্ব অপরিসীম। স্কাউটিংয়ের মূল লক্ষ্য হল-শিশুদের দৈহিকভাবে সবল, সামাজিকভাবে সকল অবস্থায় মানিয়ে চলতে সক্ষম, মানসিকভাবে মহৎ ও উদার, ধর্মীয় দিক থেকে সচেতন, নৈতিক দিক থেকে উন্নত করে গড়ে তোলা, যাতে তারা এই বয়স থেকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যে অভ্যস্ত হয়ে বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে জীবনে এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে পারে। বছরে ২/১ বার কোন ভাল দিনে ইউনিটে ওন এর ব্যবস্থা করা যায়। কোন পবিত্র দিনে যেমন- ইউনিটের/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা দিবসে, বি'পি দিবস অথবা বার্ষিক তাঁবুবাসের সময় ওন এর ব্যবস্থা করা যায়। বস্তুতঃ স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি এবং ব্যক্তি জীবনে চর্চার ধারাবাহিক অভ্যাস গড়ে তোলায় স্কাউট ওন বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

সাবধানতা ঃ

- পরিবেশ অনাড়ম্বর ও গাম্ভীর্যপূর্ণ হতে হবে।
- কোন মহাপুরুষের জীবনের ঘটনা কোন অবস্থায় যাতে বিভ্রান্তিকর না হয় সেদিকে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।
- ভুল তথ্য কোন অবস্থায় পরিবেশন করা যাবে না।
- নিজ নিজ ধর্মীয় মনীষীগণের উপাখ্যান তুলে ধরতে হবে।
- পূর্বাহ্নে বিষয়বস্তু সম্পর্কে রিহার্সেল দিয়ে নিতে হবে।
- উপস্থাপিত প্রতিটি বিষয়ই যেন প্রতিজ্ঞা ও আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

উপকরণ ঃ

- বসার প্রয়োজনীয় জিনিস পূর্বাহ্নে সংগ্রহ করতে হবে।
- প্রয়োজনীয় সুগন্ধি ফুল, ফুলদানি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

উপসংহার ঃ

- অতিরিক্ত কিছু না করে ভাবগম্ভীর পরিবেশে কাব, স্কাউট ও রোভার বয়সী বালক/বালিকাদের উপযোগী করে ওন এর আয়োজন করতে হবে। গ্রুপ কমিটির সদস্য ও ২/১ জন অভিজ্ঞ মুরুব্বিকে দাওয়াত করা প্রয়োজন।
- ওন এক থেকে দেড় ঘন্টা সময়ের বেশী হবে না।

স্কাউট ওন এর নমুনা কর্মসূচী তারিখ ঃ ----------	
বিষয়	**দায়িত্ব**
স্কাউট ওন এর ব্যাখ্যা ও উদ্বোধন ঘোষণা	কোর্স লিডার/ইউনিট লিডার
পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত	উপদল
গীতা পাঠ	উপদল
হামদ	উপদল
উপাখ্যান	উপদল
নাত-ই-রসূল	উপদল
উপাখ্যান	উপদল
স্কাউট আইন পাঠ	প্রশিক্ষক
ভক্তিমূলক গান	উপদল
পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ	উপদল
উপাখ্যান	উপদল
কীর্তণ	উপদল
প্রতিজ্ঞা পাঠ	কোর্স লিডার/ইউনিট লিডার
স্কাউট ওন এর মূল্যায়ন	কোর্স লিডার/ইউনিট লিডার
নীরব প্রার্থনা	কোর্স লিডার/ইউনিট লিডার

আত্মশুদ্ধির প্রশ্ন (VIGIL)

একজনের বয়স বাড়ার চেয়েও দ্রুত হতে দ্রুততর সময় চলে যায়। তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং শীঘ্রই তা শেষ হয়ে যাবে।

১) আমি কি আমার জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার করছি, যা মহাপ্রভু আমাকে দিয়েছেন ?
২) আমি কি নির্ভরযোগ্য কিছুই না করে জীবনকে অপব্যয় বা বিনষ্ট করছি ?
৩) আমি কি এমন কোন কাজ করছি যা কারো উপকারে আসে না ?
৪) আমি কি অপরের কোন সাহায্যমূলক কাজ না করে শুধুমাত্র নিজের স্বাচ্ছন্দ, অর্থোপার্জন অথবা পদোন্নতির চেষ্টা করছি ?
৫) কাহাকেও কি আমি জীবনে কষ্ট বা আঘাত দিয়েছি? আমি কি উহার যথোচিত ক্ষতিপূরণের জন্য কিছু করছি?
৬) কাহাকেও কি আমি জীবনে সাহায্য করেছি? আরো এমন কেহ আছে যাকে আমি সাহায্য করতে পারি ?

যেহেতু স্কাউট আন্দোলনের রোভার শাখাতে সেবার ভ্রাতৃত্ব শেখানো হয়, সেহেতু এতে যোগদান করে আমার শেখার মত ও করার মত বহু কিছু সুবিধা পাই। যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

১) আমি কি রোভার স্কাউটিং এর কৌতুক বা আনন্দের জন্যই এতে যোগদান করেছি ?
২) আমি কি প্রকৃত আত্মত্যাগমূলক সেবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ?
৩) আমি সেবার অর্থ কি বুঝি ?
৪) আমার পরিকল্পনা বা অঙ্গীকার দ্বারা আমি কি প্রকৃতপক্ষে নিজের পাশাপাশি অপরের জন্য চিন্তা করি ?
৫) গৃহ কাজে ও অবসর সময়ে কোন প্রকার সেবা কার্যের জন্য আমি কি উপযুক্ত ?
৬) আমরা সেবার জন্য কোন টাকা বা পুরস্কার পাই না, সে জন্যই আমাদের সেবা করবার পরিবেশ মুক্ত।

যেহেতু আমাদের সেবা কার্যের সাফল্য আমাদের ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর অনেকটা নির্ভর করে, সেহেতু অপরের উপর সৎপ্রভাব বিস্তারের জন্য আমাদের অবশ্যই নিয়মানুবর্তি হতে হবে।

১) আমি কি আমার অতীতের কু-অভ্যাসসমূহ পরিত্যাগ করতে সংকল্পবদ্ধ ?
২) আমার চরিত্রের দুর্বল দিক কি কি ?
৩) আমি কি সম্পূর্ণভাবে সম্মানীয়, বিশ্বাসী ও নির্ভরযোগ্য ?
৪) আমি কি স্রষ্টা, আমার দেশ, পরিবার, পিতা-মাতা, নিয়োগকর্তা, স্কাউট আন্দোলন, অধীনস্থগণ ও আমার বন্ধুর কাছে অনুগত ?
৫) আমি কি ধৈর্য্যশীল, প্রফুল্ল এবং অপরের প্রতি সদয় ?
৬) প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করার মত ধৈর্য্য কি আমার আছে ?
৭) আমার কি নিজস্ব মানসিক সত্ত্বা আছে, না অন্যের প্ররোচনায় প্ররোচিত হই ?
৮) জুয়া, মদ্য ও পুরুষ বা মহিলার ক্ষতি করার মত দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে আমার মন কি কঠোর নয় ?
৯) আমি যদি উপরোল্লিখিত কোনটার প্রতি দুর্বল হই, তবে কি এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে, স্রষ্টার সহায়তায় আমি উহা সংশোধন ও দমন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব ?

সত্যিকার মানুষ হিসেবে, আদর্শ নাগরিক হিসেবে এবং দেশের গৌরব হিসেবে অগ্রসর হওয়ার জন্য স্রষ্টা আমার সহায় হউন।

মানচিত্র পাঠ ও আঁকা

মানচিত্র হচ্ছে স্কেলের সাহায্যে কোন নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের সংক্ষিপ্ত আকারে তৈরী রেখা চিত্র। স্কেল হচ্ছে মূল ভূ-খন্ডের দূরত্বের সাথে মানচিত্রে প্রদর্শিত দূরত্বের আনুপাতিক হার। যেমন-মানচিত্রে প্রদর্শিত ১ সে.মি. এলাকা সমান মূল ভূ-খন্ডের ১০০০ কি.মি.। এখানে স্কেল হচ্ছে ১ সে.মি = ১০০০ কি.মি.।

স্কাউটিং-এ রেখা মানচিত্র ব্যবহার করা হয়। এ ধরণের মানচিত্রে কেবলমাত্র যাত্রাপথ ও পথের উভয় পাশের বর্ণনা উল্লেখ করা হয়। একটি মানচিত্রের মৌলিক বিষয় হলো- ১) দিক নির্দেশনা, ২) স্কেল / দূরত্ব, ৩) বিবরণ/সংকেত।

মানচিত্র অঙ্কন ঃ একটি মানচিত্র অঙ্কনকালে সর্বাগ্রে উপর দিকে উত্তর দিক নির্দেশক চিহ্ন এবং সংকেতের উল্লেখ করে নিতে হয়। তারপর ফিল্ডবুক এর নির্দেশিত ডিগ্রী অনুসারে দূরত্ব এবং মানচিত্রে নির্দেশিত স্কেলের অনুপাতে দূরত্ব নির্ণয় করে যে কাগজে মানচিত্র আঁকা হচ্ছে ঐ কাগজের প্রারম্ভিক বিন্দু নির্ধারণ করে কম্পাসের সাহায্যে ফিল্ডবুকে উল্লিখিত দিকে সূক্ষ্ম রেখা টানতে হবে। এভাবেই ফিল্ডবুকের বর্ণিত দিক ও দূরত্ব সমাপ্ত করলে একটি রেখা মানচিত্র পাওয়া যাবে। এই অঙ্কনকালে ফিল্ডবুকের ডানে ও বামে যে চিহ্নগুলো উল্লেখ রয়েছে এই রেখাচিত্রের উভয় পাশে সে সকল চিহ্ন বসাতে হবে। মানচিত্র আঁকার জন্য ৪টি D প্রয়োজন। D= Direction, D=Distance, D=Details, D=Difference in height.

মানচিত্র পাঠ ঃ মানচিত্র পাঠ করতে হয় নিজের জন্য এবং আঁকতে হয় পরের জন্য। মানচিত্রে ব্যবহৃত "কনভেনশনাল সাইন" সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা না থাকলে মানচিত্র পাঠ করা যাবে না এবং মানচিত্র অনুসরণ করে লক্ষ্যস্থলে পৌছানো যাবে না। মানচিত্রে ব্যবহৃত "কনভেনশনাল সাইন" সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হয়ে সঠিকভাবে মানচিত্র অনুসরণ করতে পারাকে "মানচিত্র পাঠ" বুঝায়। মানচিত্র সঠিকভাবে অনুসরণ করে চলার জন্য প্রথমে প্রয়োজন সঠিকভাবে মানচিত্র সেট করতে পারা। মানচিত্র সঠিকভাবে সেট করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে মানচিত্রে প্রদর্শিত উত্তর দিক এবং মূল ভূ-খন্ডের উত্তর দিক একই দিকে রেখে মানচিত্রে প্রদর্শিত কোন নির্দিষ্ট রাস্তাকে মূল ভূ-খন্ডের সেই নির্দিষ্ট রাস্তা সমান্তরালভাবে স্থাপন করা।

কম্পাস বা দিক নির্ণয় যন্ত্র

সংজ্ঞা ঃ যে যন্ত্র দ্বারা আমরা দিক নির্ণয় করি তাকে কম্পাস বলে। কম্পাসের উত্তর দিককে চুম্বক উত্তর বলা হয়। কম্পাসের উত্তর দিক এবং প্রকৃত উত্তর দিকের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। স্থান ভেদে এই পার্থক্যের ভিন্নতা আছে।

কম্পাসের বর্ণনা ঃ কম্পাসের উপরিভাগ কতকটা ঘড়ির কাটার মত। এর উপরিভাগে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম লেখা এবং ডিগ্রী ভাগ করা থাকে। ঘড়ির কাটার মত মোটা ও সূচালো এবং রং করা দিকটা সর্বদা উত্তর দিক নির্দেশ করে।

দিকের বর্ণনা ঃ

১। প্রধান চারটি (উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম) দিককে বলা হয় কারডিনাল পয়েন্ট।

২। কারডিনাল পয়েন্টগুলোকে কোণাকোনী ভাগ করলে (যেমন উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর-পূর্ব) সেগুলোকে সাব কারডিনাল পয়েন্টস বলা হয়। সাব কারডিনাল পয়েন্ট ৪টি।

৩। সাব কারডিনালের কোনগুলোকে মাঝখানে কোণাকোনী ভাগ করলে অর্থাৎ উত্তর উত্তর-পূর্ব, পূর্ব উত্তর-পূর্ব, পূর্ব দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ দক্ষিণ-পশ্চিম, পশ্চিম দক্ষিণ-পশ্চিম, পশ্চিম উত্তর-পশ্চিম, উত্তর উত্তর-পশ্চিম দিকগুলো পাওয়া যায়। এ সকল দিকগুলোকে সাব সাব কারডিনাল পয়েন্টস বলে। সাব সাব কারডিনাল পয়েন্ট ৮টি।

কম্পাসের চিত্র

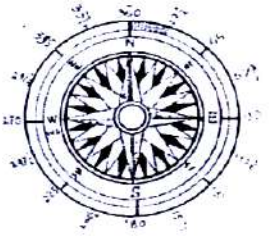

দিক ও ডিগ্রীর সম্পর্ক ঃ

১। কম্পাসের উত্তর দিককে ৩৬০° ডিগ্রী অথবা ০° ডিগ্রী ধরা হয়।

২। কম্পাসের পূর্ব দিককে ৯০° ডিগ্রী।

৩। কম্পাসের দক্ষিণ দিককে ১৮০° ডিগ্রী।

৪। কম্পাসের পশ্চিম দিককে ২৭০° ডিগ্রী।

পার্থক্য ঃ

১। প্রত্যেক কারডিনাল পয়েন্টস এর পার্থক্য ৯০° ডিগ্রী।

২। দুইটি কারডিনাল পয়েন্টের মধ্যে পার্থক্য ৪৫° ডিগ্রী।

৩। কারডিনাল ও সাব কারডিনালের মধ্যে পার্থক্য ২২.৫০° ডিগ্রী।

কম্পাসের প্রয়োজনীয়তা ঃ কোন অচেনা স্থানে যেতে হলে কম্পাস অবশ্যই সাথে নিতে হবে

ফিল্ডবুক

মানচিত্র অঙ্কন করার পূর্বে কোন নির্দিষ্ট স্থানের খুটি নাটি তথ্য যে বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে ফিল্ডবুক বলে। ফিল্ডবুক তৈরি হাইকিং এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যে পথে হাইক করা হবে ঐ পথের ফিল্ডবুক তৈরি করে নিরিবিলিতে বসে ঐ ফিল্ডবুকের সাহায্যে মানচিত্র তৈরি করতে হবে।

ফিল্ড বুক তৈরির পদ্ধতি ঃ

যে কাগজে ফিল্ডবুক তৈরি করা হবে তার ঠিক মাঝ বরাবর উপর থেকে নিচ পর্যন্ত এমন দু'টি সরল রেখা টানতে হবে যেন রেখা দুটি পরস্পর ১-১½ ইঞ্চি ব্যবধানে সমান্তরালে অবস্থান করে। এরপর একেবারে নিচের অংশে সরল রেখাদু'টির মধ্যখানে' আরম্ব লিখে বা "ক" অথবা "অ" লিখে ফিল্ড বুক তৈরি শুরু করতে হয় এবং শেষ অংশে শেষ বা "খ" বা "আ" দিয়ে শেষ করতে হবে। ডিগ্রী পরিবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত দূরত্ব ফিল্ডবুকে নোট করতে হয়। পরবর্তীতে যেখানে ডিগ্রীর পরিবর্তন তাও ফিল্ডবুকে লিখে রাখতে হয়। এই দূরত্ব স্কাউটরা কদম মেপে (১২০ কদম = ১০০ গজ প্রায়) ফিল্ড বুকে লিখে থাকে। তাছাড়া কোন নির্দিষ্ট ডিগ্রীতে পথ অতিক্রমের সময় রাস্তার ডান ও বামের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফিল্ড বুকের ডানে ও বামে লিখে রাখতে হবে।

মনে রাখতে হবে হাইকার যে দিকে অগ্রসর হবে কাগজের অঙ্কিত ফিল্ডবুক তার পথেরই প্রতিকৃতি। দূরত্ব অতিক্রমকালে যদি ডানে বা বামে কোন বিশেষ লক্ষনীয় কিছু থাকে যেমন-রাস্তা, মসজিদ, মন্দির, বিদ্যালয়, কল-কারখানা, হাসপাতাল, পানির কল ইত্যাদির উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে কনভেনশনাল সাইন ব্যবহার করতে হয়। মনে রাখতে হবে যে, ফিল্ডবুক ব্যবহারের সময় নিচ থেকে শুরু করতে হয়।

ফিল্ড বুক (নমুনা)

	B শেষ	
	80 S 327 S 90°	কালভার্ট
রেল লাইন	180 S 233 S 0°	
	80 S 160 S 300°	পোস্ট অফিস
	275 S 270°	
	78 S	পাকা রাস্তা
স্কুল	140 S	
কাঁচা রাস্তা	227 S 250 S 330°	মসজিদ
	266 S 130 S 30°	বড় গাছ হাসপাতাল
	150 S 253 S	
পুকুর	172 S 0°	কাঁচা রাস্তা
	Bln A	

S = কদম

কনভেনশনাল সাইন

কনভেনশন শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো-প্রচলিত/রীতিসিদ্ধ/প্রথা এবং সাইন শব্দের অর্থ চিহ্ন। মানচিত্রে ব্যবহৃত চিহ্নসমূহের মধ্যে যে সকল চিহ্ন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত তাকে কনভেনশনাল সাইন বলে। সুতরাং কনভেনশনাল সাইন বলতে প্রচলিত চিহ্ন বোঝায়। স্কাউটগণ হাইকিংয়ের সময় ও মানচিত্র অঙ্কনকালে এ সকল কনভেনশনাল সাইন ব্যবহার করে থকে। নিম্নে বহুল প্রচলিত কতিপয় কনভেনশনাল সাইন তুলে ধরা হলোঃ

কনভেনশনাল সাইন বা প্রচলিত চিহ্ন

মসজিদ

ব্রীজ/কালভার্ট

গীর্জা

মন্দির

নারিকেল গাছ

খেয়াঘাট

নদী পার হওয়ার উপায় নাই

বিশুদ্ধ পানি

বড় গাছ

রেল লাইন (ন্যারো)

কাঁচা রাস্তা

পায়ে চলার রাস্তা

খাস/তৃণভূমি

জলাভূমি

স্কুল/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

পোস্ট অফিস

ফায়ার স্টেশন

হ্রদ

চিকিৎসা সুবিধা

দূষিত পানি

ভূমির উচ্চতা নিরূপক রেখা

ব্রডগেজ সিঙ্গেল লাইন

পাকা রাস্তা

আমরা বাড়ী গেলাম

ট্র্যাকিং সাইন বা অনুসরক চিহ্ন
(Tracking Sign)

এ দিকে যাও

এ দিকে যাও না

এ দিকে বন্ধু আছে

এ দিকে শত্রু আছে

অপেক্ষা কর

উত্তর দিকে

এ দিকে যাও

এ দিকে যাইও না

এ দিকে যাও

এ দিকে যাইও না

এ দিকে যাও

এ দিকে যাইও না

এ দিকে যাও

এ দিকে যাইও না

পাঁচ স্তর বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ স্কীম

বর্তমান যুগের চাহিদা ও প্রয়োজন বিবেচনা করে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল আধুনিকায়ন ও হালনাগাদ করে প্রচলিত চার স্তর বিশিষ্ট ইউনিট লিডার প্রশিক্ষণ স্কীম পরিবর্তন করে পাঁচ স্তর বিশিষ্ট ইউনিট লিডার প্রশিক্ষণ স্কীম ২৩ মার্চ, ২০০৯ থেকে কার্যকর হয়েছে।

প্রথম স্তর ঃ

পাঁচ স্তর বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ স্কীমের প্রথম স্তরে বিভিন্ন পর্যায়ের অ্যাডাল্ট লিডারগণ অঞ্চল কর্তৃক পরিচালিত দিনব্যাপী (৬/৭ ঘন্টা) ওরিয়েন্টেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করার পর একমাস যে কোন ইউনিটের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবেন।

দ্বিতীয় স্তর ঃ

ওরিয়েন্টেশন কোর্স সমাপ্তির পর একমাস ইউনিটে সম্পৃক্ত থেকে দ্বিতীয় স্তরে শাখা ভিত্তিক ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স (পাঁচ দিন পাঁচ রাত)-এ অংশগ্রহণ করবেন। বেসিক কোর্সে অংশগ্রহণের পর প্রশিক্ষণ স্কীমের তৃতীয় স্তরে ছয় মাস ইউনিট পরিচালনার মাধ্যমে ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। উল্লেখ্য, বেসিক কোর্স চলাকালে কোন ট্রেনিং স্টাডি লিখতে হবে না। তবে বেসিক কোর্স শেষে কোর্স লিডার অংশগ্রহণকারীদেরকে নির্ধারিত ট্রেনিং এসাইনমেন্ট/স্টাডি-এর নির্দেশনা প্রদান করবেন।

তৃতীয় স্তর ঃ

বেসিক কোর্স শেষে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ স্কীমের তৃতীয় স্তরে ইন-সার্ভিস ট্রেনিং এসাইনমেন্ট/স্টাডি সম্পন্ন করে ছয় মাসের মধ্যে যথাযথ মাধ্যমে অঞ্চলে জমাদান করে প্রশিক্ষণ স্কীমের তৃতীয় স্তর সমাপ্ত করবেন।

চতুর্থ স্তর ঃ

তৃতীয় স্তর সমাপ্তির পর চতুর্থ স্তর হিসেবে শাখা ভিত্তিক ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্সে (পূর্ণ ছয় দিন) অংশগ্রহণ করবেন। অ্যাডভান্সড কোর্স চলাকালে কোন ট্রেনিং স্টাডি লিখতে হবে না। তবে অ্যাডভান্সড কোর্সের শেষে কোর্স লিডার অংশগ্রহণকারীদেরকে নির্ধারিত ট্রেনিং এসাইনমেন্ট/স্টাডি প্রদান করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।

পঞ্চম স্তর ঃ

অ্যাডভান্সড কোর্স শেষে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ স্কীমের পঞ্চম স্তরে ১২ মাস ইনসার্ভিস ট্রেনিং চলাকালে ট্রেনিং এসাইনমেন্ট/স্টাডি সম্পন্ন করে ১২ মাসের মধ্যে যথাযথ মাধ্যমে অঞ্চলে জমাদান করে ট্রেনিং এসাইনমেন্ট/স্টাডি সমাপ্ত করবেন। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট স্কাউটার প্রশিক্ষণ স্কীমের পঞ্চম স্তরে সুবিধামত সময়ে (১২ মাসের মধ্যে) ৪ দিনব্যাপী শাখা ভিত্তিক স্কিল কোর্স সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করবেন অর্থাৎ পঞ্চম স্তরে ট্রেনিং এসাইনমেন্ট/স্টাডি ও স্কিল কোর্স ১২ মাসের মধ্যে সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট স্কাউটার উডব্যাজ অর্জনের যোগ্যতা অর্জন করবেন। এরূপভাবে উডব্যাজ অর্জনের যোগ্যতা অর্জনকারীদের ইনসার্ভিস রিপোর্ট যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জাতীয় সদর দফতরের প্রশিক্ষণ বিভাগে প্রাপ্তির পর উডব্যাজ পার্চমেন্ট মঞ্জুর করা হবে। উল্লেখ্য, সফলভাবে ইউনিট পরিচালনার জন্য একজন ইউনিট লিডারের উডব্যাজ অর্জন করতে হয়।

পাঁচ স্তর বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ স্কীম নিম্নবর্ণিত ছকে দেখানো হ'ল

	স্তর	কোর্স	সময়কাল	
ফরমাল ট্রেনিং	১ম স্তর	*ওরিয়েন্টেশন কোর্স* (এক মাস দল গঠন/পরিচালনা/সম্পৃক্ত থাকা)	৬/৭ ঘন্টা	পারসোনাল সাপোর্ট ট্রেনিং
	২য় স্তর	*শাখা ভিত্তিক ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স*	৫ দিন ৫ রাত	
	৩য় স্তর	*ইনসার্ভিস ট্রেনিং* (সুনির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট/ট্রেনিং স্টাডি সম্পন্নের পর প্রতিবেদন দাখিল সাপেক্ষে অ্যাডভান্সড কোর্সে অংশগ্রহণের সুযোগদান)	৬ মাস	
	৪র্থ স্তর	*শাখা ভিত্তিক ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্স*	৬ দিন ৫ রাত	
	৫ম স্তর	*ইনসার্ভিস ট্রেনিং*(সুনির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট/স্টাডি সম্পন্নের পর প্রতিবেদন ও শাখা ভিত্তিক স্কিল কোর্সে অংশগ্রহণের সনদ দাখিল সাপেক্ষে)	১ বছর	

উডব্যাজ অর্জন

গ্রুপ সংগঠন

গ্রুপ ঃ

একটি কাব ইউনিট, একটি স্কাউট ইউনিট ও একটি রোভার স্কাউট ইউনিট সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ স্কাউট গ্রুপ গঠিত হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে কোন শাখায় এক বা একাধিক ইউনিট নিয়েও স্কাউট গ্রুপ গঠিত হতে পারবে। আমাদের দেশে কোন শাখার এক বা একাধিক ইউনিট নিয়ে গঠিত গ্রুপের সংখ্যাই বেশী।

গ্রুপের প্রকৃতি ঃ

(ক) স্কাউট গ্রুপ দু'ধরণের হতে পারে-১) নিয়ন্ত্রিত স্কাউট গ্রুপ, ২) মুক্ত স্কাউট গ্রুপ।

১) **নিয়ন্ত্রিত স্কাউট গ্রুপঃ** অনুমোদিত মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান বিধিবদ্ধ সংস্থা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় সংস্থা, অরাজনৈতিক যুব সংস্থা ইত্যাদির আওতায় নিয়ন্ত্রিত স্কাউট গ্রুপ গঠন করা যাবে। নিয়ন্ত্রিত গ্রুপে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী ছাড়া অন্য কেউ গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থা প্রধান হবেন এরূপ গ্রুপের গ্রুপ সভাপতি/নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।

২) **মুক্ত স্কাউট গ্রুপ ঃ** নিয়ন্ত্রিত গ্রুপের এলাকা বহির্ভূত যে কোন মহল্লা বা পাড়ায় বসবাসকারী স্কাউট বয়সী ছেলেমেয়েদের নিয়ে মুক্ত স্কাউট গ্রুপ গঠন করা যাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লিখিত অনুমতিক্রমে তাদের সদস্যগণও মুক্ত স্কাউট গ্রুপে ভর্তি হতে পারবে। যে কোন স্কাউট ইউনিটে বালকদের ন্যায় বালিকারাও সমমর্যাদায় সদস্য হতে পারবে। বালিকারা কাব, স্কাউট ও রোভার স্কাউট যে কোন শাখার সদস্য হোক না কেন, তাদেরকে গার্ল-ইন-স্কাউটিং বলে অভিহিত করতে হবে।

গ্রুপে ভর্তির পদ্ধতি ঃ

স্কাউট গ্রুপ/ইউনিটে সদস্য ভর্তি করা গ্রুপ স্কাউট লিডারের দায়িত্ব। তিনি উপদল পরিষদ, উপদল নেতা পরিষদ, রোভার ইউনিট কাউন্সিল ও গ্রুপ স্কাউটার্স কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে সদস্য ভর্তির ব্যবস্থা করবেন।

গ্রুপ কাউন্সিল ঃ

ইউনিটের সদস্যদের মাতা-পিতা, পুরাতন স্কাউট, স্কাউট আন্দোলনের সমর্থক, দরদী বন্ধু ও নিয়ন্ত্রণকারীদের সমন্বয়ে গ্রুপ কাউন্সিল গঠিত হবে। নিয়ন্ত্রিত রোভার স্কাউটদের ক্ষেত্রে গ্রুপ কাউন্সিলের গঠন নিম্নরূপঃ

(১) গ্রুপ কমিটির সদস্যবৃন্দ, ২) উপাধ্যক্ষ, ৩) নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধানগণ, ৪) স্টাফ কাউন্সিলের সম্পাদক, ৫) ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা/ছাত্র সংসদের উপদেষ্টা অধ্যাপক (যদি থাকেন), ৬) গ্রুপ কমিটি বহির্ভূত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রোভার স্কাউট নেতৃবৃন্দ (যদি থাকেন), ৭) ওয়েলফেয়ার অফিসার (কল-কারখানার ক্ষেত্রে), ৮) ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার, ৯) একাউন্টস অফিসার/একাউন্ট্যান্ট, ১০) হল প্রভোষ্ট/হলের সুপারবৃন্দ।

গ্রুপ কাউন্সিলের দায়িত্ব ঃ

১) গ্রুপের বিভিন্ন শাখা ইউনিট গঠন ও চালু রাখা, গ্রুপের সম্পত্তি ও তহবিল সংরক্ষণ, স্কাউট আদর্শ প্রচার এবং ইউনিট লিডারকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ উপকরণ, তাঁবুবাস উপকরণ, স্কাউট ডেন সংগ্রহে সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান।

২) প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে পরিষদ হস্তক্ষেপ করবে না। তবে সুষ্ঠু প্রশিক্ষণদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন স্কাউটার নির্বাচন, মনোনয়ন ও নিয়োগের সুপারিশ করবে।

৩) সাধারণভাবে প্রতি বছর বার্ষিক সাধারণ সভায় মিলিত হয়ে বার্ষিক কার্যবিবরণী ও অডিট রিপোর্ট গ্রহণ, পরবর্তী বার্ষিক কর্মসূচী অনুমোদন, গ্রুপ কমিটি নির্বাচন ইত্যাদি কার্যাবলী সম্পাদন করবে।

গ্রুপ কমিটি ঃ

১) গ্রুপ কাউন্সিলের কার্যাবলী সুষ্ঠু বাস্তবায়নে কাউন্সিল সদস্যদের মধ্য থেকে সভাপতি/নিয়ন্ত্রণকারী, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, গ্রুপ স্কাউট লিডার, শাখা স্কাউট লিডারগণ ও নির্বাচিত সংখ্যক সদস্য প্রতিনিধি নিয়ে গ্রুপ কমিটি গঠিত হবে। নিয়ন্ত্রিত গ্রুপের ক্ষেত্রে কমিটির সংখ্যা হবে ৭-৯ জন। মুক্ত গ্রুপের জন্য সর্বাধিক ১৫ জন।

২) নিয়ন্ত্রিত দলের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং মুক্ত দলের ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্মানিত কোন ব্যক্তি দলের (গ্রুপ) সভাপতি হবেন।

৩) সাধারণভাবে এ কমিটি নিয়মিত মাসিক অধিবেশনে মিলিত হয়ে স্কাউট গ্রুপের যাবতীয় কার্যাবলীর রিপোর্ট গ্রহণ করবে এবং পরবর্তী কার্যক্রমের মাসিক/ত্রৈ-মাসিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রয়োজন হলে কমিটি যে কোন সময় অধিবেশনে মিলিত হয়ে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

গ্রুপ স্কাউটার্স কাউন্সিল ঃ

১) দুই বা ততোধিক শাখা বিশিষ্ট স্কাউট গ্রুপের সকল স্কাউটার ও সহকারী স্কাউটারদের নিয়ে গ্রুপ স্কাউটার্স কাউন্সিল গঠিত হবে।

২) গ্রুপ স্কাউট লিডার গ্রুপ স্কাউটার্স কাউন্সিলের সভাপতি এবং পরবর্তী সিনিয়র স্কাউটার সম্পাদক হবেন।

৩) সাধারণভাবে এ পরিষদ মাসিক নিয়মিত অধিবেশনে মিলিত হয়ে গ্রুপের প্রশিক্ষণ কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে পরিষদ যে কোন সময়ে অধিবেশনে মিলিত হতে পারবে।

গ্রুপ রেজিস্ট্রেশন ঃ

ক) নতুন স্কাউট ইউনিট বা তার শাখা ইউনিট গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রুপ স্কাউট লিডার/ভারপ্রাপ্ত শাখা স্কাউট লিডার/নিয়ন্ত্রণকারীকে রেজিস্ট্রেশনের চার কপি আবেদনপত্র পূরণ করে রেজিস্ট্রেশন ফি সহ উপজেলা স্কাউটসে পাঠাতে হবে। রোভার দলের ক্ষেত্রে ৩ কপি সরাসরি জেলা রোভার স্কাউটসে পাঠাবে।

খ) যোগ্যতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্কাউটার দ্বারা সুষ্ঠুভাবে ইউনিট পরিচালনা সম্পর্কে সন্তুষ্টিলাভের পর উপজেলা স্কাউটসকে নতুন গ্রুপের আবেদন জেলা স্কাউটসের মাধ্যমে আঞ্চলিক স্কাউটসে পাঠাতে হবে। রোভার দলের ক্ষেত্রে জেলা রোভার স্কাউটস আবেদনপত্র রোভার আঞ্চলিক স্কাউটসে পাঠাবে।

গ) তালিকাভুক্তির জন্য জেলা রোভার স্কাউটসের সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হলে আঞ্চলিক স্কাউটস রেজিস্ট্রেশন চার্টার মঞ্জুর করবে এবং এক কপি করে আবেদনপত্রসহ জেলা ও গ্রুপকে অবহিত করবে। এক কপি আবেদনপত্র আঞ্চলিক অফিসে রক্ষিত থাকবে।

ঘ) এভাবে তালিকাভুক্ত স্কাউট গ্রুপ/ইউনিটগুলো বাংলাদেশ স্কাউটসের অনুমোদিত ইউনিট বলে স্বীকৃত হবে। অনুমোদন বিহীন স্কাউট গ্রুপের কোন সদস্য স্কাউট পোশাক ও ব্যাজ পরিধান করতে পারবে না এবং কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না।

ঙ) রেজিস্ট্রেশনের জন্য জেলা রোভার স্কাউটসের সুপারিশ গ্রহণযোগ্য না হলে তার কারণ সংশ্লিষ্টদের জানাতে হবে।

সদস্য ফি ঃ

গ্রুপের সদস্য (কাব/স্কাউট/রোভার) প্রত্যেকের প্রতি বছরের সদস্য ফি ৫ টাকা। ইউনিট লিডারসহ গ্রুপ কমিটির সদস্যগণের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য বার্ষিক সদস্য ফি ১০ টাকা ও জেলা পর্যায়ের কমিশনারগণের জন্য বার্ষিক ১০০ টাকা। আঞ্চলিক পর্যায় সদস্য ফি ২৫ টাকা ও আঞ্চলিক পর্যায়ের কমিশনারগণের জন্য সদস্য ফি ১৫০ টাকা।

রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ/নবায়ন ঃ

গ্রুপ রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ চার্টার ইস্যুর তারিখ থেকে পরবর্তী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বিধি মোতাবেক প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বার্ষিক স্কাউট পরিসংখ্যান, রেজিস্ট্রেশন ফি প্রদান এবং বার্ষিক কার্যাবলীর রিপোর্ট দাখিল করে নবায়ন করে নিতে হবে। মঞ্জুরী নবায়ন করা না হলে এই রেজিস্ট্রেশন বাতিল বলে গণ্য হবে। গ্রুপ রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন ও পরিসংখ্যানের বিষয়ে সরাসরি সংশ্লিষ্ট জেলা রোভার স্কাউটের সাথে যোগাযোগ করবে।

গ্রুপ তহবিল ঃ

ক) স্কাউট গ্রুপ/ইউনিটের তহবিলের সমুদয় অর্থ যে কোন সিডিউল ব্যাংকে জমা রাখতে হবে এবং কাউন্সিল/কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত দু'জন সদস্যের যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব পরিচালিত হবে (গঠন ও নিয়ম দ্রষ্টব্য)।

খ) স্কাউট গ্রুপের নিরীক্ষিত হিসাবের রিপোর্ট প্রতি বছর নিয়মিতভাবে নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে হবে।

গ্রুপ পরিসংখ্যান ঃ

প্রতি বৎসর ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে গ্রুপ/ইউনিট জেলা রোভার স্কাউটসে গ্রুপ রেজিস্ট্রেশন নবায়ন ফরমের সাথে গ্রুপের স্কাউটদের তালিকাসহ ক্রমোন্নতিশীল অবস্থার বিবরণ প্রেরণ করবে।

রিপোর্টিং ঃ

গ্রুপ/ইউনিটের সারা বৎসরের কার্যক্রমের প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষাকৃত হিসাব গ্রুপ কমিটির মাধ্যমে গ্রুপ কাউন্সিলের অনুমোদনপূর্বক পরিসংখ্যান রিপোর্টসহ জেলা রোভার স্কাউটসে বৎসর শেষে প্রেরণ করতে হয়। এছাড়াও বিভিন্ন কার্যক্রমের রিপোর্ট বাংলাদেশ স্কাউটসের মাসিক অগ্রদূত বা রোভার অঞ্চলের ত্রৈ-মাসিক রোভার পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরণ করা যেতে পারে।

স্কাউট ডেন ও গ্রুপ রেকর্ডস

স্কাউট ডেন ঃ

ডেন শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো গুহা। স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা বিপি স্কাউট কার্যক্রমে প্রাকৃতিক তথা বন জঙ্গলের পরিবেশ এবং প্রাণীকূল থেকে তাদের আচরণের সুন্দর দিকগুলো তুলে আনার চেষ্টা করেছেন। কারণ স্কাউট বয়সীদের কাছে এগুলো অত্যন্ত প্রিয়। প্রাণীকূলের মধ্যে নেকড়ে, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি বেশ শক্তিধর, ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন, শিকারে অত্যন্ত পারদর্শী। আর শিকার ধরার জন্য তারা পরিকল্পনা রচনা করে এবং সে মোতাবেক তারা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আবার অবসরে তারা পাহাড়/পর্বতের গুহায় অবসর সময় কাটায়। এছাড়াও গভীর অরণ্যে বসবাসকালী মানুষ নিরাপত্তার জন্য গুহায় বসবাস করতেন। এই ধারণা থেকে স্কাউটিংয়ে বিপি স্কাউটদের কাজকর্ম করার কক্ষকে ডেন হিসেবে নামকরণ করেছেন। এতে করে স্কাউটদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসু মনোভাব জাগ্রত হবে।

মূলতঃ স্কাউটিং হলো স্কাউট বয়সীদের জন্য অবসর সময়ের কাজ। স্কাউটরা অবসর সময়ে একত্রিত হয়ে তাদের কার্যক্রমের পরিকল্পনা করে এবং তা বাস্তবায়ন করে। তাদের স্কাউট কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি ইউনিটের একটি কক্ষ থাকে সেখানে তারা অবসর সময়ে বসে দলের স্কাউটিং কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। এছাড়াও ঐ ঘরে বসে তারা তাদের প্রশিক্ষণে ব্যবহারযোগ্য উপকরণ ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করে থাকে। তাদের এরূপ ব্যবহারযোগ্য ঘরকে ডেন বলা হয়। রোভার স্কাউটদের ব্যবহৃত কক্ষকে "রোভার ডেন" বলে।

ডেন সজ্জিতকরণ ঃ

প্রতিটি স্কাউট গ্রুপ তাদের ডেনকে নিজেদের সংগৃহীত এবং তৈরী আসবাবপত্র দিয়ে সাজিয়ে তুলবে। একটি কক্ষের চারটি কোণ চারটি প্যাট্রোল/উপদলের অংশ বলে নির্ধারণ করে দেয়া হয়।

প্রতিটি উপদল তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ তাদের নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করে। ডেনের মাঝের অংশের যত্ন সকলে মিলে নেয়। প্যাট্রোল কর্ণার ছাড়া অবশিষ্ট অংশের যে কোন এক জায়গায় গ্রুপ স্কাউট লিডার/রোভার লিডারের বসার ব্যবস্থা থাকে। গ্রুপ লাইব্রেরী, গ্রুপ রেকর্ডস, গ্রুপ সদস্যদের ক্রমোন্নতিশীল চার্ট, বিভিন্ন রেজিস্টার, নথিপত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ ছাড়াও গ্রুপ পতাকা, রশি, কপিকল, পাইওনিয়ারিং এর উপকরণাদি সংরক্ষণ করা হয়। অবশ্য এর সবই নির্ভর করে স্কাউট ডেন হিসেবে প্রাপ্ত কক্ষের আকারের উপর। ফাঁকা জায়গায় প্রয়োজনমত প্যাট্রোল লিডার্স কাউন্সিল/উপদল নেতা পরিষদের সভা, স্কাউটার্স কাউন্সিলের সভার আয়োজন করা হয়।

প্যাট্রোল কর্ণার ঃ

প্রতিটি উপদল তাদের কর্ণারে বসবার ব্যবস্থা, নিজেদের রশি, লাঠি, তৈজসপত্র, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে সংগৃহীত জিনিসপত্র, খেলার উপকরণ, উপদল পতাকা, উপদলের সদস্যদের ক্রমোন্নতি চার্ট, নটিং বোর্ড, হাজিরা খাতা, হ্যাভারসেক, কিটব্যাগ ইত্যাদি সংরক্ষণ করে থাকে। উপদল পরিষদের সভাও প্যাট্রোল কর্ণারেই অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রুপ রেকর্ডস

গ্রুপের রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গ্রুপের যে সকল বিষয়ের উপর কার্যক্রম চলে তার বর্ণনাসহ বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যথাযথভাবে রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ না করলে দলের কার্যক্রম দীর্ঘ মেয়াদী ধরে রাখা সম্ভব হয় না। দল খোলার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করলে পরবর্তীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ইউনিট লিডার দলের কার্যক্রম পরিচালনায় বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে হতাশাগ্রস্ত মনে ইউনিটের দায়িত্ব পালনে অনিচ্ছা প্রকাশ করে থাকেন। একটি গ্রুপে নিম্নোক্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করা দরকার।

১। **রেজিস্ট্রেশন/নবায়ন ও পরিসংখ্যান রেজিস্টারঃ** রোভার লিডার প্রতি বছরে নির্ধারিত ফরমে দলের রেজিস্ট্রেশন/নবায়ন করবেন এবং তার সঙ্গে ইউনিটের পরিসংখ্যানসহ তথ্য পাঠাবেন। রেজিস্ট্রেশন/নবায়নের ও পরিসংখ্যানের জন্য ফাইল থাকতে হবে। পরিসংখ্যানের জন্য পৃথক রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন।

২। **গ্রুপ অধিবেশন কার্যবিবরণী রেজিস্টার ঃ** গ্রুপ কাউন্সিল মিটিং ও গ্রুপ কমিটির মিটিং সম্পর্কিত কার্যবিবরণী এই রেজিস্টার গ্রুপ কমিটির সম্পাদক সংরক্ষণ করবেন।

৩। **গ্রুপ স্কাউটার্স কাউন্সিল অধিবেশনর কার্যবিবরণী রেজিস্টার ঃ** গ্রুপ স্কাউটার্স কাউন্সিল মিটিংয়ের জন্য রেজিস্টার গ্রুপ সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে থাকবে।

৪। **ক্যাশ বই ঃ** কোষাধ্যক্ষ ক্যাশ বই, ভাউচার এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করবেন। কোষাধ্যক্ষ ও সম্পাদক দুজনের যুক্ত স্বাক্ষরে ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালিত হবে। অথবা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুসারে হিসাব পরিচালিত হবে।

৫। **স্টক রেজিস্টার ঃ** গ্রুপের যাবতীয় মালামাল ও সম্পদের তালিকা ও রেকর্ডপত্র রোভার স্কাউট লিডার সংরক্ষণ করবেন।

৬। **ইউনিট রেজিস্টার ঃ** প্রত্যেক রোভারের জীবন-বৃত্তান্তসহ ভর্তির তারিখ, হাজিরা, চাঁদা আদায়, উপদল বন্টন বিষয়ক বিস্তারিত রেকর্ড থাকবে। ইউনিট লিডার ইহা সংরক্ষণ করবেন।

৭। **ক্রমোন্নতিশীল রেজিস্টার ঃ** রোভারদের ভর্তির পর থেকে সর্বোচ্চ ব্যাজার্জন পর্যন্ত সকল রেকর্ডপত্র এই বইতে ইউনিট লিডারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়। নিম্নে ক্রমোন্নতিশীল রেজিস্টারের ছক দেয়া হ'লঃ

ক্রমিক নম্বর	নাম	ভর্তির তারিখ	জন্ম তারিখ	দীক্ষা গ্রহণের তারিখ	সদস্য স্তর ব্যাজ অর্জনের তারিখ	প্রশিক্ষণ স্তর ব্যাজ	সেবা স্তর ব্যাজ	পিআরএস অ্যাওয়ার্ড	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

ক্রমোন্নতিশীল রেজিস্টারে কখন, কোন কোন পারদর্শিতা ব্যাজ পেয়েছে তাও উল্লেখ থাকতে হবে।

৮। **লগ বই ঃ** লগবই হল ইউনিট, গ্রুপ বা উপদলের সংক্ষিপ্ত ডাইরী। এই বইটি সংশ্লিষ্ট সম্পাদক সংরক্ষণ করবেন। সংক্ষিপ্ত বিবরণের সাথে আলোকচিত্র রাখা ভালো। নিম্নে লগ বইয়ের একটি ছক দেয়া হলো ঃ

ক্রমিক	তারিখ	বিষয়/শিরোনাম	বিস্তারিত বিবরণ	স্থান	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬

৯। **উপদল রেজিস্টার ঃ** উপদল ভিত্তিক ইউনিট রেজিস্টারের ন্যায় উপদল রেজিস্টার থাকবে। উপদল নেতা এটা সংরক্ষণ করবে।

১০। **রোভার লিডারের ডাইরী ঃ** রোভার লিডার তার দলের রোভারদের পৃথক পৃথক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, দুর্বলতা, উন্নতি, সমস্যাবলী ইত্যাদি এই বইয়ে লিখে রাখবেন।

১১। **উপদল পরিষদ কার্যবিবরণী রেজিস্টার ঃ** উপদল পরিষদের সকল মিটিংয়ের কার্যবিবরণী এই রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হয়। সম্পাদক এই রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন।

১১। **উপদল নেতা পরিষদ কার্যবিবরণী রেজিস্টার ঃ** উপদল নেতা পরিষদের সকল মিটিংয়ের কার্যবিবরণী এই রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হয়। সম্পাদক এই রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন।

উপরোক্ত প্রতিটি রেজিস্টার সম্পর্কিত ফাইল অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে। কাজের সুবিধা এবং শৃংখলার জন্য আরও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করা দরকার। যেমন-পেপার কাটিং ফাইল, এলবাম, বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর ফাইল, প্রতি বিষয়ের উপর পৃথক পৃথক ফাইল ও রেজিস্টার সংরক্ষণ করা বাঞ্ছনীয়।

ক্যাম্পিং ও হাইকিং

ক্যাম্পিং ঃ

রোভার স্কাউটরা যখন একত্রিত হয়ে মুক্তাঙ্গণে তাঁবু খাটিয়ে বা বিকল্প তাঁবুর ব্যবস্থা করে তাদের প্রোগ্রাম কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে তাকে ক্যাম্পিং বলা হয়। সপ্তাহ শেষে ছুটির দিনে বা অন্য কোন অবসরকালে (যখন পড়াশুনার চাপ কম থাকে) রোভার স্কাউটরা ক্যাম্পিংয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এমন উদ্যোগ উপদল বা ক্রু ভিত্তিক অথবা এডহক প্যাট্রোলেরও হতে পারে। এছাড়া জেলা রোভার, অঞ্চল, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়েও ক্যাম্প হয়। তবে বড় ধরনের এসকল ক্যাম্পকে সমাবেশ/ র‍্যালী/ জাম্বুরী/ মুট/ কমডেকা ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। ক্যাম্পিং রোভার স্কাউটদের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক, অপরদিকে স্কাউটারের জন্য রোভার স্কাউটদের দুর্বলদিকসমূহ চিহ্নিত করা, যোগ্যতা নিরূপণ ও সামর্থ যাচাই করা, নেতৃত্বের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং রোভার স্কাউটদের কর্মঠ করে তোলার অপূর্ব সুযোগ।

ক্যাম্পিং এর উদ্দেশ্য ঃ

- আনন্দদায়ক অবকাশ যাপন
- রোভার স্কাউটদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন
- রোভার স্কাউটদের চারিত্রিক উন্নয়ন সাধন
- অভিভাবকদের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন
- রোভার স্কাউটদের সামর্থ ও দুর্বলতা জানা
- চাহিদা ও প্রয়োজন জানার সুযোগ
- রোভার স্কাউটদের সাথে ইউনিট লিডারের সম্পর্ক উন্নয়ন
- রোভার স্কাউটিংয়ের লক্ষ্য ও আদর্শের প্রচার
- নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন
- স্রষ্টার সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ
- স্কাউটিংকে গণমুখী করার মাধ্যম
- উপদল চেতনা বৃদ্ধি
- ব্যবহারিক বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি
- রোভার স্কাউটদের লাজুকতা দূর করা
- প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন ।

ক্যাম্পিং ও হাইকিং পরিকল্পনা ঃ

ক্যাম্পিং ও হাইকিংয়ের মান সম্পূর্ণভাবে পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে। উপদল পরিষদের মিটিংয়ের সিদ্ধান্তঅনুসারে ক্যাম্পিং ও হাইকিংয়ের পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কর্মসূচী প্রণয়ন বাঞ্ছনীয়।

কর্মসূচী প্রণয়ন ঃ

উপদল নেতা পরিষদের/রোভার ইউনিট কাউন্সিলের সিদ্ধান্তানুসারে গ্রুপ স্কাউটার্স কাউন্সিলের (যদি থাকে) সুপারিশক্রমে এবং গ্রুপ কমিটির অনুমোদনক্রমে ক্যাম্পিং ও হাইকিংয়ের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হয়। গ্রুপ ক্যাম্পের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা রোভার কমিশনারের অনুমতি অবশ্যই থাকতে হবে। বিভিন্ন সদস্যের দায়িত্ব বন্টন করে কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য নিম্নোক্ত ধাপগুলো বাস্তবায়ন বা বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

১। **প্রস্তুতি ঃ** চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেয়ার পূর্বে সকল কর্মসূচীকে একবার পর্যালোচনা বা যাচাই বাছাই করে কর্মসূচী চূড়ান্ত করা প্রয়োজন।

২। **স্থান নির্বাচন ঃ** স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইউনিট লিডারকে দূরত্ব, সুগম পথ, গোসল ও খাওয়া, পানির সুব্যবস্থা, জায়গার ব্যবস্থা (রৌদ্রময়, ছায়াযুক্ত, শুষ্ক, বিষাক্ত-কীটপতঙ্গ মুক্ত), বাজারের নিকট, ডাক্তারখানা, কর্মসূচী বাস্তবায়ন উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ, দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বিকল্প আশ্রয় স্থল ইত্যাদি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

৩। **তারিখ নির্ধারন ঃ** কখন এবং কোন দিনে শুরু, কতদিনের ও কখন সমাপ্তি হবে পূর্বাহ্নে নির্ধারণ করতে হবে।

৪। **অনুমতি ঃ** নির্বাচিত স্থানের মালিকের অনুমতি এবং রোভারদের অভিভাবকদের সম্মতি নিতে হবে।

৫। **প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ঃ** ইউনিট লিডারকে পূর্বাহ্নে প্রশিক্ষণ সিডিউল তৈরি করে প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম যোগাড় রাখতে হবে।

৬। **রোভারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি ঃ** অভিভাবকদের সম্মতিপত্র জমা দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির তালিকা প্রদান ও সংগ্রহ, চাঁদা আদায়ের লক্ষ্যে চাঁদার হার, তারিখ, সময়সহ কর্মসূচী অভিভাবকদের জানানোর জন্য রোভারদের নিকট বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে।

৭। **বাজেট তৈরি ঃ** কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য একটি বাজেট তৈরি করতে হবে। বাজেটে অবশ্যই মিতব্যয়ীতার নীতি অবলম্বন করতে হবে।

৮। **প্রশিক্ষক ও সহকারী নিয়োগ ঃ** প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষক, কোয়ার্টার মাস্টার, প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী নিয়োগ করতে হবে।

৯। **স্যানিটেশন ব্যবস্থা ঃ** পূর্বাহ্নে স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

১০। **স্বাস্থ্য ঃ** রোভারদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নিতে হবে। অসুস্থ রোভারকে ক্যাম্পে নেয়া যাবে না।

১১। **জ্বালানী ও খাদ্য ঃ** শুকনো জ্বালানী কাঠ এবং সুষম খাদ্য বাজেট অনুযায়ী কিনতে হবে।

১২। **যোগ্যতা ঃ** পথ সংকেত, কম্পাস রীডিং, মানচিত্র অঙ্কন ও পঠন, তাঁবু খাটানোর কৌশল, রান্না করা, সাঁতার, পাইওনিয়ারিং, প্রাথমিক প্রতিবিধান, উদ্ধার কাজ, রাস্তা চলার নিয়ম ও অন্যান্য স্কাউট দক্ষতা ইত্যাদি।

ক্যাম্পিং এর বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

১। সিদ্ধান্ত গ্রহণ
২। স্থান নির্বাচন
৩। অনুমতি গ্রহণ
৪। বিজ্ঞপ্তি প্রচার
৫। প্রোগ্রাম প্রণয়ন
৬। বাজেট প্রণয়ন
৭। অর্থ সংগ্রহ
৮। দায়িত্ব বন্টন
৯। যাতায়াত ব্যবস্থা
১০। তাঁবু সংগ্রহ
১১। উপকরণ সংগ্রহ
১২। ক্যাম্প স্থাপন
১৩। পয়ঃ স্থাপন
১৪। পানীয় ব্যবস্থা
১৫। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
১৬। ডিসপ্লে
১৭। তাঁবু জলসা
১৮। অনুষ্ঠানসূচী
১৯। দাওয়াতপত্র
২০। মাইক ও আলোর ব্যবস্থা
২১। রান্নার ব্যবস্থা
২২। গ্যাজেট
২৩। ডাস্টবিন ও গ্রিজ পিট
২৪। প্রোগ্রাম পরিচালনা
২৫। সমাপ্তি অনুষ্ঠান
২৬। প্রস্তুতি পর্ব মূল্যায়ন

ক্যাম্প এলাকা ত্যাগ ঃ

ব্যাডেন পাওয়েলের বাণী "এই পৃথিবীকে তুমি যেমনটি পেয়েছ তার চেয়ে অধিকতর সুন্দর রূপে রেখে যাওয়ার চেষ্টা করো।" এরই আলোকে ক্যাম্পিং এর ব্যবহৃত স্থানটিকে অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রেখে যেতে হবে। পুনরায় চাইলে জমির মালিক এবং এলাকাবাসী তা সাদরে গ্রহণ করবেন। সব সময় মনে রাখতে হবে ক্যাম্প বা শিবির এলাকা ত্যাগ করার সময় রোভাররা দু'টি জিনিস ছাড়া অন্য কিছুই রেখে আসে না। তা হ'লঃ

ক) জমির মালিককে ধন্যবাদ এবং

খ) কি ..... ছু ..... ই ..... না

যে মালিক ক্যাম্প করার জন্য জমি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন ক্যাম্প ত্যাগ করার আগে তার সাথে দেখা করে তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।

হাইকিং (Hiking)ঃ

হাইকিং শব্দের অর্থ "উদ্দেশ্যমূলক ভ্রমণ"। এর উদ্দেশ্য হল প্রধানতঃ প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক বিষয়সমূহের প্রশিক্ষণ শেষে ভ্রমণের মধ্য দিয়ে তা হাতে কলমে অনুশীলন ও মান যাচাই করা। যে কোন পথ নির্দেশিকা (ফিল্ডবুক/মানচিত্র বা ট্রাকিং সাইন) অনুসরণ করে নির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রোভাররা পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করে এবং ভ্রমণকালে পথিমধ্যে আশে পাশের পরিবেশ ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে। স্কাউটিংয়ে সাধারণতঃ দু'জন অথবা একটি উপদল হাইকে অংশগ্রহণ করে থাকে। দিনব্যাপী অর্থাৎ সকালে যাত্রা করে বিকালে ফিরে আসতে পারে বা ওভার নাইট হাইক অর্থাৎ রাত্রিযাপন করে পরদিন ফেরৎ আসতে পারে। ইউনিট লিডার বা ইন্সট্রাক্টর পথের মাঝে মাঝে প্রতিবন্ধকতা বা স্টেশন করে স্কাউট স্কীলের প্রশিক্ষণ বা অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে পারেন। হাইকিংয়ের মাধ্যমে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, মানচিত্র অঙ্কন ও পঠন, অনুসরক চিহ্ন, কম্পাস স্থাপন ও পঠন, ফিল্ডবুক তৈরি, কোড এন্ড সাইফার, আর্থ-সামাজিক জরিপ, রান্না ও অন্যান্য প্রায়োগিক বিষয়সমূহ অনুশীলন, রিপোর্ট লেখা ও উপস্থাপন কৌশল শিখানো হয়। নির্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ থেকে লক্ষ্য স্থলে পৌছানো ও তাঁবু খাটানো, রান্না, খাওয়া, তাঁবু জলসা, নিদ্রা যাওয়া, হাইকিং শেষে ফিরে আসা, রিপোর্ট তৈরি ও রিপোর্ট পেশ হাইকিং এর অন্তর্ভুক্ত।

হাইকিংয়ের উদ্দেশ্য ঃ

১। গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্ধারণ
২। বহির্জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি
৩। স্কাউটিংয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি
৪। সৃষ্টির রহস্য জানার উৎসাহ বৃদ্ধি

হাইকিংয়ের দূরত্ব ঃ ➤ ৭ কি.মি থেকে ১০ কি.মি
হাইক দল ঃ ➤ উপদল ভিত্তিক

ইউনিট লিডারের পূর্ব প্রস্তুতি ঃ

১। সিদ্ধান্ত গ্রহণ
২। সময় নির্ধারণ
৩। দায়িত্ব বন্টন
৪। উপকরণ প্রস্তুত/সংগ্রহ করা
৫। যাত্রা প্রস্তুতি
৬। বনকলা ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ
৭। বাধা অতিক্রমের সাহস বৃদ্ধি
৮। মানসিক জড়তা দূরীকরণ
৯। স্কাউটিং-এর ব্যবহারিক বিষয়ের প্রয়োগ
১০। সাধারণতঃ রাত্রিযাপন করতে হয়
১১। দল ভিত্তিক
১২। অনুমতি গ্রহণ
১৩। হাইক রুট তৈরি
১৪। কোড ও সাইফার তৈরি
১৫। নির্দেশনা প্রস্তুত করা
১৬। প্রস্তুতি মূল্যায়ন

হাইকারের পূর্ব প্রস্তুতি ঃ

- শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ
- রাত্রি যাপনের জন্য হালকা বিছানাপত্র
- উপদলের সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন
- হাইকিংয়ের জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান
- পরিপাটী স্কাউট পোশাক পরিধানের নিশ্চয়তা
- উপকরণসমূহ ও রেশন সংগ্রহ
- হাইকিংয়ের নির্দেশনা সংগ্রহ
- যাত্রা পূর্ব মূল্যায়ন

হাইকিংয়ে যাওয়ার মাধ্যম ঃ

- অনুসরক চিহ্ন
- মানচিত্র
- কবিতা নির্দেশনা
- ফিল্ডবুক
- কম্পাস
- মৌখিক নির্দেশনা

হাইকারের জ্ঞাতব্য বা জানার বিষয় ঃ

- অনুমতি গ্রহণ
- স্থান গ্রহণ
- নির্দেশনা বাস্তবায়ন
- রান্নার ব্যবস্থাকরণ
- তাঁবু জলসার আয়োজন
- স্থানটির গুরুত্ব অনুধাবন
- স্থানটির ইতিহাস
- ভৌগলিক অবস্থান
- আবহাওয়া
- কৃষি পণ্য
- শিল্প দ্রব্য
- শিক্ষা ও সংস্কৃতি
- প্রতিষ্ঠানটির তথ্য
- আর্থ-সামাজিক জরীপ
- তাঁবুবাসের নিয়ম অনুসরণ
- সতর্কতা

হাইক শেষে ঃ

- রিপোর্ট তৈরি করা
- কোন চিহ্ন থাকবেনা। জায়গা পূর্বের চেয়ে ভাল করে রাখা
- ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
- নির্ধারিত সময়ে ফিরে আসা

রিপোর্ট প্রণয়ন ঃ

সময় ও দূরত্বের ক্রমানুসারে বা পর্যায়ক্রমে পথে দেখা উল্লেখযোগ্য বিষয় বা ঘটনার বর্ণনা রিপোর্টে থাকবে। রিপোর্ট পড়ে হাইকিং সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে।

দায়িত্ব বন্টন

কোর্সের নাম ঃ .....

তারিখ ঃ .....

স্থান ঃ .....

বরাবর ঃ .....

উপদল ঃ .....

তারিখ	সময়	আবহাওয়া	দূরত্ব	বর্ণনা	মন্তব্য	স্কেচ

সম্পাদক **সভাপতি**

রোভার অনুষ্ঠানাদি

রোভার সহচর ঃ সতের বছর বা তার বেশী বয়সী একজন তরুণ/তরুণী রোভার স্কাউট ইউনিটে ভর্তি হতে পারে। রোভার স্কাউট দলে ভর্তির পর থেকে সে রোভার সহচর হিসেবে পরিচিত হয়। তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে রোভার প্রোগ্রামের সহচর পর্যায়ের নির্ধারিত কার্যক্রমে সাফল্য অর্জনের পর আত্মশুদ্ধি বা ভিজিল সম্পন্ন করে দীক্ষা গ্রহণান্তে সে রোভার স্কাউট হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে।

স্পনসর ঃ একজন তরুণ/তরুণী রোভার স্কাউট দলে ভর্তি হয়ে দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত রোভার সহচর হিসেবে তিন থেকে ছয় মাস পর্যন্ত দলে অবস্থান করে। ঐ সময় সংশ্লিষ্ট উপদলের এক বা দুইজন দীক্ষাপ্রাপ্ত রোভার বা রোভার মেট তাকে নৈতিক প্রশিক্ষণে সহায়তাদান এবং তার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে থাকে। রোভার সহচরকে নৈতিক প্রশিক্ষণে সহায়তাদান ও পর্যবেক্ষণকারী দীক্ষাপ্রাপ্ত রোভার স্কাউট বা রোভার মেটকে স্পনসর বলে। একজন সহচরের জন্য দুইজন স্পনসর নিয়োগ করতে হয়। বিশেষ কারণে দুইজন স্পনসর নিয়োগ করা সম্ভব না হলে কমপক্ষে একজন স্পনসর অবশ্যই নিয়োগ করতে হবে।

ভিজিল ঃ একজন তরুণ/তরুণী রোভার দলে ভর্তি হয়ে দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত রোভার সহচর হিসেবে দলে অবস্থান করে। দীক্ষা গ্রহণের পর রোভার স্কাউট হিসেবে রোভার প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন ও বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে রোভার সহচর থাকাকালে তাকে মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। রোভার স্কাউট হিসেবে দীক্ষা গ্রহণের পর একজন রোভার সহচর স্কাউট আদর্শের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও আনুগত্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে কিনা এবং তার বিগত জীবনের ভুল ভ্রান্তির জন্য অনুশোচনার উদ্দেশ্যে পুতঃ পবিত্র হয়ে একাকী নিজের বিবেকের কাছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করে। একজন রোভার সহচর নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে যদি জানতে পারে যে, সে অতীতে যে সকল ভুল ভ্রান্তি করেছে তার পুনরাবৃত্তি করবে না এবং স্কাউট আদর্শের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে, তাহলে সে স্বেচ্ছায় দীক্ষা গ্রহণ করতে পারে। রোভার সহচরদের নিজের বিবেকের কাছে একাকী প্রশ্নের মাধ্যমে আত্ম জিজ্ঞাসার এই প্রক্রিয়াকে আত্মশুদ্ধি বা ভিজিল বলে।

দীক্ষা অনুষ্ঠানঃ দীক্ষা অনুষ্ঠান একজন নবাগতের জন্য স্কাউট জীবনের প্রবেশ দ্বার। নবাগতকে ছয় মাস প্রশিক্ষণদানের পর সে স্কাউট আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন তার দৈনন্দিন কর্মজীবনে বাস্তবায়নে অভ্যস্ত হলে আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে বিশ্বব্যাপী স্কাউট ভ্রাতৃত্বের একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে বরণ করে নেয়া হয়। এই অনুষ্ঠানকে দীক্ষা অনুষ্ঠান বলে। আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ স্কাউট ব্যাজ, স্কার্ফ ও ওয়াগল পরতে পারে না এবং নিজকে একজন স্কাউট হিসাবে দাবী করতে পারে না। কেবলমাত্র ইউনিট লিডার দীক্ষা অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন। দীক্ষা অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত, অনাড়ম্বর এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশে পরিচালিত হবে। দীক্ষা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য গ্রুপ কমিটির সদস্যবৃন্দ, রোভারস্কাউটদের পিতা-মাতা, অভিভাবকবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো যায়। দীক্ষা অনুষ্ঠান শেষে স্কাউটিংয়ের বিভিন্ন কলাকৌশল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে অথবা বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে। এক অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র একজনকে দীক্ষা প্রদান করা উচিত। বিশেষ প্রয়োজনে একই অনুষ্ঠানে ২/৩ জনকে দীক্ষা দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে দীক্ষা দেয়া উচিত। দীক্ষা অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। দীক্ষা অনুষ্ঠানের তারিখ ও সময় গ্রুপ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। গ্রুপ কমিটির অনুমোদন লাভের পর এ সম্পর্কে জেলা রোভার স্কাউটসকে অবহিত করা প্রয়োজন। দীক্ষা প্রার্থীর করণীয় বিষয়সমূহ বার বার মহড়া দিয়ে দীক্ষা প্রার্থীকে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। ইউনিটে যদি কোন সহকারী ইউনিট লিডার থাকেন তাহলে তিনি বা তাঁরা কে কোন দায়িত্ব পালন করবেন তা তাঁকে বা তাঁদেরকে আগে থেকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। দীক্ষা অনুষ্ঠানে দীক্ষা প্রার্থীকে যে যে জিনিস দিতে হবে যেমন-সদস্য ব্যাজ, গ্রুপ স্কার্ফ,ওয়াগল,এ্যাপুলেট, আমার স্কাউট রেকর্ড, স্কাউট টুপি ইত্যাদি আগে থেকে সংগ্রহ করে হাতের কাছে মওজুদ রাখতে হবে এবং সেই সাথে স্কাউট পতাকা লাঠির সাথে বেঁধে প্রস্তুত রাখতে হবে।

কিভাবে রোভার শাখার দীক্ষা অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে হয় ঃ

পতাকাকে সামনে রেখে রোভারস্কাউটরা অশ্ব-খুরাকৃতিতে দাঁড়াবে। দীক্ষা প্রার্থী নিজ উপদল সদস্যদের সাথে নিজের জন্য নির্ধারিত জায়গায় দাঁড়াবে। রোভারস্কাউট লিডার পতাকাদন্ডকে সামনে রেখে পতাকাদন্ড নিজের ডান দিকে রেখে পতাকাদন্ড থেকে এক কদম পিছনে দাঁড়াবেন।

গ্রুপ রোভার স্কাউট লিডার পতাকা দন্ডকে নিজের বাম দিকে রেখে রোভার স্কাউট লিডারের সাথে একই সমান্তরাল রেখায় দাঁড়াবেন। সিনিয়র রোভার মেট রোভার স্কাউট লিডারের বাম দিকে লাঠিতে বাঁধা স্কাউট পতাকা সহ রোভার স্কাউট লিডারের সাথে একই সমান্তরাল রেখায় বাম দিকে তিন কদম পার্শ্বে দাঁড়াবেন। সহকারী রোভার স্কাউট লিডারগণ স্কাউট লিডারের তিন কদম পিছনে একই সমান্তরাল রেখায় দাঁড়াবেন। এ সময় সবাই আরামে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমন্ত্রিত

মেহমানবৃন্দ রোভার স্কাউট লিডার ও রোভারদের দিকে মুখ করে রোভার স্কাউট লিডারদের পিছনে তাঁদের জন্য নির্ধারিত জায়গায় বসবেন। পতাকাদন্ডে ইউনিটের পতাকা মূল অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে উড়িয়ে রাখতে হবে।

গ্রুপ রোভার স্কাউট লিডার "সোজা হও" এই আদেশ দিলে সবাই সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এরপর গ্রুপ রোভার স্কাউট লিডার দীক্ষা অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে রোভার স্কাউট লিডারকে দীক্ষা অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য আহ্বান জানাবেন। গ্রুপ রোভার স্কাউট লিডারের আহ্বান পাওয়ার পর দীক্ষা প্রার্থীকে তাঁর সামনে উপস্থিত করার জন্য রোভার স্কাউট লিডার স্পনসর/রোভার মেটকে আদেশ দেবেন। এই আদেশ পাওয়ার পর স্পনসর/রোভার মেট প্রথমে নিজের অবস্থান থেকে এক কদম সামনে এসে বাম দিকে ঘুরে দীক্ষা প্রার্থীর কাছে গিয়ে তাকে এক কদম সামনে আসার নির্দেশ দেবে। দীক্ষা প্রার্থী তার নিজের অবস্থান থেকে এক কদম সামনে আসার পর স্পনসর/রোভার মেট দীক্ষা প্রার্থীকে নিজের বাম দিকে রেখে মার্চ করে দুজনেই রোভার লিডারের সামনে এসে উপস্থিত হবে, এ সময় লক্ষ্য রাখতে হবে দীক্ষা প্রার্থী যেন স্কাউট লিডারের সামনে একই সমান্তরাল রেখায় দাঁড়ায়। স্পনসর এবং দীক্ষা প্রার্থী রোভার লিডারের সামনে উপস্থিত হয়ে স্পনসর রোভার স্কাউট লিডারকে সালাম দিয়ে দীক্ষা প্রার্থীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে জানাবে যে, দীক্ষা প্রার্থী সহচর হিসেবে সব পরীক্ষা কৃতিত্বের সাথে সমাপ্ত করে দীক্ষা গ্রহণ করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়েছে। দীক্ষা প্রার্থীকে রোভার স্কাউট হিসাবে দীক্ষা দেয়ার জন্য সে রোভার স্কাউট লিডারকে অনুরোধ জানাবে। সব শোনার পর রোভার স্কাউট লিডার স্পনসরকে ধন্যবাদ জানাবেন ; রোভার স্কাউট লিডার ধন্যবাদ জানাবার পর স্পনসর/রোভার মেট নিজের অবস্থান থেকে রোভার স্কাউট লিডারকে সালাম জানিয়ে এক কদম পিছনে গিয়ে আরামে দাড়াবে। অতঃপর-

রোভারস্কাউট লিডার দীক্ষা প্রার্থী সহচরকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন করবেন-

১।	রোভার স্কাউট লিডার	-	তুমি কি আত্মশুদ্ধি করেছ?
	দীক্ষা প্রার্থী	-	জ্বি হ্যাঁ।
২।	রোভার স্কাউট লিডার	-	তুমি কি শারীরিক ও মানসিকভাবে পুতঃ পবিত্র হয়ে রোভার হিসাবে বিশ্ব স্কাউট ভ্রাতৃত্বের একজন সদস্য হওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে এসেছ ?
	দীক্ষা প্রার্থী	-	জ্বি হ্যাঁ।
৩।	রোভার স্কাউট লিডার	-	তুমি কি স্কাউট আত্মমর্যাদা বোঝ ?
	দীক্ষা প্রার্থী	-	জ্বি হ্যাঁ।
৪।	রোভার স্কাউট লিডার	-	তুমি কি স্কাউট প্রতিজ্ঞা, আইন, মূলনীতি জান ?
	দীক্ষা প্রার্থী	-	জ্বি হ্যাঁ।
৫।	রোভার স্কাউট লিডার	-	তুমি কি স্বেচ্ছায় স্কাউট প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ?
	দীক্ষা প্রার্থী	-	জ্বি হ্যাঁ।
৬।	রোভার স্কাউট লিডার	-	তাহলে স্কাউট চিহ্ন দেখাও।

সিনিয়র রোভার মেট পতাকা ধরে বাদিকে দাঁড়ান আছে। রোভার স্কাউট লিডার একথা বলার সাথে সাথে সে পতাকা সামনে রাখবে। দীক্ষা প্রার্থী ও রোভার স্কাউট লিডার বাম হাত দিয়ে পতাকা দন্ড ধরবেন। এ সময়ে ইতঃপূর্বে দীক্ষা প্রাপ্ত সকলে এবং দীক্ষা প্রার্থী স্কাউট চিহ্ন দেখাবে। রোভার স্কাউট লিডার প্রতিজ্ঞা পাঠ করবেন দীক্ষা প্রার্থী সাথে সাথে বলবে।

প্রতিজ্ঞা ঃ

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে,

- আল্লাহ্ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
- স্কাউট আইন মেনে চলতে
- আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

(অন্য ধর্মাবলম্বীগণ "আল্লাহ্" শব্দের পরিবর্তে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস মতে সৃষ্টিকর্তার নাম উচ্চারণ করতে পারে)।

প্রতিজ্ঞা পাঠ শেষে রোভার স্কাউট লিডার বলেন "আমি বিশ্বাস করি তুমি তোমার আত্মমর্যাদার উপর বিশ্বাস রেখে আল্লাহ্ ও দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে সক্ষম হবে। আজ থেকে তুমি বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সদস্য হলে। এ জন্য বিশ্ব স্কাউট সংস্থার পক্ষ থেকে তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।" এ বলে ব্যাজ, এ্যাপুলেট পরাবেন এবং সালাম করবেন ও করমর্দন করবেন। তারপর গ্রুপ স্কাউট লিডার স্কার্ফ ও ওয়াগল পরাবেন, সালাম করবেন ও করমর্দন করবেন। তারপর আসবেন সহকারী রোভার স্কাউট লিডার (যদি থাকে)। তিনি আমার স্কাউট রেকর্ড দেবেন ও টুপি পরাবেন এবং সালাম ও করমর্দন করবেন।

দীক্ষা শেষে রোভার স্কাউট লিডার বলবেন-"নব দীক্ষিত রোভার উল্টা ঘুর"। নব দীক্ষিত রোভার পেছনে ঘুরবে, দলকে সালাম করবে (রোভার স্কাউট লিডারের নির্দেশ পাবার পর)। এ সময় স্পনসরও উল্টা ঘুরে নব দীক্ষিত রোভার স্কাউটকে দলে নিয়ে যাবে। শেষে সিনিয়র রোভার মেট নিজ অবস্থান থেকে এক কদম সামনে এসে ইয়েলের মাধ্যমে দীক্ষাপ্রাপ্ত রোভার স্কাউটকে দলের সকলকে নিয়ে অভিনন্দন জানাবেন।

স্কাউটিং ও সমাজ

দেশের শিশু-কিশোর ও যুবাবয়সীদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য সুন্দর মানসিকতা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, পরার্থপরতা, সৎ, দক্ষ, কর্মঠ, ধর্মপ্রাণ, সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য স্কাউটিং একটি আন্দোলন।

গুডটার্ন (Good Turn) ঃ স্কাউটিং এর মূল ভিত্তি, স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনে প্রতিদিন কারো না করো উপকার (Good Turn) করার তাগিদ রয়েছে। গুডটার্নের অনুশীলন স্কাউটদের মূলমন্ত্রেরই অংশ। স্কাউটিংয়ে গুডটার্ণ বলতে ছোট ছোট ভাল কাজ করাকে বোঝায়। যেমন-অন্ধ/বৃদ্ধকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করা, কাউকে পথ চিনিয়ে দিতে সাহায্য করা, একজনের মাথার বোঝাটা নামাতে সাহায্য করা, পথে পরে থাকা কলার খোসা/কাঁচের টুকরা/কাটা সরিয়ে ফেলা, পানির কল কেউ অসাবধানতাবশতঃ খুলে রেখেছে তা বন্ধ করে দেয়া, অপ্রয়োজনে জ্বলছে এমন বাতি নিভিয়ে দেয়া, প্রতিবেশীর কারো টেলিগ্রাম/চিঠি পোস্ট, গ্যাস/বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের সহায়তার মত ছোট ছোট কাজ করা গুডটার্ণের আওতাভুক্ত কাজ। স্কাউটরা সর্বদা ভাল কাজ করার লক্ষ্যে তাদের স্কার্ফের মাথায় গুডটার্ণ নট দিয়ে রাখে।

সমাজ সেবা ঃ মূলতঃ গুডটার্ণ থেকেই সমাজ সেবার উদ্ভব। স্কাউটরা ব্যক্তিগতভাবে গুডটার্ণ করে অভ্যস্ত হয়ে উপদল বা ইউনিট ভিত্তিক সমাজ সেবামূলক কাজ করে। কোন রাস্তায় কাদা মাটির জন্য চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে দেখে স্কাউটরা কয়েকটা ইট মাঝে মাঝে বিছিয়ে দিল যার উপর পা দিয়ে মানুষ চলাচল করতে পারে। ড্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পানি বের হতে না পেরে পথে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে দেখে কয়েকজন স্কাউট মিলে ঐ ড্রেনটা পরিষ্কার করে জলাবদ্ধতা দূর করে দিল। পুকুর/ডোবায় বেশ কচুরীপানা সৃষ্টি হয়েছে এতে মশার উপদ্রব হচ্ছে দেখে স্কাউটরা ঐ পুকুরের কচুরীপানাগুলো পরিষ্কার করলো অথবা বর্ষার তোড়ে একটি রাস্তার কিছু অংশ ভেঙ্গে গেছে দেখে স্কাউটরা ঐ রাস্তায় মাটি ফেলে তা ভরাট করে দিল অথবা একটি সাঁকো তৈরি করে দিল। সমাজের মানুষের জন্য স্কাউটরা উদ্যোগী হয়ে এ ধরণের অনেক কাজ করে। এ ধরণের কাজকে সমাজ সেবামূলক কাজ বলে।

সমাজ উন্নয়ন ঃ সমাজ উন্নয়ন গুডটার্ণ এর পরবর্তী ধাপ। স্কাউটরা সমাজের সাধারণ মানুষের সাথে মিশে সমাজের কোন নির্দিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করে সমাজের মানুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যখন সেই সমস্যার সমাধান করে এবং যার ফল দীর্ঘস্থায়ী হয় তাকে সমাজ উন্নয়ন বলে। যেমন-কোন একটি পাড়া বা মহল্লার যাতায়াতের পথের একটি বিশেষ জায়গায় প্রতিবার বর্ষায় ভেঙ্গে যায়, প্রতিবারই তাতে মাটি ফেলে সমান না করলে আর সহজে চলাচল করা যায় না। ঐ এলাকার লোকজন মনে করেন এটি তাদের একটি সমস্যা। এতে তাদের বেশ কিছুদিন দারুন কষ্ট পেতে হয়। এলাকার এই সমস্যা চিহ্নিত করে স্কাউটরা এলাকার মুরুব্বীদের সাথে আলোচনা করে উপলব্ধি করলো সহজে পানি পার হওয়ার জন্য যদি এখানে কোন কালভার্ট তৈরি করা হতো তাহলে আর এমন হতো না। মুরুব্বীদের সাথে আলোচনা করে স্কাউটরা উপলব্ধি করলো যে করেই হোক পানি বের হওয়ার ব্যবস্থা করা গেলে সমস্যাটির সমাধান হবে এবং এক্ষেত্রে বড় ব্যাসের চারটি পাইপ দিতে পারলেও এর সমাধান হবে। সেক্ষেত্রে স্কাউটরা দুটো পাইপের মূল্য নিজেদের মধ্যে চাঁদা ধরে সংগ্রহ করলো। বাকী দুটো পাইপ এলাকার লোকজন সংগ্রহ করলো। পরিবহনের ব্যবস্থা তারা এলাকায় যাদের গরু বা মহিষের গাড়ী রয়েছে তাতেই সেরে ফেলল। পাইপ বসানোর দিনে মুরুব্বীগণ এলাকার লোকজন সাথে নিয়ে তার স্থাপনের ব্যবস্থা করলেন। এরূপ কাজের ফলে দেখা গেলো ঐ রাস্তা আর নষ্ট হয় না অর্থাৎ এই কাজটির ফল এলাকাবাসী দীর্ঘদিন ভোগ করবে। এ ধরণের কাজ সমাজ উন্নয়ন কাজ বলে চিহ্নিত। সমাজের/এলাকাবাসীর চিহ্নিত সমস্যার সমাধানে স্কাউটদের নেতৃত্ব/উদ্যোগে এলাকাবাসী এবং স্কাউটদের যৌথ অংশগ্রহণের মাধ্যমে চিহ্নিত ঐ নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানকে সমাজ উন্নয়ন কাজ বলে। এ কাজে স্থানীয়ভাবে সরকারী বা বেসরকারী সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণ করা যেতে পারে।

সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড ঃ সাধারণ যোগ্যতা ও পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জনের কাজ ছাড়াও অতিরিক্ত কাজের জন্য এই অ্যাওয়ার্ড লাভ করা যায়। পারদর্শিতা ব্যাজের সাতটি গ্রুপের মধ্যে সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক যে সব ব্যাজ আছে সেগুলো থেকে কমপক্ষে চারটি পারদর্শিতা ব্যাজ এবং নিম্নবর্ণিত তিনটি ব্যাজ অর্জন করলে সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড পাওয়া যাবে।

শিশু স্বাস্থ্য কর্মী ব্যাজ	টীকাদান কর্মী ব্যাজ	পুষ্টি স্যালাইন ব্যাজ	সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড

পতাকাসমূহ

১। **জাতীয় পতাকা ঃ** বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা আয়তাকার। পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ঃ৬। পতাকার মাঝের লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যকে সমান দশ ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগকে একটা ইউনিট ধরতে হবে। পতাকার প্রস্থকে সমান দুইভাগে ভাগ করে রেখা টানতে হবে। পতাকার উত্তোলন প্রান্তের দিকে সাড়ে চার ইউনিট এবং উড়ান্ত প্রান্তের দিকে সাড়ে পাঁচ ইউনিট রেখে একটা লম্ব রেখা টানতে হবে। এ দুটি রেখা যেখানে মিলিত হবে সেটাই হবে লাল বৃত্তের কেন্দ্র বিন্দু। এখন এই বৃন্দকে কেন্দ্র করে পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ ব্যাসার্ধ নিয়ে একটা বৃত্ত আঁকতে হবে এবং এই বৃত্ত হবে লাল রংয়ের। পতাকার বাকী অংশ হবে গাঢ় সবুজ রংয়ের।

ক) **পতাকার রং এবং তাৎপর্য ঃ**

সবুজ অংশ- তারুণ্যের উদ্দীপনা এবং গ্রাম বাংলার সবুজ পরিবেশের প্রতীক।

লাল বৃত্ত- নতুন সূর্যের প্রতীক। রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক।

পতাকার মাপ ঃ

সরকারী ও বেসরকারী ভবনের জন্য-

দৈর্ঘ্য ৩০৫ সে.মি. প্রস্থ ১৮৩ সে.মি. (১০ ফুট × ৬ ফুট)

দৈর্ঘ্য ১৫২ সে.মি. প্রস্থ ৯১ সে.মি. (৫ ফুট × ৩ ফুট)

দৈর্ঘ্য ৭৬ সে.মি. প্রস্থ ৪৬ সে.মি. (২ফুট × ১ফুট) ২·৫ × ১·৫

গাড়ীর জন্য-

দৈর্ঘ্য ৪৩ সে.মি. প্রস্থ ২৩ সে.মি. (১৫ ইঞ্চি × ৯ ইঞ্চি)

দৈর্ঘ্য ২৫ সে.মি. প্রস্থ ১৫ সে.মি. (১০ ইঞ্চি × ৬ ইঞ্চি)

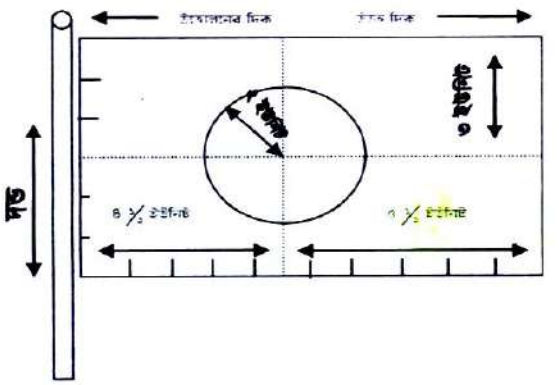

পতাকা উত্তোলন পদ্ধতি ঃ

পতাকা উত্তোলনের সময় সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। পতাকা উত্তোলনকারী ধীর গতিতে একটানাভাবে পতাকা দন্ডের শীর্ষে তুলবেন। জাতীয় সঙ্গীতের সাথে সাথে পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা দন্ডের শীর্ষে উঠার সাথে সাথে পতাকাকে সালাম জানাতে হবে।

অর্ধনমিত পতাকা উত্তোলন পদ্ধতি ঃ

স্বাভাবিক নিয়মে পতাকা দন্ডের শীর্ষে উঠবে এবং সাথে সাথে সালাম দিতে হবে। এর পর পরই ধীর গতিতে পতাকার এক প্রান্ত নিচে এসে অবস্থান করবে। নামানোর সময় পতাকা শীর্ষে তুলে তারপরে নামাতে হবে।

অন্যান্য পতাকার সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বহন পদ্ধতি ঃ

ক) একই লাইনে অন্যান্য পতাকার সাথে জাতীয় পতাকা উড়াতে হলে জাতীয় পতাকা অন্যান্য পতাকার মাঝখানে থাকবে। জাতীয় পতাকার দন্ড অন্যান্য পতাকার দন্ড থেকে উচু হবে।

খ) কোন স্কাউট অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হলে সকল পতাকা দন্ড একই লাইনে সমান উচ্চতায় থাকবে।

গ) একই পতাকা দন্ডে জাতীয় পতাকার সাথে অন্য কোন পতাকা উড়ানো যাবে না।

ঘ) অন্য কোন পতাকার সাথে জাতীয় পতাকাকে স্থাপন করার সময় জাতীয় পতাকা ডান দিকে থাকবে। জাতীয় পতাকা ও বাংলাদেশ স্কাউটসের পতাকা পাশাপাশি উড়াতে হলে স্কাউট পতাকা জাতীয় পতাকার বাম পার্শ্বে নিচুতে উড়াতে হবে।

ঙ) মঞ্চের সামনে জাতীয় পতাকার সাথে অন্য কোন পতাকা উত্তোলন করতে হলে জাতীয় পতাকা মঞ্চের ডান দিকে এবং অন্য পতাকা বাম দিকে থাকবে।

চ) পতাকা উত্তোলন করার সময় জাতীয় পতাকা সবার আগে উঠবে এবং অন্য পতাকা শেষে উঠবে। নামানোর সময় অন্য পতাকা আগে এবং জাতীয় পতাকা শেষে নামবে।

ছ) মার্চপাস্ট করার সময় অন্যান্য পতাকার সাথে জাতীয় পতাকা বহন করতে হলে জাতীয় পতাকা বহনকারী লাইনের তিন কদম আগে লাইনের মাঝখানে থাকবে। সাধারণভাবে পতাকা দন্ডসহ পতাকা বহন করার সময় পতাকা দন্ডের সঙ্গে গুটিয়ে নিয়ে ডান কাঁধে বহন করতে হবে। মার্চপাষ্টের সময় পতাকা দন্ড খাড়া করে ধরতে হবে যেন পতাকা মুক্তভাবে উড়তে পারে।

জ) বিশ্ব স্কাউট পতাকা উড্ডয়ন করতে হলে জাতীয় পতাকার বা দিকে জাতীয় পতাকা হতে নীচু করে এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের পতাকা হতে উচু করে ডান দিকে উড়াতে হবে।

পতাকার যত্ন ঃ

কোন রং চটা বা ছেঁড়া পতাকা উত্তোলন করা যাবে না। পতাকা ছিড়ে বা রং জ্বলে গেলে সেই পতাকা যত্নসহকারে রেখে দিতে হবে বা মাটিতে পুতে রাখবে যাতে পতাকার কোন প্রকার অবমাননা করা না হয়।

২। **স্কাউট পতাকা (ইউনিট/গ্রুপ) ঃ** পতাকার আকার হবে দৈর্ঘ্য ১৩৬ সে.মি. ও প্রস্থ ৯০ সে.মি.। পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাঝখানে বাংলাদেশ স্কাউটসের মনোগ্রাম খচিত থাকবে। মনোগ্রামের বাইরের বৃত্তের ব্যাস হবে ৪৫.৫ সে.মি. এবং ভিতরের বৃত্তের ব্যাস হবে ৩০.৫ সে.মি। মনোগ্রামের সবুজ ত্রিপত্র ও লাল ক্রিসেন্টের ভিতরের অংশ সাদা রংয়ের হবে। লাল ক্রিসেন্টের উভয় পার্শ্বে বৃত্তাকারে সবুজ রংয়ে ০.২ সে.মি. মাপের চওড়া রেখা থাকবে। স্কাউট মনোগ্রামের নিচে সোজা লাইনে ৭.৫ সে.মি মাপে গ্রুপের নম্বরসহ সংক্ষিপ্ত নাম ও উপজেলার নাম লেখা থাকবে। যেমন- ১২নং বন্দর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাব দল, নারায়ণগঞ্জ বা ১০৪ নং হাসমত উদ্দিন বিদ্যালয় স্কাউট দল, কিশোরগঞ্জ বা ১০নং সরকারি বাঙলা কলেজ রোভার , ঢাকা।

ক) কাব ইউনিটের পতাকার কাপড়ের রং হলুদ ও সবুজ রংয়ের লেখা।

খ) স্কাউট ইউনিটের পতাকার কাপড়ের রং গাঢ় সবুজ (Bottle Green) ও সোনালী রংয়ে লেখা।

গ) রোভার ইউনিটের পতাকার রং গাঢ় লাল ও লেখা সোনালী রংয়ের।

ঘ) রেলওয়ে স্কাউট ইউনিটের পতাকার রং রেলবু ও লেখার রং সোনালী।

ঙ) নৌ স্কাউট ইউনিটের পতাকার রং হবে নেভী বু ও লেখার রং সোনালী।

চ) এয়ার স্কাউট ইউনিটের পতাকার রং আকাশী নীল ও লেখার রং হবে সোনালী।

৩। **উপদল পতাকাঃ** উপদল পতাকা উপদলের পরিচয় বহন করে। এ পতাকা ত্রিকোণাকৃতি সাদা ২০ সে. পটভূমিতে তৈরি হবে। পতাকার মাঝখানে উপদলের নামের প্রাণী/পাখীর মুখমন্ডল বা প্রতীক আঁকা থাকবে। উপদল পতাকার পরিমাপ ৩০ সে.মি.×২০ সে.মি. হবে। উপদল পতাকার দন্ডের মাপ স্কাউট লাঠির সমান হবে।

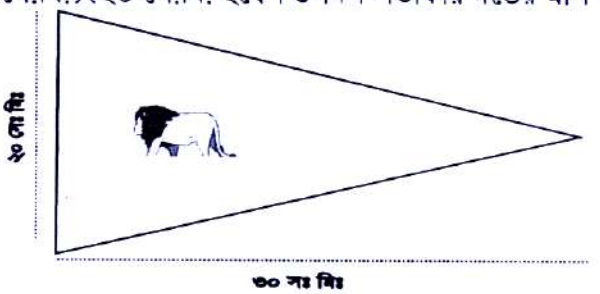

রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স-এর ট্রেনিং এসাইনমেন্ট/স্টাডি

রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্সে সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ শেষে ন্যূনতম ৬ মাস ইনসার্ভিস ট্রেনিং চলাকালে একজন ইউনিট লিডারকে সুনির্দিষ্ট ৪ (চার) টি এসাইনমেন্ট **"স্কাউটার ডাইরি"**-তে সম্পন্ন করতে হবে। এই স্কাউটার

ডাইরিটি অ্যাডভান্সড কোর্সে অংশগ্রহণের পূর্বে তাঁকে আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ) এর নিকট উপস্থাপন করতে হবে। স্কাউটার ডায়েরিটি যাচাই-বাছাই করে পরবর্তীতে অ্যাডভান্সড কোর্সে অংশগ্রহণের অনুমোদন দেয়া হবে।

এসাইনমেন্ট-১

স্কাউটার ডাইরি সংরক্ষণ ঃ

রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করার পর নিজ ইউনিট পরিচালনায় যে সব প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করবেন অথবা স্কাউটিং সংক্রান্ত সকল তথ্য স্কাউটার ডাইরিতে সংরক্ষণ করবেন।

স্কাউটার ডাইরি তৈরির কৌশল-

(ক) ডায়েরিটি হবে একটি মোটা বাঁধাই খাতা/স্পাইরাল বাইন্ডিং/রিং ফাইল।

(খ) ডায়েরিটির কভারটি রোভারদের পতাকার রংঙের সাথে সামঞ্জস্য রেখে করতে হবে।

(গ) ডায়েরিটির কভার পৃষ্ঠায় ইউনিট লিডারের নাম, পদবী, ইউনিটের নাম, জেলা, বেসিক কোর্সের নাম, কোর্স অনুষ্ঠানের তারিখ ও স্থান, সার্টিফিকেট নম্বর ও অঞ্চলের নাম উল্লেখ করতে হবে।

(ঘ) ডায়েরিটির প্রথম পৃষ্ঠার ডান দিকের উপরে একটি পাসপোর্ট সাইজ ছবিসহ ব্যক্তি পরিচিতি হিসেবে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে-

(০১) পুরো নাম (বাংলা ও ইংরেজিতে)
(০২) ইউনিটের নাম ও ঠিকানা
(০৩) পিতার নাম
(০৪) মাতার নাম
(০৫) বর্তমান ঠিকানা
(০৬) স্থায়ী ঠিকানা
(০৭) জন্মতারিখ
(০৮) শিক্ষাগত যোগ্যতা
(০৯) পেশার পূর্ণ বিবরণ
(১০) স্কাউট পদমর্যাদা
(১১) ভোটার আইডি নম্বর
(১২) মোবাইল নম্বর
(১৩) **স্কাউটিং অভিজ্ঞতা ঃ**
ক) কাব স্কাউট হিসেবে - নাই/আছে - বিবরণ.....
খ) স্কাউট হিসেবে - নাই/আছে - বিবরণ.....
গ) রোভার স্কাউট হিসেবে - নাই/আছে - বিবরণ.....
ঘ) অন্যান্য পদমর্যাদা - নাই/আছে - বিবরণ.....
(১৪) **ক্যাম্পিং অভিজ্ঞতা (যদি থাকে)**
ক) দেশে খ) বিদেশে
(১৫) অন্যান্য স্কাউট লিডার ট্রেনিং অভিজ্ঞতা - নাই/আছে - বিবরণ.....
(১৬) অন্যান্য সেবামূলক সংস্থার(গার্ল গাইড,রোটারী, রেড ক্রিসেন্ট, বি.এন.সি.সি., কচিকাঁচা ইত্যাদি) সাথে কাজের অভিজ্ঞতা - নাই/ আছে - বিবরণ.....

(ঙ) পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো থেকে বেসিক কোর্সে অংশগ্রহণের পর ইউনিট পরিচালনা ও যে কোন স্কাউট কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ধারাবাহিক বর্ণনা নিম্নলিখিত ছক আকারে বর্ণনা করতে হবে ঃ

তারিখ	প্রোগাম/ইভেন্ট এর নাম	বিবরণ	মন্তব্য

বিঃদ্রঃ মন্তব্যের কলামে প্রয়োজন অনুযায়ী জেলা রোভার লিডার/সম্পাদক/কমিশনার/এ.এল.টি./ এল.টি./প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ/গ্রুপ সভাপতি/স্কাউটিং কার্যক্রম কর্তৃপক্ষের নাম ও স্বাক্ষর নেয়া যেতে পারে।

(চ) ডায়েরিটির ডান পৃষ্ঠায় উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী কার্যক্রমের বিবরণ এবং বাম পৃষ্ঠায় উক্ত কার্যক্রমের ছবি, পেপার কাটিং, সনদের ফটোকপি, অংকিত চিত্র, স্কেচ ইত্যাদি প্রয়োজনে সংরক্ষণ করা যাবে।

(ছ) আপনার সংগৃহীত নতুন গান, খেলাধুলার বিবরণ ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।

(জ) কর্মস্থল পরিবর্তনের কারণে ইউনিট পরিবর্তন হলে নতুন ইউনিটের নাম ও ঠিকানা ডাইরিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

(ঝ) ডায়েরিটির শেষে নিম্নলিখিত ছক আকারে জেলা, আঞ্চলিক স্কাউটস ও অন্যান্যদের মন্তব্য লেখার জন্য আলাদা ফাঁকা পাতা রাখতে হবে (প্রত্যেকটির জন্য একটি করে)।

জেলা রোভার স্কাউটস-এর মন্তব্য (নাম, পরিচিতি ও তারিখসহ)

প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ-এর মন্তব্য (নাম, পরিচিতি ও তারিখসহ)

আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ) এর মন্তব্য

আঞ্চলিক কমিশনার মহোদয়ের অনুমোদন

এসাইনমেন্ট-২

রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্সে অংশগ্রহণ শেষে ইউনিট গঠন বা ইউনিটে সংশ্লিষ্ট হওয়ার পর আপনার পরিচালনায় বাস্তবায়িত কমপক্ষে ৮ (আট) টি ক্রু মিটিং (বিশেষ ক্রু মিটিংও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে) এর বিস্তারিত কর্মসূচি (তারিখ উল্লেখসহ) স্কাউটার ডায়েরিটিতে লিপিবদ্ধ করুন।

এসাইনমেন্ট-৩

ইনসার্ভিসকালে আপনার এলাকার কমপক্ষে ৩ (তিন) টি কাব/স্কাউট ইউনিট পরিদর্শন করে পরিদর্শনকালে যে সকল কাব/স্কাউট লিডারদের সাথে পরিচিত হয়েছেন তাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয়সহ সেই ইউনিট বিষয়ে আপনার মতামত ডায়েরিটিতে লিপিবদ্ধ করুন।

এসাইনমেন্ট-৪

আজকের পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় স্কাউট কার্যক্রম কিভাবে সমাজ জীবনের অগ্রগতিতে ভূমিকা পালন করছে এবং স্কাউটিং কার্যক্রমে অভিভাবকদের কিরূপে অধিক সম্পৃক্ত করা যায় বলে আপনি মনে করেন-স্কাউটার ডায়েরিটিতে তা লিপিবদ্ধ করুন।

৬০ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম সড়ক, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৮৩১৭৯৭১, ফ্যাক্স ঃ ৯৩৩০১৭৩
E-mail : roverscoutbd@yahoo.com
www.roverscout.org.